পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 293 Tuesday, 23 September, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ২৯৩ সংখ্যা ❋ ৬ আশ্বিন ১৪৩২, মঙ্গলবার, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

বাজার পরিদর্শনে শমীক ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বরঃ সোমবার থেকে নতুন হারে জিএসটি ধার্য করা হচ্ছে দেশ জুড়ে। ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস সহ একাধিক পণ্যের দাম কমে গিয়েছে। বাজারে সে সব জিনিস সঠিকদামে বিক্রি করা হচ্ছে কি না, তা দেখতে রাস্তায় নামল খোদ বিজেপি নেতৃত্ব। বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য নেতা-কর্মীদের নিয়ে পৌঁছে গেলেন বাজারে। কথা বললেন ক্রেতা-বিক্রেতাদের সঙ্গে। পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন নির্বাচনে এই জিএসটি হ্রাস যে বিজেপির হাতিয়ার হতে চলেছে, তা স্পষ্ট। শুধু বাজার পরিদর্শন নয়, সোশ্যাল মিডিয়া জুড়েও চলছে সেই প্রচার। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী জিএসটি হ্রাসের কথা ঘোষণা করেছিলেন আগেই। পুরনো নিয়ম বদলে এবার থেকে শুধুমাত্র ৫ ও ১৮ শতাংশ হারে জিএসটি দিতে হচ্ছে ক্রেতাদের। সোমবার থেকে কার্যকর হয়েছে সেই নয়া হারের জিএসটি। এদিন সকালেই দেখা গেল, বঙ্গ বিজেপির নেতারা সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁদের ডিপি (প্রোফাইলের ছবি) বদলে দিয়েছেন। ক্রেতা-বিক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলেন স্বদেশী পণ্য ব্যবহারের পক্ষে সওয়াল করছেন শুভেন্দু অধিকারী, শমীক ভট্টাচার্য, সুকান্ত মজুমদাররা। ডিপিতে লেখা 'কমল জিএসটি, মিলল উপহার। ধন্যবাদ মোদি সরকার।' কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে যে সাধারণ মানুষ উপকৃত হচ্ছেন, সে কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছেন বঙ্গ বিজেপির নেতারা। বাগুইআটি বাজারে এদিন পৌঁছে যান শমীক ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, ''অন্তত ১৫০ জিনিসের দাম কমেছে। সাধারণ উপভোক্তারা এতে উপকৃত হবেন। শুধু তাই নয়, একইসঙ্গে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বাড়বে। মোদি সরকারের এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। এছাড়াও যারা বিভিন্ন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত, ছোট ছোট দোকানদার, সবার ক্ষেত্রেই বড় প্রভাব পড়বে।'' আর এক বিজেপি নেতা তথা সাংসদ সুকান্ত মজুমদার বলেন, ''বাঙালির উৎসবকে মাথায় রেখে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নরেন্দ্র মোদি। মাতৃপক্ষ শুরু হওয়ার পর প্রায় ১৫০-র বেশি জিনিসের দাম কমে যাচ্ছে। দেশবাসীকে উপহার।'' তবে তৃণমূল কোনও অবস্থাতেই জিএসটি হ্রাসের কৃতিত্ব বিজেপিকে দিতে রাজি নয়। তৃণমূল নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, ''আন্দোলন তো করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মোদি সরকার বাধ্য হল। শেষ পর্যন্ত দেখলেন ভোট বেরিয়ে যাবে। তাই কমানো হয়েছে।'' তৃণমূল নেতার কথায়, ''আগেও কষ্ট ছিল, আজ হঠাৎ কষ্ট চোখে পড়ল।''

ছট পুজোর পরই বিহারে নির্বাচন

হি.স., পাটনা, ২২ সেপ্টেম্বরঃ ছট পুজোর পরই হতে চলেছে বিহারের বিধানসভা নির্বাচন। সূত্রের খবর, বিহারের নির্বাচন তিন দফায় হতে চলেছে। আগামী সপ্তাহেই বিহার পরিদর্শনে যাবেন জাতীয় নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। তারপরই নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হতে পারে। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, উৎসবের মরশুম শেষ হলেই বিহারে ভোট হবে। আগামী ২৮ অক্টোবর ছট পুজো। এরপরই বিহারের বিধানসভা নির্বাচন হতে পারে। আগামী ৫ থেকে ১৫ নভেম্বরের মধ্যে বিহারের নির্বাচন হওয়ার সম্ভাবনা। বর্তমান সরকারের মেয়াদ শেষ হচ্ছে ২২ নভেম্বর। তার আগেই নির্বাচন করতে হবে। বিহারে ভোটের প্রস্তুতি কতদূর এগিয়েছে, তা দেখতে রাজ্য সফরে যাবেন জাতীয় নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। ভোটার তালিকায় নিবিড় পরিমার্জন বা এসআইআরের পর চূড়ান্ত ভোটার তালিকাও খতিয়ে দেখবেন তিনি। আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর এসআইআরের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হবে। খসড়া ভোটার তালিকায় ৬৫ লাখ ভোটারের নাম বাদ গিয়েছিল। এই নিয়ে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়। সুপ্রিম কোর্টেও মামলা চলছে। শেষ শুনানিতে শীর্ষ আদালত বলেছিল যে এসআইআর প্রক্রিয়ায় কোনও গাফিলতি বা অনিয়ম ধরা পড়লে, চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রস্তুত হয়ে গেলেও গোটা প্রক্রিয়াই বাতিল করে দেওয়া হবে। এর আগে ২০১৫ সালে ৫ দফায় বিহারে বিধানসভা নির্বাচন হয়েছিল। ৩ দফায় নির্বাচন হয়েছিল ২০২০ সালে।

বেআইনি অস্ত্র পাচারের ইস্যুতে মনোজ ভার্মা

বিষয়টি সত্যিই চিন্তার!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বরঃ বিগত কয়েক সপ্তাহে কলকাতা সহ একাধিক জেলায় গুলি চলার ঘটনা ঘটেছে। হয়েছে মৃত্যুও। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, বেআইনি অস্ত্র পাচারের ইস্যু। ইতিমধ্যে বহু জায়গায় অভিযান চালিয়ে অস্ত্র উদ্ধারও করেছে পুলিশ। তবে উৎসব মরশুমে বিষয়টি যে চিন্তার তা মেনে নিলেন কলকাতা পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা। যদিও তিনি আশ্বাস দিয়েছেন যে, ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং হবেও। মহালয়া হয়ে গেছে। চলতি সপ্তাহের শেষ থেকেই পুরোপুরি পুজোর আমেজে ঢুকে যাবে বাঙালি তথা থেকে যারা অস্ত্র কিনে ঢুকছে বা পাচার চক্রে জড়িত তাদের অনেককে পাকড়াও করা হয়েছে।'' বরঞ্চ এই বছর গ্রেফতারির সংখ্যা বেশি বলেই দাবি করেছেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার। অনেক কাজ হলেও অস্ত্র পাচারের ঘটনা পুরোপুরি বন্ধ করা যায়নি। তবে এক্ষেত্রে সিপির আশ্বাস, দ্রুত কীভাবে বিষয়টি নিয়ন্ত্রণে আনা যায় তার জন্য সর্বদা কাজ করছে কলকাতা এবং রাজ্য পুলিশের অনেক ইউনিট। পুজোর মরশুমে যাতে এমন কোনও ঘটনা না ঘটে তা নিশ্চিত করতে তৎপর তাঁরা। পাশাপাশি সিপি এও জানিয়েছেন, মানুষের নিরাপত্তার

রাজ্যবাসী। তার আগে পরপর অস্ত্র উদ্ধার এবং গুলি চলার ঘটনা যে সত্যিই উদ্বেগজনক তা স্বীকার করে নিয়েছেন সিপি। সংবাদমাধ্যমে তিনি এদিন বলেন- উৎসবে মরশুমে বিষয়টি সত্যিই চিন্তার তবে রাজ্য পুলিশ, কলকাতা পুলিশের বিভিন্ন টিম এই ইস্যুতে কাজ করছে। ব্যবস্থাও নেওয়া হচ্ছে। মনোজ ভার্মার কথায়, ''এর আগেও কলকাতা পুলিশের এসটিএফ, ডিটেকটিভ বিভাগ নানা কাজ করেছে। এখনও বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি অভিযান চলছে এবং অস্ত্র উদ্ধারও হয়েছে। সোমবারও এমন এক ঘটনায় যে অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে তা বেআইনি বলেই সন্দেহ। রাজ্যের বাইরে যেমন বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশার অস্ত্র কারখানা বা দোকান কথা ভেবে চলতি বছর পুজোর দিনগুলিতে পুলিশের সংখ্যাও বাড়ানো হচ্ছে রাস্তায়। প্রসঙ্গত মহালয়ার দিনই কলকাতায় গুলি চলার ঘটনা ঘটে। হেলমেট-রেনকোট পরে জিমে ঢুকে পর পর গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। নিশানায় ছিলেন জিমের মালিক। চারু মার্কেটের ঘটনা আতঙ্ক ছড়িয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে গুলি দু'টি খোল উদ্ধার হয়েছে। দুষ্কৃতীদের পরিচয় জানা যায়নি। কী কারণে এই ঘটনা তাও বুঝতে পারছেন না জিমেরই কর্মীরা। চারু মার্কেট থানার আধিকারিক জানিয়েছেন, দুষ্কৃতীদের উদ্দেশ্য ও ঘটনা সংক্রান্ত বিস্তারিত বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে। জিমের ভিতরে ও বাইরে থাকা সিসি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করেছেন আধিকারিকরা।

শাহের হাত ধরেই পুজো উদ্বোধনী, দেবীপক্ষে বাংলায় আসছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

অভি ব্যানার্জী, কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বরঃ শাহের হাত ধরে উদ্বোধন হবে সজলের পুজোর। দেবীপক্ষের মাঝেই রাজ্যে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। যাবেন দু'জায়গার পুজো উদ্বোধনে। সূত্রের খবর, চতুর্থী অর্থাৎ চলতি সপ্তাহের শুক্রবার রাজ্যে আসতে চলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সেদিন দুপুরের মধ্যে কলকাতায় ঢুকে পড়বেন তিনি। তারপর এখনও পর্যন্ত নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী যাবেন দুই জায়গায়। একদিকে, সন্তোষ মিত্র স্কোয়্যার। অন্যদিকে, ইজেড সিসির দুর্গাপুজোয়। বলে রাখা ভাল, রাজনৈতিক মহলে সন্তোষ মিত্র স্কোয়্যারের পুজো বিজেপি নেতা সজল ঘোষের পুজো বলেই খ্যাত। কারণ, এই পুজোর প্রধান উদ্যোক্তাও তিনিই। প্রতি বছর পুজোয় থিমের দিক থেকে চমক দিয়েছেন সজল। কখনও বানিয়েছেন রামমন্দির। কখনও আবার বানিয়েছেন লালকেল্লা। তবে এবারের পুজোর থিম আরও এক ধাপ এগিয়ে। ৯০ তম বর্ষে পা দিয়ে সন্তোষ মিত্র স্কোয়্যারের থিম অপারেশন সিঁদুর। যা এবার উদ্বোধন হতে চলেছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের হাত ধরে। বিজেপি সূত্রে খবর, সজলের পুজো উদ্বোধনের পাশাপাশি ওই দিন ইজেডসিসি-র দুর্গাপুজো উদ্বোধন করতে চলেছেন শাহ। পশ্চিমবঙ্গ সাংস্কৃতিক মঞ্চ নামে একটি সংগঠনের দ্বারা সেখানে পুজোর আয়োজন করা হয়েছে। সরাসরি 'বিজেপি'-র দুর্গাপুজো না হলেও, সেই পুজো আয়োজনের সমস্ত রকম দায়িত্বে থেকেছেন বিজেপি নেতারাই। এমনকি, খুঁটি পুজোর দিনেও গোটা দিন পুজো আয়োজনের কাজে ইজেডসিসি-তেই কাটিয়েছিলেন বঙ্গ বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। বলে রাখা ভাল, এই পুজোর শুরুটা এক সময় তৃণমূল, পরে বিজেপি। তারপর আবার তৃণমূলে ফেরত যাওয়া মুকুল রায়ের হাত ধরেই। একাংশ বলেন, তিনি বিজেপিতে থাকাকালীন তাঁর পরামর্শেই এই পুজো শুরু করে বঙ্গ বিজেপি।

পুজো উদ্বোধনে মোদি সরকারকে তোপ মুখ্যমন্ত্রীর

'জিএসটি-র ক্রেডিট আমারই'

দেব ভট্টাচার্য, কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বরঃ সোমবার থেকে নতুন জিএসটি হার লাগু হয়েছে। পুজোর আমেজে যা নিয়ে নতুন করে রাজনৈতিক উত্তাপ ছড়িয়েছে। জিএসটি হার নিয়ে মোদি সরকারের দাবিকে খারিজ করে এদিন খিদিরপুর ২৫ পল্লীর মণ্ডপে দুর্গাপুজোর উদ্বোধন মঞ্চ থেকে বড় দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর কটাক্ষ, ''এই জিএসটি হ্রাসে সেন্ট্রাল গর্ভমেন্টের কোনও ক্রেডিট নেই। আমিই প্রথম ইনসিওরেন্স থেকে জিএসটি তোলার দাবি তুলেছিলাম। রান্নার জিরেতে জিএসটি, হিরেতে নয় - এটাই তো এদের ন্যায়বিচার! জীবনদায়ী ওষুধেও কর বসানো হয়েছে। আমাদের প্রতিবাদেই জিএসটির নিয়মে বদল আনতে বাধ্য হয়েছে।'' সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দিকে আঙুল তুলে মমতা বলেন, ''ক্রেডিট নিচ্ছেন একজন, আত্মনির্ভরের কথা বলছেন, অথচ রাজ্যের টাকা ফেরত দিচ্ছেন না। ১০০ দিনের কাজ থেকে আবাস যোজনা - সব বন্ধ।'' সোমবার থেকে দেশজুড়ে জিএসটির নয়া নিয়ম কার্যকর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশজুড়ে প্রচারে নেমেছে বিজেপি। প্রধানমন্ত্রী বলছেন, ''জিএসটি বাঁচাও আর ক্রয় করো। এই উৎসবের আনন্দের সঙ্গে এটা আরও একটা আনন্দের সংবাদ।'' যার পাল্টা জবাবে এদিন মমতা

বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাফ বার্তা, ''জিএসটি লাগু করে কেন্দ্র গরিব মানুষের সর্বনাশ করেছিল, আর রাজ্যগুলো থেকে টাকা তুলেছিল। ওদের এক পয়সাও খরচ হয়নি। অথচ এখন কৃতিত্ব নিতে আসছে!'' আদতে জিএসটি নিয়ে কেন্দ্র যে মিথ্যে প্রচার করছে তা জনতাকে জানাতে এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারের তরফে শীঘ্রই সংবাদ মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, ''আমাদের ২০ হাজার কোটি টাকা ক্ষতি হয়ে গেল। সংসারটা চালাব কী করে, তবে এতে মানুষের সুবিধা হবে তাই আমি খুশি। তবে যাদের কোনও ক্রেডিট নেই, তাদের জিএসটির নাম নিতে দেব না। এটা মানা যায় না। এ ব্যাপারে আমরা বিজ্ঞাপন দিয়ে আসল সত্যটা সামনে আনব।'' বাংলা ভাষার মর্যাদা নিয়েও সরব হন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর আবেদন, ''আমাদের ভাষাকে কেউ যেন অসম্মান না করে। বাংলা ভাষা আমাদের গর্ব।'' মহালয়ার আগের দিন থেকেই পুজো উদ্বোধন শুরু করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সকাল থেকেই আকাশের মুখ ভার। তা সত্ত্বেও বৃষ্টি মাথায় করে এদিন খিদিরপুরের পুজো মঞ্চে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে জিএসটি নিয়ে কেন্দ্রকে ফের তোপ দাগেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। খিদিরপুরের পর এদিন বড়িশা ক্লাবের পুজো উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে একইমঞ্চে দেখা যায় পহেলগাঁও হামলায় নিহত বিতান অধিকারীর বাবা-মা'কে। 'ঘরের মেয়ে' মমতাকে পাশে পেয়ে কেঁদে ফেললেন বৃদ্ধ দম্পতি। হাত ধরে তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দিলেন মমতা। বললেন, ''এখন কাঁদলে হবে না। শরীর খারাপ হবে। একটা ছেলে গিয়েছে ঠিকই। কিন্তু এত ছেলে রয়েছে আপনার।'' এরপরই তিনি দলের স্থানীয় নেতাদের নির্দেশ দেন, সবসময় দম্পতির খোঁজ রাখার। মঞ্চ থেকে বিরোধীদের নিশানা করতেও ছাড়েননি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নাম না করে বিজেপিকে আক্রমণ করে বললেন, ''কেউ কেউ ঘটনার পর যোগাযোগ করে পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছিল। কিন্তু কই তাঁদের তো আর দেখা যাচ্ছে না।'' এরপরই মনে করিয়ে দিলেন, নন্দীগ্রাম, সিঙ্গুর কাণ্ডের এতবছর পরও শহিদদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। বললেন, ''এতবছর পরও একুশে জুলাই শহিদদের শ্রদ্ধা জানানো হয়।'' অর্থাৎ বুঝিয়ে দিলেন, কথা দিলে কথা রাখেন তিনি।

পাইলটের 'ভুল'! আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার রিপোর্টে জল্পনা, 'দুর্ভাগ্যজনক' সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বরঃ এয়ার ইন্ডিয়া ১৭১ বিমানের বিধ্বংসী দুর্ঘটনার তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ্যে এসেছে। পাইলটের 'ফুয়েল কাট-অফ'কে কেন্দ্র করে ওঠা জল্পনাকে 'দুর্ভাগ্যজনক' বলে মন্তব্য করল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত কেন্দ্রীয় সরকার ও ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ সিভিল এভিয়েশন-এর কাছে এই মর্মে একটি জনস্বার্থ মামলার জবাব চেয়েছে, যেখানে স্বাধীন তদন্তের দাবি তোলা হয়েছে। এছাড়াও আদালত বিমান দুর্ঘটনা তদন্ত ব্যুরো-র কাছ থেকেও জবাব তলব করেছে। গত জুলাইয়ে এএআইবি যে প্রাথমিক রিপোর্ট প্রকাশ করে, সেখানে উল্লেখ ছিল ক্যাপ্টেন সুমিত সাবরওয়াল ও ফার্স্ট অফিসার ক্লাইভ কুন্দরের কথোপকথনের। রিপোর্টে বলা হয়, ককপিট অডিও-তে ধরা পড়েছে- এক পাইলট জিজ্ঞাসা করছেন, "Why did you cut off?" (ফুয়েল কাট-অফ করলে কেন?) অন্যজন উত্তর দিয়েছেন, "I didn't." (আমি করিনি)। এই বক্তব্য থেকেই জল্পনা শুরু হয় যে, ভয়াবহ ওই বিপর্যয়ে পাইলটের ভুল থাকতে পারে। অ্যাভিয়েশন সেফটি সংস্থা সেফটি ম্যাটার্স ফাউন্ডেশন একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছে। তাদের অভিযোগ, প্রাথমিক রিপোর্ট গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপন করেছে এবং নাগরিকদের জীবন, সমতা ও সত্য

তথ্য জানার মৌলিক অধিকারের লঙ্ঘন করেছে। ওই জনস্বার্থ মামলায় বলা হয়েছে, রিপোর্টে ফুয়েল-সুইচ ত্রুটি, বৈদ্যুতিক গোলযোগের মতো সিস্টেমিক সমস্যাগুলিকে আড়াল করে পাইলটের ভুলের দিকে আঙুল তোলা হয়েছে। পিটিশনারের আইনজীবী সিনিয়র অ্যাডভোকেট প্রশান্ত ভূষণ বলেন, ''ঘটনার ১০০ দিনেরও বেশি পেরিয়ে গেল, অথচ এখনও কেবল প্রাথমিক রিপোর্ট প্রকাশ হয়েছে। তাতে স্পষ্টভাবে বলা নেই কী ঘটতে পারে এবং ভবিষ্যতে কী সাবধানতা নেওয়া উচিত। ফলে, এখনও বোয়িং বিমানে যাত্রীদের ঝুঁকি থেকে যাচ্ছে।'' ভূষণ আরও দাবি করেন, দুর্ঘটনা তদন্তের জন্য গঠিত পাঁচ সদস্যের কমিটির মধ্যে তিনজনই ডিজিসিএ-র বর্তমান কর্মী, যা 'গুরুতর স্বার্থের সংঘাত' তৈরি করছে। তাঁর প্রশ্ন, যে সংস্থার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন, তার কর্মীরাই তদন্ত করবে কীভাবে? বিচারপতি সূর্যকান্ত ও বিচারপতি এন কোটিশ্বর সিং-এর বেঞ্চ জানায়, ন্যায্য তদন্তের দাবি যৌক্তিক হলেও সব তথ্য প্রকাশ্যে আনলে তদন্ত ব্যাহত হতে পারে। বিচারপতি কান্ত বলেন, ''ধরা যাক, রিপোর্টে বলা হল পাইলট 'এ' দায়ী। তাহলে তাঁর পরিবারের উপর ভয়াবহ প্রভাব পড়বে।'' ভূষণ উল্লেখ করেন, রিপোর্ট সরকারকে দেওয়ার আগেই ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল লিখেছিল যে পাইলটদের দোষারোপ করা হবে। এই ফাঁসের পরেই সবাই বলতে শুরু করল, পাইলটের ভুলেই দুর্ঘটনা। অথচ তাঁরা ছিলেন অভিজ্ঞ পাইলট। বলা হচ্ছিল, তাঁরা ইচ্ছে করে ইঞ্জিনের ফুয়েল বন্ধ করেছিলেন। এর জবাবে বিচারপতি কান্ত মন্তব্য করেন, এগুলি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন বক্তব্য। তিনি যোগ করেন, এমন সংবেদনশীল বিষয়ে গোপনীয়তা অপরিহার্য। ২০২৫ সালের ১২ জুন দুপুরে আমদাবাদ থেকে লন্ডন গ্যাটউইকের উদ্দেশে রওনা হওয়া এয়ার ইন্ডিয়া ফ্লাইট ১৭১ টেকঅফের কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ভেঙে পড়ে। বিমানের ১২ ক্রু-সহ ২৩০ যাত্রীর মধ্যে ২২৯ জনই মারা যান। প্লেনটি কাছের একটি মেডিকেল কলেজের হোস্টেলে আছড়ে পড়ে, তাতে আরও ১৯ জনের মৃত্যু হয়। কেবল একজন যাত্রী অলৌকিকভাবে প্রাণে বেঁচে যান।

'মমতার পুলিশের প্রশ্রয়েই বাড়বাড়ন্ত'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বরঃ কলকাতা বিমানবন্দরে অস্ত্র-সহ ধরা পড়েছেন তৃণমূলের এক কাউন্সিলর। অভিযোগ, তারপরেও ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তাঁকে। সোমবার এমনই বিস্ফোরক দাবি করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর অভিযোগ, 'মমতা পুলিশ'-এর প্রশ্রয়েই তৃণমূল নেতারা আইনকে বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছেন। বিরোধী দলনেতা এক্স-এ লেখেন, দক্ষিণ ২৪ পরগনার পূজালী পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আমিরুল ইসলামকে রবিবার কলকাতা বিমানবন্দরে গ্রেফতার করে সিআইএসএফ। তাঁর কাছ থেকে উদ্ধার হয় অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ। নিয়ম মেনে তাঁকে বিমানবন্দর থানায় (বিধাননগর কমিশনারেট) হস্তান্তর করা হলেও পরবর্তীতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে দাবি শুভেন্দুর। তাঁর প্রশ্ন, ''কী পরিকল্পনা ছিল আমিরুলের? রাজ্যের বাইরে অস্ত্র পাচার? নাকি বিমান ছিনতাইয়ের চেষ্টা? যে নেতা নিজের উর্ধ্বতনদের মতোই ভাবলেন চোরাচালান হোক বা অস্ত্রপাচার, কোনও ক্ষতি হবে না, কারণ প্রশাসন তো মমতার নির্দেশেই চলে!'' বিরোধী দলনেতার আরও অভিযোগ, রাজ্যে তৃণমূল নেতারা এখন চরম বেপরোয়া। ''চাঁদাবাজি', দেহরক্ষী বাহিনী দিয়ে দাপট, সোনা পাচার, অস্ত্র পাচার সবই চলছে খোলাখুলি। পুলিশ রাজনৈতিক চাপে নতিস্বীকার করে হাত গুটিয়ে বসে আছে।'' শুভেন্দুর অভিযোগ, ''বিধাননগরের পুলিশ কমিশনার মুকেশ কুমার, উপরে রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার আর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশেই কাজ করেন। তাই এত বড় অপরাধেও অভিযুক্ত কাউন্সিলরকে ছেড়ে দেওয়া হল।'' ঘটনার সঠিক চিত্র জনসমক্ষে আনার দাবি করেছেন শুভেন্দু। টুইটে তাঁর আবেদন, সিআইএসএফ যেন গ্রেফতারের ফুটেজ প্রকাশ করে। পাশাপাশি তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব গোবিন্দ মোহনকে অনুরোধ করেছেন, কেন্দ্র যেন রাজ্য সরকারের কাছে এ বিষয়ে রিপোর্ট তলব করে। জানা গিয়েছে, রবিবার দুপুর ২টো ১৫ নাগাদ আমিরুল ইসলাম বিমানবন্দরে পৌঁছন। মুম্বইয়ের বিমান ধরার কথা ছিল তাঁর। সিকিউরিটি চেকইনের সময় ধরা পড়ে আমিরুলের কাছে থাকা বন্দুক এবং কার্তুজ। এই কার্তুজ এবং বন্দুকের বৈধ নথি দেখাতে পারেননি কাউন্সিলর। রাজ্যে এমনিতেই অবৈধ বন্দুক, বোমার কারবার বেড়েই চলেছে। ক'দিন আগেই গুলশান কলোনির ঘটনাই এর প্রমাণ। তবে সেই ঘটনায় বড়সড় সাফল্য পেয়েছে কলকাতা পুলিশ।

পুজোর আগে বকেয়া ডিএ মামলায় নয়া মোড়, সুপ্রিম কোর্টে লিখিত বক্তব্য জানাল রাজ্য

নয়াদিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বরঃ বকেয়া ডিএ মামলায় এবার সুপ্রিম কোর্টে নিজেদের লিখিত বক্তব্য জানাল

রাজ্য সরকার। এর আগে শুনানি চলাকালীন সুপ্রিম কোর্টের তরফ থেকে রাজ্য সরকারকে প্রশ্ন করা হয়েছিল কনজ্যুমার প্রাইস ইন্ডেক্স নিয়ে। এই নিয়ে লিখিত জবাবে রাজ্য সরকার এবার জানাল, দেশে ১০টি রাজ্যে ওই কনজ্যুমার প্রাইস ইন্ডেক্স মেনে ডিএ দেওয়া হয় না। এবার রাজ্যের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে পালটা জবাব দিতে চান মামলাকারী সরকারি কর্মচারীদের হয়ে মামলা লড়া করুণা নন্দী। এর আগে সর্বোচ্চ আদালত পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে দুই সপ্তাহের মধ্যে তাদের লিখিত বক্তব্য জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। এরপর, কর্মচারী সংগঠনগুলো এক সপ্তাহের মধ্যে রাজ্য সরকারের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের জবাব দাখিল করবে বলে জানিয়েছিল আদালত। এই আবহে সেই সময়কালের মধ্যেই করুণা নন্দীকে জবাব দিতে বলেছে বিচারপতি সঞ্জয় কারোল এবং বিচারপতি বিপুল মনুভাই পাঞ্চোলির বেঞ্চ। এদিকে লিখিত বক্তব্য জমা পড়ার পরে শীর্ষ আদালতে দীপাবলির ছুটি শুরু হয়ে যাবে। এই আবহে দীপাবলির ছুটির পরেই বকেয়া ডিএ মামলার রায়দান করা হতে পারে বলে আশায় বুক বেঁধেছেন রাজ্য সরকারি কর্মীরা। সেই দিনক্ষণ অবশ্য এখনও জানানো হয়নি। এর আগে চূড়ান্ত শুনানির আগেও রাজ্যের তরফ থেকে শীর্ষ আদালতে ৬২ পাতার লিখিত জবাব জমা করেছিলেন কবিল সিব্বল। সেই সাবমিশনের মাধ্যমে অবস্থান স্পষ্ট করেছিলেন তিনি। এই ৬২ পাতায় রাজ্য সরকারের তরফ থেকে মূলত দুটি যুক্তি দেওয়া হয়েছিল। প্রথমত রাজ্য সরকার যুক্তি দিয়েছিল যে ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো অনুযায়ী, রাজ্য সরকারগুলি কেন্দ্রীয় হারে ডিএ দিতে আইনত বা সাংবিধানিকভাবে বাধ্য নয়। এর আগে ডিএ মামলায় কলকাতা হাইকোর্ট বা ট্রাইব্যুনালও কেন্দ্রীয় হারে ডিএ দেওয়ার জন্য রাজ্যকে নির্দেশ দেয়নি। এই আবহে রাজ্য নিজের আর্থিক পরিস্থিতি অনুযায়ী ডিএ নির্ধারণ করতে পারে। এদিকে রাজ্যের দ্বিতীয় যুক্তি ছিল, ভারতের প্রায় অর্ধেক রাজ্য কেন্দ্রীয় হারে ডিএ দেয় না। এই আবহে সুপ্রিম কোর্ট যদি পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে কেন্দ্রীয় হারে ডিএ দেওয়ার নির্দেশ দেয়, তাহলে এর প্রভাব পড়বে বাকি রাজ্যগুলোর ওপরেও। এই বিষয়টি তুলে ধরে রাজ্য বোঝাতে চেয়েছে যে এটি কেবল পশ্চিমবঙ্গের একার সমস্যা নয়, বরং সারা দেশের আরও রাজ্যেরও বিষয় এটি। কপিলের কথায়, ১৩টি রাজ্য এমন রয়েছে, যারা কেন্দ্রের হার না মেনে, নিজেদের পরিস্থিতি অনুযায়ী ডিএ-র হার নির্ধারণ করে। সেই নিয়ম অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গ সরকারও নিজেদের সাধ্য মতো ডিএ দিচ্ছে। উল্লেখ্য, গত ১৬ মে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল, পঞ্চম বেতন কমিশন অনুযায়ী বকেয়া ডিএ-র ২৫ শতাংশ মিটিয়ে দিতে হবে রাজ্য সরকারকে। এর জন্য সময়সীমা শেষ হওয়ার কথা ছিল ২৭ জুন। সেদিনই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়ে ডিএ মেটানোর সময়সীমা বাড়ানোর আবেদন জানিয়েছিল রাজ্য। এদিকে এর আগে রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে জানিয়েছিল যে তারা ২০০৮ সালের ১লা এপ্রিল থেকে ২০১৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কালের বকেয়া ডিএ-কে মান্যতা দিচ্ছে। তবে এতকিছুর মধ্যে ডিএ মামলার চূড়ান্ত শুনানি সম্পন্ন হয়েছে। প্রসঙ্গত, দীর্ঘ ২ বছরেরও বেশি সময় ধরে সুপ্রিম কোর্টে ঝুলে আছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার কর্মীদের বকেয়া ডিএ মামলা। প্রসঙ্গত, সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ডিএ সংক্রান্ত যে মামলাটি চলছে, সেটা পঞ্চম বেতন কমিশন সংক্রান্ত। ২০১৬ সাল থেকে সেই মামলা চলছে। এই মামলাটি স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইবুনাল, কলকাতা হাইকোর্ট হয়ে সুপ্রিম কোর্টে এসেছে। প্রথমে স্যাটে জয় পেয়েছিল রাজ্য সরকার। তারপর থেকে প্রতিটি ক্ষেত্রে জয় পেয়েছেন রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা।

নবরাত্রি উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষ প্রতিপদ তিথি। এই দিন থেকেই শুরু হল নবরাত্রি-নবদুর্গার আরাধনার নয়দিনের মহোসব। দেবী শক্তির আহ্বানে ভক্তিময় হয়ে উঠছে দেশজুড়ে পরিবেশ। আগামী ২ অক্টোবর মহা-নবমীর পূজার মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হবে এই আধ্যাত্মিক যাত্রা। উসবের সূচনালগ্নে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার এক আন্তরিক বার্তায় সকলকে জানালেন শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশিত সেই বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, শুভ নবরাত্রির এই পবিত্র অনুষ্ঠানে সকলকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। সংক্ষিপ্ত অথচ হৃদয়গ্রাহী সেই শুভেচ্ছাবার্তায় তিনি সকলের জীবনে শান্তি, সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করেছেন।নবরাত্রি কেবল ধর্মীয় উৎসব নয়, এটি ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক সম্প্রীতিরও প্রতীক। দেবীর আরাধনায় প্রতিদিন আলাদা রূপের পূজা হয়, আর সেই পূজা ঘিরে ভক্তদের মধ্যে জাগে উচ্ছ্বাস। শহর থেকে গ্রাম, বাংলার গৃহ থেকে মণ্ডপ-সবখানেই ভক্তিমুখর আবহ। এই আবহে মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা যেন আরও একবার মানুষকে মিলিত করে একসূত্রে।শারদোসবের প্রাক্কালে এই শুভেচ্ছা রাজ্যের মানুষের কাছে ইতিবাচক বার্তা হিসেবে পৌঁছেছে। রাজনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি-সব বিভাজন ছাপিয়ে নবরাত্রির শুভেচ্ছায় প্রতিফলিত হয়েছে ঐক্য ও মানবিকতার বার্তা।অন্যদকে নবরাত্রি উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোশ্যাল মিডিয়া এক্স হ্যান্ডেলে এক বার্তায় সোমবার তিনি জানান - যখন আমরা পবিত্র নবরাত্রির দিনে পদার্পণ করছি, আমি দেশের সকল মানুষের প্রতি আমার অন্তরের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।এই উৎসব শক্তির - ঐশ্বরিক নারীত্ব - এর চিরন্তন শক্তির - এক উদযাপন, এবং এটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে সত্য, সাহস ও ধর্মই সবসময় অন্ধকারের উপর বিজয় লাভ করে।মা দুর্গার দিব্য কৃপায় সমস্ত আঁধার দূর হোক, আমাদের সম্মিলিত সংকল্প আরও দৃঢ় হোক, এবং শান্তি, সমৃদ্ধি ও ন্যায়ের পথে আমাদের পথ আলোকিত হোক।

জিএসটি হ্রাস অনেকটাই সাশ্রয়ী উৎসবের মতো ভূপেন্দ্র যাদব

নয়াদিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ জিএসটি সংস্কারের ফলে সমাজের সব শ্রেণীর মানুষের উপকার হবে, এমনটাই জানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব। তাঁর কথায়, জিএসটি হ্রাস অনেকটাই সাশ্রয়ী উৎসবের মতো।সোমবার থেকেই নতুন জিএসটি কাঠামো কার্যকর হয়েছে ভারতে। এ প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব বলেছেন, শারদীয়া নবরাত্রি শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সফল নীতির কারণে, আমরা পরবর্তী প্রজন্মের জিএসটি-র দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। এর অধীনে শিল্পে শিথিলতা, বাণিজ্য বৃদ্ধি, করের হার সরলীকরণ এবং দেশের অর্থনীতিতে গতি আনতে জিএসটি সংস্কার আনা হয়েছে। এখন, জিএসটি-র মাত্র দুটি স্ল্যাব থাকবে - ৫ শতাংশ এবং ১৮ শতাংশ, কৃষি-সামগ্রী সস্তা, যানবাহনের দাম এখন কম, দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত ইলেকট্রনিক পণ্যের দাম কমানো হয়েছে।

শুভেচ্ছা রাহুলের

নয়াদিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ সমস্ত দেশবাসীকে নবরাত্রির শুভেচ্ছা জানালেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। মা দুর্গার কাছে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে নবরাত্রির শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাহুল গান্ধী।সোমবার সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ রাহুল গান্ধী লিখেছেন, সবাইকে জানাই নবরাত্রির শুভেচ্ছা। মা দুর্গার কৃপায় সবার জীবনে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি আসুক। জয় মাতা দি। উল্লেখ্য, সোমবার সমগ্র দেশে যথোচিত মর্যাদায় পালিত হচ্ছে নবরাত্রি। নবরাত্রির প্রথম দিনে মন্দিরে মন্দিরে পুজো দিচ্ছেন ভক্তরা।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

জিএসটি সংস্কার আত্মনির্ভর ভারতের পথে গতি আনবে, অমিত শাহ

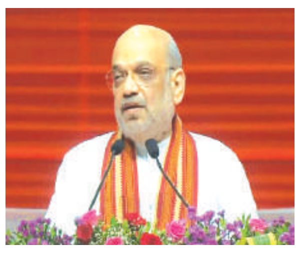

নয়াদিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ দেশের অর্থনীতিকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে জিএসটি সংস্কার এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সোমবার সকালে এক্স-এ দেওয়া বার্তায় জানালেন, এই সংস্কার কেবল করব্যবস্থার স্বচ্ছতা বাড়াচ্ছে না, পাশাপাশি আত্মনির্ভর ভারত গড়ার পথেও বিরাট ভূমিকা নেবে। তাঁর মতে, সাম্প্রতিক পরিবর্তনগুলি দেশের প্রতিটি ঘরে সুখের বার্তা নিয়ে এসেছে এবং মানুষের সঞ্চয়কে বহুগুণে বৃদ্ধি করার সম্ভাবনা তৈরি করেছে।অমিত শাহ এদিন স্পষ্ট করে বলেন, অনেক দুগ্ধজাত পণ্যের ওপর জিএসটি শূন্য করা হয়েছে, দৈনন্দিন জীবনের জন্য অপরিহার্য সাবান, টুথব্রাশ, টুথপেস্ট, চুলের তেল, শ্যাম্পুর মতো পণ্যে নজিরবিহীন হ্রাস আনা হয়েছে। ফলে পরিবারগুলির খরচ কমবে এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে দেশীয় পণ্যের ব্যবহার বাড়বে। তিনি আরও উল্লেখ করেন, স্বাস্থ্যসেবা ও জীবন বীমা ক্ষেত্রে জিএসটি শূন্য করা একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। বিশেষ করে সিনিয়র সিটিজেন পলিসি, ৩৩টি জীবনদায়ী ওষুধ, ডায়াগনস্টিক কিটগুলির ওপর থেকে কর মকুব সাধারণ মানুষকে বড় স্বস্তি দেবে। এর পাশাপাশি চিকিসা সরঞ্জাম যেমন অক্সিজেন, অস্ত্রোপচারের যন্ত্র, ডেন্টাল ও ভেটেরিনারি ডিভাইসের উপর ন্যূনতম জিএসটি রাখা হয়েছে, যাতে হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলি সহজে পরিষেবা প্রদান করতে পারে এবং রোগীরা চিকিৎসা খরচের চাপে না পড়েন।কৃষি ক্ষেত্রেও এই সংস্কার বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, কৃষি সরঞ্জাম এবং সারের উপর জিএসটি হ্রাস দেশের কৃষকদের উৎসাহিত করবে। তাঁর কথায়, কৃষকের উৎপাদন খরচ কমলে তাঁদের লাভজনকতা বাড়বে এবং কৃষিক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতার পাশাপাশি গ্রামীণ অর্থনীতিও গতি পাবে। এর ফলে কৃষি উৎপাদন যেমন বাড়বে, তেমনই কৃষিজাত পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে থাকবে, যা সরাসরি সাধারণ ভোক্তাদের উপকারে আসবে।এছাড়াও গাড়ি কেনার ক্ষেত্রে যে জিএসটি সংস্কার করা হয়েছে, তা মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য বাড়তি স্বস্তি বয়ে আনবে বলে মনে করেন তিনি। বহুদিন ধরেই গাড়ির দাম সাধারণ নাগরিকদের নাগালের বাইরে ছিল। নতুন এই সংস্কারের ফলে মানুষ আবারও গাড়ি কেনার দিকে ঝুঁকতে পারবেন। এর সঙ্গে সঙ্গে গা।ি শিল্পেও চাহিদা বা।বে, নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হবে এবং সামগ্রিকভাবে অর্থনীতির চাকা আরও দ্রুত ঘুরবে।অমিত শাহ জিএসটি সংস্কারকে পরবর্তী প্রজন্মের সংস্কার বলে আখ্যা দেন। তিনি মনে করেন, এই পদক্ষেপ প্রতিটি ঘরে সুখের উপহার নিয়ে এসেছে এবং ভবিষ্যতের জন্য এক মজবুত ভিত তৈরি করেছে। তাঁর বক্তব্যে আত্মনির্ভর ভারতের প্রতি বারবার জোর দেওয়া হয়েছে। তিনি দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়েছেন, আপনিও নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রীতে দেশীয় পণ্য গ্রহণ করুন। তাঁর মতে, যখন মানুষ দেশীয় পণ্যের উপর নির্ভর করবে, তখন কেবল অর্থনীতিই শক্তিশালী হবে না, বরং ভারতের উৎপাদনশীলতাও বাড়বে, কর্মসংস্থান তৈরি হবে এবং বিদেশি আমদানির উপর নির্ভরতা কমবে।প্রসঙ্গত, জিএসটি সংস্কারের এই ধাপটিকে কেন্দ্র সরকার দেশের দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক সংস্কারের অংশ হিসেবে দেখছে। গত কয়েক বছরে ' ইন ইন্ডিয়া', ' ইন্ডিয়া', ' ইন্ডিয়া'-র মতো একাধিক কর্মসূচি চালু হয়েছে। এবার জিএসটি সংস্কার তারই ধারাবাহিকতায় নতুন দিশা দেখাচ্ছে। আর্থিক বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, জিএসটি সংস্কারের ফলে দেশের বাজারে চাহিদা বৃদ্ধি পাবে, শিল্পক্ষেত্রে গতি আসবে, পাশাপাশি করের জটিলতা অনেকটাই কমে যাবে।এক অর্থনীতিবিদের কথায়, এখন যেভাবে জীবনদায়ী ওষুধ, স্বাস্থ্য বীমা, কৃষি সরঞ্জামের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে জিএসটি শূন্য বা ন্যূনতম করা হয়েছে, তা সরাসরি মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র শ্রেণিকে স্বস্তি দেবে। অন্যদিকে শিল্পক্ষেত্রের ওপর করের চাপ কমলে বিনিয়োগ বাড়বে। ফলে জিএসটি সংস্কার কেবল আর্থিক সংস্কার নয়, সামাজিক সংস্কারের পথও খুলে দিচ্ছে।অমিত শাহের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট, এই সংস্কার কেবল সংখ্যার হিসেব নয়, মানুষের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। খাদ্যপণ্য থেকে চিকিৎসা, কৃষি থেকে শিল্প-প্রতিটি ক্ষেত্রেই জিএসটির এই নতুন রূপ সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দিচ্ছে।

দীর্ঘদিন ধরে জিএসটি নিয়ে বিতর্ক থাকলেও নতুন সংস্কারকে তিনি ঐতিহাসিক আখ্যা দিয়েছেন। অর্থনীতির পর্যবেক্ষকরা বলছেন, জিএসটি সংস্কারের এই রূপ কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হলে আগামী কয়েক বছরে ভারতের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি আরও ত্বরান্বিত হবে। গ্রামীণ ও শহুরে উভয় বাজারেই নতুন প্রাণ আসবে। মানুষের হাতে সঞ্চয় বাড়বে, সেই সঞ্চয় বাজারে খরচ হবে, খরচ বাড়লে উৎপাদন বাড়বে, উৎপাদন বাড়লে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে-এভাবেই এক ইতিবাচক চক্রের সৃষ্টি হবে।অমিত শাহ শেষবারের মতো দেশবাসীকে স্মরণ করিয়ে দেন, আত্মনির্ভর ভারত গড়ার জন্য দেশীয় পণ্য ব্যবহারের গুরুত্ব অপরিসীম। তাঁর বার্তায় স্পষ্ট প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দেওয়া ভোকাল ফর লোকাল-এর আহ্বানের। তাঁর মতে, ভারতের শক্তি নিহিত রয়েছে দেশীয় শিল্প ও কৃষিতে। জিএসটি সংস্কার সেই শক্তিকে আরও উজ্জীবিত করবে এবং বিশ্ব অর্থনীতির মঞ্চে ভারতের অবস্থানকে আরও দৃঢ় করবে। সারসংক্ষেপে বলা যায়, জিএসটি সংস্কার নিয়ে অমিত শাহের আশাবাদ দেশের ভবিষ্যতের দিকেই ইঙ্গিত করছে। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা সহজ করার পাশাপাশি, শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতার ভিত্তি আরও মজবুত করবে এই পদক্ষেপ।

This is an advertisement for information purposes only and not for publication, distribution or release, directly or indirectly, outside India. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used and not defined herein shall have the meaning assigned to it in the letter of offer dated September 16, 2025 (the ***"Letter of Offer"*** *or* ***"LOF"****) filed with the Securities and Exchange Board of India (****"SEBI"****) and the Stock Exchange namely BSE Limited (****"BSE"****).*

Please scan this QR code to view the Letter of Offer

MEHAI TECHNOLOGY LIMITED

Our Company was originally incorporated as ***"Mehai Technology Private Limited"*** *as a company limited by shares under the Companies Act, 1956 pursuant to a certificate of incorporation dated December 13, 2013 issued by the Registrar of Companies, Tamil Nadu, Chennai, Andaman and Nicobar Islands. Further, our company was converted into a public limited company. Subsequently, the name of our Company was changed to* ***"Mehai Technology Limited"*** *and a fresh certificate of incorporation consequent on conversion dated June 29, 2017 under the Companies Act, 2013 was issued by the Registrar of Companies, Chennai. For details on change in the address of the registered office of our Company, see "General Information" beginning on page 38 of the LOF.*

Registered office: Plot No. H-394 RIICO, Sarna Dungar Amber, Industrial Area Jhotwara, Jaipur, Rajasthan, India, 302012;
Corporate office: 144, Dakshindari Road, Sreebhumi, North 24 Parganas, Patipukur, Kolkata-700048, West Bengal, India;
Contact Person: Mr. Abhijeet Prasad, Company Secretary & Compliance Officer; **Tel No:** +91 70446 14887; **E-Mail ID:** cs@mehai.co.in;
Website: www.mehaitech.co.in; **Corporate Identification Number:** L35105RJ2013PLC066946;

OUR PROMOTER: DYNAMIC SERVICES & SECURITY LIMITED

FOR PRIVATE CIRCULATION TO ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF MEHAI TECHNOLOGY LIMITED (THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") ONLY

ISSUE OF UP TO 37,05,30,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 1/- (RUPEE ONE ONLY) ("RIGHTS EQUITY SHARES") EACH AT A PRICE OF ₹ 2/- (RUPEES TWO ONLY) PER RIGHTS EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ 1/- PER RIGHTS EQUITY SHARE) AGGREGATING UP TO ₹ 7,410.60 LAKHS[1] ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 1 (ONE) RIGHTS EQUITY SHARE FOR EVERY 1 (ONE) FULLY PAID-UP EQUITY SHARE HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS AS ON THE RECORD DATE, THURSDAY, SEPTEMBER 18, 2025 ("THE ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, KINDLY REFER TO THE CHAPTER TITLED "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 65 OF THE LETTER OF OFFER.

[1] Assuming full subscription with respect to Rights Equity Shares. Subject to finalisation of Basis of Allotment.

NOTICE TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY

ISSUE PROGRAMME*

ISSUE OPENS ON	LAST DATE FOR ON MARKET RENUNCIATION*	ISSUE CLOSES ON**
FRIDAY, SEPTEMBER 26, 2025	TUESDAY, OCTOBER 14, 2025	FRIDAY, OCTOBER 17, 2025

**Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the demat accounts of the Renouncees on or prior to the Issue Closing Date.*

***Our Board or the Rights Issue Committee will have the right to extend the Issue Period as it may determine from time to time but not exceeding 30 days from the Issue Opening Date (inclusive of the Issue Opening Date). Further, no withdrawal of Application shall be permitted by any Applicant after the Issue Closing Date.*

ASBA*	Simple, Safe, Smart way of Application - Make use of it!!!	*Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account. For details, check section on ASBA below.

Payment Schedule of Rights Equity Shares: ₹ 2.00 per Rights Equity Share (including premium of ₹ 1.00 per Rights Equity Share) shall be payable on Application.

FACILITIES FOR APPLICATION IN THIS ISSUE:

In accordance with Regulation 76 of the SEBI ICDR Regulations, the SEBI ICDR Master Circular and the ASBA Circulars, all Investors desiring to make an Application in this Issue are mandatorily required to use the ASBA process. Investors should carefully read the provisions applicable to such Applications before making their Application through ASBA. For details refer to "*Terms of the Issue – Process of making an Application in the Issue*" on page 67 of the Letter of Offer.

Please note that subject to SCSBs complying with the requirements of the SEBI ICDR Master circular, within the periods stipulated therein, Applications may be submitted at the Designated Branches of the SCSBs. Further, in terms of the SEBI ICDR Master circular, it is clarified that for making Applications by SCSBs on their own account using ASBA facility, each such SCSB should have a separate account in its own name with any other SEBI registered SCSB(s). Such account shall be used solely for the purpose of making an Application in this Issue and clear demarcated funds should be available in such account for such an Application.

CREDIT OF RIGHTS ENTITLEMENTS IN DEMAT ACCOUNTS OF ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS: In accordance with Regulation 77A of the SEBI ICDR Regulations read with the SEBI ICDR Master Circular, the credit of Rights Entitlements and Allotment of Rights Equity Shares shall be made in dematerialized form only.

Pursuant to the requirements of the SEBI ICDR Regulations and other applicable laws, Rights Entitlements have been credited to the demat account of the eligible equity shareholders ("RE Holders") under the ISIN: INE062Y20012 on September 19, 2025.

RE holders can apply for Rights Issue or renounce the REs in full or in part. The Renunciation can be done using the secondary market platform of the Stock Exchange (the "**On Market Renunciation**") or through an off-market transfer (the "**Off Market Renunciation**") within the timelines mentioned in the table below.

PLEASE NOTE THAT CREDIT OF THE RIGHTS ENTITLEMENTS IN THE DEMAT ACCOUNT DOES NOT, PER SE, ENTITLE THE INVESTORS TO THE RIGHTS EQUITY SHARES AND THE INVESTORS HAVE TO SUBMIT APPLICATION FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES ON OR BEFORE THE ISSUE CLOSING DATE BY MAKING FULL PAYMENT TOWARDS SHARES APPLIED. FOR DETAILS, PLEASE SEE THE SECTION ENTITLED "*TERMS OF THE ISSUE - PROCESS OF MAKING AN APPLICATION IN THE ISSUE*" ON PAGE 67 OF THE LETTER OF OFFER.

PLEASE NOTE THAT THE RIGHTS ENTITLEMENTS WHICH ARE NEITHER RENOUNCED NOR SUBSCRIBED BY THE INVESTORS ON OR BEFORE THE ISSUE CLOSING DATE SHALL LAPSE AND SHALL BE EXTINGUISHED AFTER THE ISSUE CLOSURE.

CREDIT OF RIGHTS ENTITLEMENTS IN COMPANY'S DEMAT SUSPENSE ESCROW ACCOUNT

Please note that our Company has opened a separate demat suspense escrow account (namely, "**MEHAI TECHNOLOGY LIMITED DEMAT ESCROW ACCOUNT**) ("Demat Suspense Account") and has credited the Rights Entitlements on the basis of the Equity Shares: (a) held by Eligible Equity Shareholders which are held in physical form as on Record Date; or (b) which are held in the account of the Investor Education and Protection Fund ("**IEPF**") authority; or (c) of the Eligible Equity Shareholder whose demat accounts are frozen or where the Equity Shares are lying in the unclaimed / suspense escrow account / demat suspense account (including those pursuant to Regulation 39 of the SEBI LODR Regulations) or details of which are unavailable with our Company or with the Registrar on the Record Date or where Equity Shares have been kept in abeyance or where entitlement certificate has been issued or where instruction has been issued for stopping issue or transfer or where letter of confirmation lying in escrow account; or (d) where credit of the Rights Entitlements have returned/reversed/failed for any reason; or (e) where ownership is currently under dispute, including any court or regulatory proceedings or where legal notices have been issued, if any or (f) such other cases where our Company is unable to credit Rights Entitlements for any other reasons. Please also note that our Company has credited Rights Entitlements to the Demat Suspense Account on the basis of information available with our Company and to serve the interest of relevant Eligible Equity Shareholders to provide them with a reasonable opportunity to participate in the Issue. The credit of the Rights Entitlements to the Demat Suspense Account by our Company does not create any right in favour of the relevant Eligible Equity Shareholders for transfer of Rights Entitlement to their demat account or to receive any Equity Shares in the Issue.

With respect to the Rights Entitlements credited to the Demat Suspense Account, the Eligible Equity Shareholders are requested to provide relevant details/ documents as acceptable to our Company or the Registrar (such as applicable regulatory approvals, self-attested PAN and client master sheet of demat account, details/ records confirming the legal and beneficial ownership of their respective Equity Shares, etc.) to our Company or the Registrar no later than two clear Working Days prior to the Issue Closing Date. i.e., by **Tuesday, October 14, 2025**, to enable credit of their Rights Entitlements by way of transfer from the Demat Suspense Account to their demat account at least one day before the Issue Closing Date, to enable such Eligible Equity Shareholders to make an application in this Issue, and this communication shall serve as an intimation to such Eligible Equity Shareholders in this regard. Such Eligible Equity Shareholders are also requested to ensure that their demat account, details of which have been provided to our Company or the Registrar account is active to facilitate the aforementioned transfer. In the event that the Eligible Equity Shareholders are not able to provide relevant details to our Company or the Registrar by the end of two clear Working Days prior to the Issue Closing Date, Rights Entitlements credited to the Demat Suspense Account shall lapse and extinguish in due course and such Eligible Equity Shareholder shall not have any claim against our Company and our Company shall not be liable to any such Eligible Equity Shareholder in any form or manner.

COMPLETION OF DISPATCH OF ISSUE MATERIAL

The dispatch of the Application Form, Letter of Offer dated September 16, 2025 and RE Entitlement letter (**"Issue Material"**) has been completed on **Monday, September 22, 2025.** In case of Eligible Equity Shareholders who have provided their valid e-mail address to our Company, the Issue Material has been sent to their e-mail address and in cases where Eligible Equity Shareholders have not provided their e-mail address, then the Issue Materials, as applicable has been physically dispatched, on a reasonable effort basis, to the Indian addresses provided by them.

MAKING OF AN APPLICATION THROUGH THE ASBA PROCESS: An Investor, wishing to participate in this Issue through the ASBA facility, is required to have an ASBA enabled bank account with SCSBs, prior to making the Application. Investors desiring to make an Application in this Issue through ASBA process, may submit the Application Form in physical mode to the Designated Branches of the SCSB or online/ electronic Application through the website of the SCSBs (if made available by such SCSB) for authorizing such SCSB to block Application Money payable on the Application in their respective ASBA Accounts. Investors should ensure that they have correctly submitted the Application Form and have provided an authorisation to the SCSB, via the electronic mode, for blocking funds in the ASBA Account equivalent to the Application Money mentioned in the Application Form, as the case may be, at the time of submission of the Application. For the list of banks which have been notified by SEBI to act as SCSBs for the ASBA process, please refer to https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecognisedFpi=yes&intmId=34.

MAKING OF AN APPLICATION BY ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS, ON PLAIN PAPER UNDER ASBA PROCESS: An Eligible Equity Shareholder, in India who is eligible to apply under the ASBA process may make an application to subscribe to this Issue on plain paper in terms of Regulation 78 of SEBI ICDR Regulations in case of non-receipt of Application Form as detailed above. In such cases of non-receipt of the Application Form through physical delivery (where applicable) and the Eligible Equity Shareholder, not being in a position to obtain it from any other source may make an application to subscribe to this issue on plain paper with the same details as per the Application Form that is available on the website of the Registrar, or the Stock Exchange. An Eligible Equity Shareholder, shall submit the plain paper Application to the Designated Branch of the SCSB for authorizing such SCSB to block Application Money in the said bank account maintained with the same SCSB. Applications on plain paper will not be accepted from any Eligible Equity Shareholder, who has not provided an Indian address.

Please note that in terms of Regulation 78 of SEBI ICDR Regulations, the Eligible Equity Shareholders, who are making the Application on plain paper shall not be entitled to renounce their Rights Entitlements and should not utilize the Application Form for any purpose including renunciation even if it is received subsequently.

The Application on plain paper, duly signed by the Eligible Equity Shareholder, including joint holders, in the same order and as per specimen recorded with his/her bank, must reach the office of the Designated Branch of the SCSB before the Issue Closing Date and should contain the following particulars: 1. Name of our Company, being Mehai Technology Limited; 2. Name and address of the Eligible Equity Shareholder, including joint holders (in the same order and as per specimen recorded with our Company or the Depository); 3. Folio number (in case of Eligible Equity Shareholders, who hold Equity Shares in physical form as on Record Date)/DP and Client ID; 4. Except for Applications on behalf of the Central or State Government, the residents of Sikkim and the officials appointed by the courts, PAN of the Eligible Equity Shareholder and for each Eligible Equity Shareholder, in case of joint names, irrespective of the total value of the Equity Shares applied for pursuant to this Issue; 5. Number of Equity Shares held as on Record Date; 6. Allotment option- only dematerialised form; 7. Number of Rights Equity Shares entitled to; 8. Number of Rights Equity Shares applied for within the Rights Entitlements; 9. Number of Additional Rights Equity Shares applied for, if any (applicable only if entire Rights Entitlements have been applied for); 10. Total number of Rights Equity Shares applied for; 11. Total Application amount paid at the rate of Rs. 2.00/- per Rights Equity Share; 12. Details of the ASBA Account such as the SCSB account number, name, address and branch of the relevant SCSB; 13. In case of non-resident Eligible Equity Shareholders, making an application with an Indian address, details of the NRE/FCNR/NRO account such as the account number, name, address and branch of the SCSB with which the account is maintained; 14. Authorisation to the Designated Branch of the SCSB to block an amount equivalent to the Application Money in the ASBA Account; 15. Signature of the Eligible Equity Shareholder, (in case of joint holders, to appear in the same sequence and order as they appear in the records of the SCSB); and 16. All such Eligible Equity Shareholders, shall be deemed to have made the representations, warranties and agreements set forth in ***"Restrictions on Purchases and Resales - Representations, Warranties and Agreements by Purchasers"*** on page 92 of LOF, and shall include the confirmations as mentioned on page 70 of the LOF.

If the shareholder makes an application using the Application Form as well as plain paper, both the applications shall be liable to be rejected at the option of the issuer.

OVERSEAS SHAREHOLDERS: The distribution of the Letter of Offer, Application Form and Rights Entitlement Letter and any other offering material (collectively, the "**Issue Materials**") and issue of Rights Entitlement as well as Rights Equity Shares to persons in certain jurisdictions outside India may be restricted by legal requirements prevailing in those jurisdictions. Persons into whose possession the Letter of Offer, the Rights Entitlement Letter or Application Form may come or who receive Rights Entitlement and propose to renounce or apply for Rights Equity Shares in the Issue are required to inform themselves about and observe such restrictions. For more details, see ***"Restrictions on Purchases and Resales"*** beginning on page 91 of the LOF. Our Company is undertaking this Issue on a rights basis to the Eligible Equity Shareholders and has dispatched the Application Form, the Rights Entitlement Letter, and other Issue material only to email addresses of Eligible Equity Shareholders who have provided an Indian address to our Company and who are located in jurisdictions where the offer and sale of the Rights Entitlement or Rights Securities is permitted under laws of such jurisdictions and does not result in and may not be construed as, a public offering in such jurisdictions. In case the Eligible Equity Shareholders have provided their valid e-mall address, the Issue material is sent only to their valid e-mail address, and in case the Eligible Equity Shareholders have not provided their e-mail address, then the Issue material is dispatched, on a reasonable effort basis, to the Indian addresses provided by them. Investors can also access the Letter of Offer, and the Application Form from the websites of the Registrar to the Issue, our Company, SEBI and the Stock Exchange.

NO OFFER IN THE UNITED STATES: The Rights Entitlements and the Rights Equity Shares have not been, and will not be, registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended ("**U.S. Securities Act**") and may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, the Rights Equity Shares are only being offered and sold in "offshore transactions" as defined in, and in reliance on, Regulation S under the U.S. Securities Act to Eligible Equity Shareholders located in jurisdictions where such offer and sale is permitted under the laws of such jurisdictions. The offering to which the Letter of Offer relates is not, and under no circumstances is to be construed as, an offering of any Rights Entitlements or Rights Equity Shares for sale in the United States or as a solicitation therein of an offer to buy any of the said securities. Accordingly, you should not forward or transmit the Letter of Offer into the United States at any time.

LAST DATE FOR APPLICATION: The last date for submission of the duly filled in the Application Form or a plain paper Application is Friday, October 17, 2025, i.e., Issue Closing Date.

If the Application Form is not submitted with an SCSB, uploaded with the Stock Exchange and the Application Money is not blocked with the SCSB, on or before the Issue Closing Date or such date as may be extended by our Board or any committee thereof, the invitation to offer contained in the Letter of Offer shall be deemed to have been declined and our Board or any committee thereof shall be at liberty to dispose of the Equity Shares hereby offered, as set out in the section entitled ***"Terms of the Issue - Basis of Allotment"*** on page 84 of the LOF.

Please note that on the Issue Closing Date, Applications through ASBA process will be uploaded until 5.00 p.m. (Indian Standard Time) or such extended time as permitted by the Stock Exchange.

Please ensure that the Application Form and necessary details are filled in. In place of Application number, Investors can mention the reference number of the e-mail received from Registrar informing about their Rights Entitlement or last eight digits of the demat account. Alternatively, SCSBs may mention their internal reference number in place of application number.

SPECIFIC INVESTORS: The Company confirms that no specific investor(s) have been recognized for the purpose of allotment in the under-subscribed portion and Promoter has confirmed that it will not be renouncing in favour of any specific investor(s).

LISTING: The existing Equity Shares of our Company are listed on BSE Limited ("BSE" or the "Stock Exchange"). Our Company has received "in-principle" approval from BSE for listing the Rights Equity Shares through their letter dated September 11, 2025. Our Company has made application to BSE to obtain trading approval for the Rights Entitlements as required under the SEBI ICDR Master Circular. For the purposes of the Issue, the Designated Stock Exchange is BSE.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (THE DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not in any way be deemed or construed that the letter of offer has been cleared or approved by BSE Limited, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the letter of offer. The Investors are advised to refer to the letter of offer for the full text of disclaimer clause of the BSE Limited.

CREDIT OF REs NOT AN OFFER: The credit of Rights Entitlement does not constitute an offer, invitation to offer or solicitation for participation in the Issue, whether directly or indirectly, and only dispatch of the Issue Material shall constitute an offer, invitation or solicitation for participation in the Issue in accordance with the terms of the Issue Material. Further, receipt of the Issue Materials (including by way of electronic means) will not constitute an offer, invitation to or solicitation by anyone in (i) the United States or (ii) any jurisdiction or in any circumstances in which such an offer, invitation or solicitation is unlawful or not authorized or to any person to whom it is unlawful to make such an offer, invitation or solicitation. In those circumstances, the Letter of Offer and any other Issue Materials must be treated as sent for information only and should not be acted upon for subscription to Rights Equity Shares and should not be copied or re-distributed, in part or full. Accordingly, persons receiving a copy of the Issue Materials should not distribute or send the Issue Materials in or into any jurisdiction where to do so, would or might contravene local securities laws or regulations, or would subject our Company or its affiliates to any filing or registration requirement (other than in India). If Issue Material is received by any person in any such jurisdiction or the United States, they must not seek to subscribe to the Rights Equity Shares. For more details, see ***"Restrictions on Purchases and Resales"*** beginning on page 91 of the Letter of Offer.

AVAILABILITY OF ISSUE MATERIALS: Investors can access the Letter of Offer, and the Application Form (provided that the Eligible Equity Shareholder is eligible to subscribe to the Rights Equity Shares under applicable laws) on the websites of:

(i) our Company at www.mehaitech.co.in;

(ii) the Registrar at https://ipostatus.integratedregistry.in/KYCRegister.aspx;

(iii) BSE at www.bseindia.com

Shareholders or the persons entitled to receive the rights entitlements may obtain copies of the Application Form from the Corporate office of the Company in case they have not received the same within a reasonable time after opening of the rights issue.

The Investors can also visit https://ipostatus.integratedregistry.in/KYCRegister.aspx for accessing Frequently asked questions, Updation of e-mail address/ phone or mobile number, Updation of demat account details by Eligible Equity Shareholders holding shares in physical form. Self-attested PAN, client master sheet and demat account details by non- resident Eligible Equity Shareholders can be made at https://ipostatus.integratedregistry.in/KYCRegister.aspx.

If you have queries or grievances in connection with the Rights Issue, you may contact the Registrar to the Issue at details given below with copy to Company Secretary at cs@mehai.co.in.

REGISTRAR TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE COMPANY
INTEGRATED	
INTEGRATED REGISTRY MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED No. 30, Ramana Residency, 4th Cross, Sampige Road, Malleswaram, Bengaluru – 560003, India **Telephone:** 080-23460815/816/817/818 **Email:** irg@integratedindia.in **Contact Person:** S Giridhar **Website:** www.integratedregistry.in **Investor Grievance Email:** irg@integratedindia.in **SEBI Registration Number:** INR000000544 **CIN:** U74900TN2015PTC101466	**BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED** S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Mahakali Caves Road, next to Ahura Centre, Andheri East, Mumbai-400093, Maharashtra, India **Telephone:** +91 22 62638200 **Email:** ipo@bigshareonline.com **Investor Grievance ID:** investor@bigshareonline.com **Website:** https://www.bigshareonline.com **Contact Person:** Suraj Gupta **SEBI Registration Number:** INR000001385 **CIN:** U99999MH1994PTC076534

All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSB, giving full details such as name, address of the Applicant, contact number(s). E-mail address of the sole/first holder, folio number or demat account, number of Rights Equity Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSB where the Application Form, or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the Investors along with a photocopy of the acknowledgment slip.

For Mehai Technology Limited
Sd/-
Jugal Kishore Bhagat
Managing Director
DIN: 02218545

Place: Kolkata, West Bengal
Date: September 22, 2025

রাশিফল

মেষঃআজকের দিনটি মেষ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য নতুন শক্তি এবং উৎসাহ নিয়ে আসবে। আপনি আপনার ক্ষমতার উপর বিশ্বাস রেখে নতুন লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাবেন। নতুন প্রজেক্ট শুরু করার জন্য এটি সঠিক সময়।

বৃষঃ আপনার বিরাট আস্থা এবং সহজ কাজের সময়সূচী আপনাকে আজ আরাম করতে যথেষ্ট সময় দেবে। আপনার খরচে অপ্রত্যাশিত উত্থান আপনার মানসিক শান্তিকে বিঘ্নিত করবে। তরুণদের অন্তর্ভুক্ত করে এমন ক্রিয়াকলাপে জড়িত হওয়ার পক্ষে ভালো সময়। প্রেমের জীবন আশা আনবে।

মিথুনঃ আজকের দিনে মিথুন রাশির জাতক জাতিকাদের দিনটি আপনার জন্য নতুন সম্ভাবনা এবং উত্তেজনাপূর্ণ অভিজ্ঞতায় পূর্ণ হবে।

কর্কট রাশি ঃআনন্দদায়র সফর এবং সামাজিক জমায়োত আপনাকে ভারমুক্ত এবং খুশি করে রাখবে। আজ, আপনাকে এমন বন্ধুরা থেকে দূরে থাকা দরকার যারা আপনাকে অর্থ ঋণ দিতে বলে এবং তারপরে এটি ফেরত দেয় না।।

সিংহঃ সিংহ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি উসাহ এবং ইতিবাচকতায় পূর্ণ হবে। আপনার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে, যার ফলে আপনি আপনার লক্ষ্য অর্জনে আরও অনুপ্রাণিত বোধ করবেন। বিবাহের যোগ হবে আজ

কন্যা ঃভাগ্যের ওপর নির্ভর করবেন না এবং স্বাস্থ্যের ব্যাপারটা ভাগ্যের হাতে ছা।বেন না যে ভাগ্যদেবী অলস বলে তা আপনার কোনোদিন হবে না। নিজের ওজন নিয়ন্ত্রণে আনতে আর স্বাস্থ্যোদ্ধার করতে এখনই শরীরচর্চা শুরু করে দিন।।

তুলাঃ তুলা রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি ভারসাম্য এবং সম্প্রীতির দিন। আপনার সামাজিক এবং ব্যক্তিগত জীবনে কিছু নতুন সম্ভাবনার উদ্ভব হতে পারে। আপনি আপনার বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটানো পছ ঃদ করবেন, এটি আপনাকে মানসিক শান্তি দেবে।

বৃশ্চিকঃআপনার পরিবার আপনার কাছ থেকে অনেক আশা করতে পারে যা আপনার কাছে জ্বালাতনের বিষয় হতে পারে। অর্থনৈতিক দিকটি শক্তিশালী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ধনুঃধনু রাশির জাতক জাতিকাদের জীবনে উসাহ এবং ইতিবাচক শক্তির প্রবাহ বজায় থাকবে। আপনার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য এটিই সঠিক সময়। শুভদিন

মকরঃ কর্মব্যস্ত দিন হওয়া সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আর্থিক লেনদেন অবিচ্ছিন্নভাবে সারা দিন চলবে এবং দিন শেষ হওয়ার পরে আপনি যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চয় করতে সক্ষম হবেন। বিবাহের যোগহবে।

কুম্ভঃ আজকের দিনটি কুম্ভ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য নতুন ধারণা এবং দৃষ্টিভঙ্গির দিন। আপনি আপনার সৃজনশীলতা প্রকাশ করার চেষ্টা করবেন এবং এটি আপনার পেশাগত এবং ব্যক্তিগত জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সাহায্য

মীনঃ মীন রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি সংবেদনশীলতা এবং সহানুভূতির দিন। আপনি আপনার অনুভূতি বুঝতে এবং অন্যদের অনুভূতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে সক্ষম হবেন। বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হবে। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন, বিশেষ করে মানসিক স্বাস্থ্যের, কারণ এখন এটি বিশেষ

আবহাওয়া

কমবেশি বৃষ্টি হচ্ছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। বৃষ্টি হচ্ছে ঠিকই, আবার ভ্যাপসা গরমও অনুভূত হচ্ছে। সোমবার সকাল থেকেই শহর ও শহরতলির আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। হালকা বৃষ্টিও হয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আগামী ২৪ ঘণ্টাতেও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি আগের চেয়ে কমেছে। তবে এখনই আবহাওয়া শুকনো হচ্ছে না। সোমবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৮ ডিগ্রি বেশি।আলিপুর আবহাওয়া দফতর থেকে আগেই জানানো হয়েছে, ষষ্ঠীর দু'দিন আগে অর্থা চলতি সপ্তাহেই বঙ্গোপসাগরে নতুন করে একটি নিম্নচাপ তৈরি হতে পারে। ক্রমে তা গভীর নিম্নচাপেও পরিণত হতে পারে। ফলে দুর্গাপুজোতেও দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। বৃষ্টি বেশি হতে পারে পুজোর শেষ দিকে। নিম্নচাপের ভ্রুকুটিতে এখন দুশ্চিন্তা পুজো দিনগুলি নিয়ে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৬টা ৪৫মিনিট এবং রাত ০৯টা ৪৫মনিট। **ভাটা**-দুপুর ০২টা ৪৫মনিট এবং রাত ১২টা ৪৫মনিট। সূর্যওউদয় ঃ সকাল ৬টা ০১মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৪৫মিনিটে হতে পারে।

দেবীপক্ষে বৃষ্টি শুরু, নিম্নচাপের ভ্রুকুটিতে চিন্তা পুজো নিয়ে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ কমবেশি বৃষ্টি হচ্ছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। বৃষ্টি হচ্ছে ঠিকই, আবার ভ্যাপসা গরমও অনুভূত হচ্ছে। সোমবার সকাল থেকেই শহর ও শহরতলির আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। হালকা বৃষ্টিও হয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আগামী ২৪ ঘণ্টাতেও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি আগের চেয়ে কমেছে। তবে এখনই আবহাওয়া শুকনো হচ্ছে না। সোমবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৮ ডিগ্রি বেশি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর থেকে আগেই জানানো হয়েছে, ষষ্ঠীর দু'দিন আগে অর্থাৎ চলতি সপ্তাহেই বঙ্গোপসাগরে নতুন করে একটি নিম্নচাপ তৈরি হতে পারে। ক্রমে তা গভীর নিম্নচাপেও পরিণত হতে পারে। ফলে দুর্গাপুজোতেও দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। বৃষ্টি বেশি হতে পারে পুজোর শেষ দিকে। নিম্নচাপের ভ্রুকুটিতে এখন দুশ্চিন্তা পুজো দিনগুলি নিয়ে।

তারাতলা উড়ালপুলের হাইট বার ভেঙে বিপত্তি, তুমুল যানজট

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স.)ঃ সপ্তাহের শুরুতেই দুর্ভোগ। তারাতলা উড়ালপুলের হাইট বার ভেঙে বিপত্তি। পণ্যবাহী গাড়ির ধাক্কায় গোড়া থেকে উপড়ে গেছে হাইট বার। খিদিরপুরগামী উড়ালপুলের লেনে বন্ধ রাখা হয় গাড়ির যাতায়াত। তারাতলার কাছে ডায়মন্ড হারবার রোডে তুমুল যানজট সৃষ্টি হয়, পুরো রাস্তা জুড়ে গাড়ির গতি অত্যন্ত শ্লথ হয়ে পড়ে। সোমবার ভোর ৫টা নাগাদ একটি পণ্যবাহী গাড়ি ওই হাইট বারটিকে ধাক্কা মারে। সদ্য ওই হাইট বারটি তৈরি বা নামানো হয়েছিল। কোনও আলো লাগানো না থাকায়, নতুন হাইট বার তৈরি হয়েছে তা বুঝতে পারেনি পণ্যবাহী গাড়িটি। গাড়িটি ধাক্কা মারলে হাইট বার উপড়ে যায়। সমস্ত গাড়িকে তারাতলা মোড়ের দিকে পাস করানো হচ্ছে। তারাতলা উড়ালপুলে ওঠার মুখে, ডায়মন্ড হারবারের দিক থেকে খিদিরপুরের দিকে যাওয়ার গাড়িগুলি উঠতে পারেনি। কারণ, তারাতলা উড়ালপুলের একাংশ বন্ধ রাখা হয়।

কাকদ্বীপে জাতীয় সড়কে ডাম্পার উল্টে বিপত্তি, বড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা

দুরন্ত বার্তা, কাকদ্বীপ, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স.)ঃ ভোর রাতের অন্ধকারে হঠাই বিপত্তি কাকদ্বীপে ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপের সীমার্বর্তী স্টপেজের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল একটি ডাম্পার। স্থানীয় সূত্রে খবর, নামখানার দিক থেকে কাকদ্বীপে আসছিল ডাম্পারটি। সেই সময় বিপরীত দিক থেকে একটি গাড়ি আসতে দেখে পাশ দেওয়ার চেষ্টা করে চালক। আর সেই সময়ই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে উল্টে যায় ডাম্পারটি। দুর্ঘটনায় প্রাণহানির কোনও খবর নেই।

মৎস্যজীবীরা অক্ষত অবস্থায় ফিরে আসায় স্বস্তি নিঃশ্বাস ফেললেন পরিবার

কুলতলী (নিউস এশিয়া)ঃ কুলতলীর মৈপিঠ কোস্টাল থানার নগেনাবাদের ৯ জন মৎস্যজীবী, মা মাসুনা ট্রলার নিয়ে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যায় রবিবার বিকালে। জিঞ্জির দ্বীপের কাছে সেখানে বেশ কিছুক্ষণ তারা বড়শি দিয়ে মাছ ধরছিল। হঠাৎ সামুদ্রিক ঝড় এবং জলের টানে নৌকার পাটাতনের বেশ কিছুটা অংশের কাঠ ভেঙে যায়। নৌকায় থাকা নয় মৎস্যজীবী তৎক্ষণা নৌকার মধ্যে থাকা কাপড় এবং বস্তা দিয়ে নৌকার ভাঙ্গা অংশ মেরামত করার চেষ্টা করে। মৈপিঠ কোস্টাল থানার পুলিশ কর্মীরা তাদেরকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে গভীর রাতে তাদের বাড়ি পৌঁছে দেয়। নয় মৎস্যজীবী অক্ষত অবস্থায় ফিরে আসায় স্বস্তি নিঃশ্বাস ফেলতে শুরু করেছে পরিবারের লোকজনের সাথে নগেনাবাদ এলাকাবাসী।

নালিকুলে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান কর্মসূচি পালন

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, শিয়াখালা, হুগলি, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ হরিপাল ব্লকের অন্তর্গত নালিকুল পশ্চিম অঞ্চলের চোয়ালপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হলো। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন হরিপালের বিধায়িকা ডাঃ করবী মান্না মহাশয়া, হরিপাল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুচন্দ্রা ধোলে অধিকারী, হরিপাল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দেবাশীষ পাঠক সহ অন্যান্য নেতৃত্ব বৃন্দ। এই কর্মসূচিতে বিভিন্ন বুথের অধিবাসীরা তাদের সমস্যার কথা লিপিবদ্ধ করেন এবং সমস্যাগুলি অচিরে দূর করার জন্য আবেদন রাখেন।

রামমোহন লাইব্রেরী প্রেক্ষাগৃহে সংবাদ দর্পণ আগমনী সন্ধ্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ রামমোহন লাইব্রেরী প্রেক্ষাগৃহে সংবাদ দর্পণ প্রকাশনীর আয়োজিত সংবাদ দর্পণ আগমনী সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে স্তোত্র পাঠ করেন দেবাঞ্জন মুখোপাধ্যায়, আগমনী সংগীত পরিবেশন করেন কাজরী চট্টোপাধ্যায় । ব্রতচারী কেন্দ্রীয় নায়ক মন্ডলীর২৬ জনের একটি দল ব্রতচারী প্রদর্শন করেন। লুপ্তপ্রায় এক অসাধারন নিদর্শন কে তুলে ধরে সংবাদ দর্পণ আগমনী সন্ধ্যায়। শারদীয়া সংবাদ দর্পণ ১৪৩২ বইটির আত্মপ্রকাশ হয়।বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শারদীয়া সংবাদ দর্পণের চেয়ারপার্সন শিবানী দত্ত, সম্পাদক সৌরভ দত্ত, সাহিত্যিক শিব শংকর বকসী, জাগলার মৌসুমী মিত্র মজুমদার, সাহিত্যিক ডঃ সিরাজুল ইসলাম ঢালি, হ্যান্ডসেডগ্রাফার অমর সেন, সাংবাদিক অপূর্ব দাস, অভিনেত্রী ইন্দ্রানী গুপ্ত, সোমনাথ ভদ্র, সাহিত্যিক তীর্থ মিত্র, চিত্রগ্রাহক মতিলাল মন্ডল, সাহিত্যিক শ্যামসুন্দর গুই। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের হাতে স্মারক তুলে দেন সৌরাশীষ দত্ত।সুব্রত পালের পরিচালনায় অঞ্জনা আর্ট একাডেমির ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ চিত্রাঙ্কন, স্তোত্রপাঠ, গান এবং নৃত্যের মাধ্যমে উপস্থাপন করে নবরূপে নবদুর্গা। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে জাগলার অভয় মিত্র-র কন্যা মৌসুমী মিত্র মজুমদার অসাধারণ জাগলিং প্রদর্শন করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গীনভাবে সুন্দর হয়ে উঠে সীমন্তিকা ভট্টাচার্য ও দেবাঞ্জন মুখোপাধ্যায় সঞ্চালনায়।

দুর্গাপুজোকে স্বচ্ছতা ও পরিছন্নতার উদাহরণ হিসেবে গড়ে তুলতে চায় রাজ্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২২ সেপেম্বর ঃ রাজ্য সরকার এবারের দুর্গাপুজোকে স্বচ্ছতা ও পরিছন্নতার উদাহরণ হিসেবে গড়ে তুলতে চায়। এই লক্ষ্যে প্রতিটি জেলায পুজো মণ্ডপ গুলিতে নির্মল দুর্গাপুজো অভিযান চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, স্বচ্ছতার কাজের ভিডিও ফুটেজ পরিবেশ দপ্তরে পাঠানোর কথাও বলা হয়েছে।প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত এই অভিযান চলবে। কর্মসূচিতে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের জন প্রতিনিধিরা, স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং স্বচ্ছতার কাজে নিযুক্ত কর্মীদেরও অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।যে জায়গাগুলোতে জঞ্জাল বা আবর্জনা জমে রয়েছে, সেগুলো চিহ্নিত করে পরিস্কার করার উদ্যোগ নিতে হবে। এছাড়াও প্লাস্টিকের বিকল্প ব্যবহারে সচেতনতা বাড়ানো এবং স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে পরিছন্নতার কাজে অন্যান্যদের যুক্ত করা পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পুজো মণ্ডপসহ জনবহুল এলাকায় স্বচ্ছতা প্রচারের ব্যানার ও পোস্টার লাগানোর কথাও নির্দেশে উল্লেখ করা হয়েছে।

কলকাতা পুলিশের বড় সাফল্য! দিল্লি থেকে গ্রেপ্তার গুলশন কলোনি তাণ্ডবের মূলচক্রকারী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ আনন্দপুরের গুলশন কলোনিতে ঘটে যাওয়া তাণ্ডবের ঘটনায় বড়সড় সাফল্য অর্জন করেছে কলকাতা পুলিশ। এই তাণ্ডবের মূলচক্রকারী মিনি ফিরোজকে অবশেষে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রবিবার বিকেল ৬টার দিকে মিনি ফিরোজকে নয়াদিল্লি রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকা থেকে আটক করা হয়। হামলার পর থেকেই সে পলাতক ছিল, আর ঘটনার ১০ দিন পর শেষমেষ পুলিশের জালে ধরা পড়ল সে। এর আগে পুলিশ এই ঘটনায় মহম্মদ সাজিদ, আহমেদ হোসেন ওরফে মহম্মদ মধু ও রাজা খানকে গ্রেপ্তার করেছিল। ধৃতদের মধ্যে দু'জন চৌবাগা ও একজন তিলজলা এলাকার বাসিন্দা। তাদের মধ্যে সাজিদের কাছ থেকে একটি সাত এমএম পিস্তল, দু'রাউন্ড গুলি ও রাজার কাছ থেকে একটি পিস্তল এবং দু'রাউন্ড বুলেট উদ্ধার হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। তারা এলাকা দখলের সঙ্গে যুক্ত মিনি ফিরোজের গ্যাংয়ের সদস্য বলে অভিযোগ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গুলশন কলোনির এক কারখানাকে ঘিরে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। তাদের মধ্যে গোলমাল নাকি বহুদিনের। অভিযোগ, গত বৃহস্পতিবার একটি গোষ্ঠী এসে কারখানার মালিককে ভয় দেখায়। এর প্রতিবাদ করে অন্য গোষ্ঠী। অভিযোগ, এরপরই সংঘর্ষ বেঁধে যায়। চলে গুলি। এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ অন্তত তিন রাউন্ড গুলি চলেছে। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ওই ঘটনারও তদন্তে নেমে চলছে গ্রেপ্তারি। এদিকে, এই ঘটনার পর থেকে থমথমে এলাকা। যাতে নতুন করে কোনও অশান্তি না হয়, তাই এলাকায় নজরদারি শুরু করে পুলিশ। ঘটনার ১০ দিন পর অবশেষে মূল অভিযুক্ত ধরা পড়ল। গত বৃহস্পতিবার ঘটনার পর থেকেই মূল অভিযুক্ত ফিরোজ খান ওরফে মিনি ফিরোজ পলাতক ছিল। অবশেষে দিল্লি থেকে তাকে পাকড়াও করল কলকাতা পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আপাতত তাকে কলকাতায় নিয়ে এসে আদালতে পেশ করা হবে।

দেবীপক্ষের সূচনায় ট্যাংরার আবাসনে তরুণীর রহস্যমৃত্যু-দুর্ঘটনা নাকি আত্মহত্যা?

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ দেবীপক্ষের সূচনায় কলকাতার বুকে ঘটে গেল মর্মান্তিক ঘটনা। ক্যানাল সাউথ রোডের একটি অভিজাত আবাসন থেকে পড়ে একজন তরুণী মারা গেছেন। এ ঘটনায় এলাকায় প্রবল চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ ইতিমধ্যেই দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। তবে এটা নিছক দুর্ঘটনা নাকি আত্মহত্যা হয়েছেন-সেটি জানতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। জানা গিয়েছে, মৃতার নাম গোরিমা লাধা। বয়স ২৬ বছর। বছর খানেক আগে গোরিমা নামে ওই তরুণী মা, বাবা ও বোনের সঙ্গে ট্যাংরা থানা এলাকার ক্যানাল সাউথ রোডের অভিজাত আবাসনে আসেন। সেখানেই থাকতেন তাঁরা। পরিবার সূত্রে খবর, রবিবার রাতে

খাওয়াদাওয়া সেরে ঘরে ঘুমোতে যান ওই তরুণী। সোমবার সকালে আবাসনের সামনে রক্তাক্ত অবস্থায় তরুণীকে পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। সেখানেই চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করে। ইতিমধ্যেই দেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। কিন্তু মৃত্যু কীভাবে ঘটল? পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, একাধিক বিষয়ে মানসিক চাপ ও অবসাদে ভুগছিলেন গোরিমা। ঘর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে তরুণীর হাতে থাকা একটি তাবিজ। প্রাথমিক অনুমান, আত্মহত্যার আগে নিজেই তাবিজ খুলে রাখেন গোরিমা এবং তারপর মরণঝাঁপ দেন। পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসলে মৃত্যুর সঠিক কারণ নিশ্চিত হবে।

রাজ্য সরকার সম্প্রতি ১৯টি সফল ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে সম্মানিত করেছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২২ সেপেম্বর ঃ শেয়ার বাজার থেকে সফল ভাবে পুঁজি সংগ্রহের স্বীকৃতি স্বরূপ রাজ্য সরকার সম্প্রতি ১৯টি সফল ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে সম্মানিত করেছে। রাজ্যের ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ ও টেক্সটাইলস বিভাগের সচিব রাজেশ পান্ডে জানান এই শিল্প সংস্থাগুলি ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহে সক্ষম হয়েছে। এব্যাপারে এমএসএমই ও টেক্সটাইলস বিভাগ তাদের প্রয়োজনীয়সব রকমের সহায়তা করেছে। তিনি জানান, ২০২৩ সালের বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের মঞ্চে, রাজ্যের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প সংস্থা গুলিকে শেয়ার বাজারে নথিভুক্তির জন্য জাতীয় স্টক এক্সচেঞ্জ ও ক্ষুদ্র শিল্প দফতরের মধ্যে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তার ভিত্তিতেই এই উদ্যোগ। রাজেশ পাণ্ডে আরও জানান, জাতীয় স্টক এক্সচেঞ্জের-ইমার্জ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ছোট শিলগুলি তাদের ব্যবসা বৃহত্তর বিনিয়োগকারীদের সামনে তুলে ধরতে পারবে এবং তাদের বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করতে পারবে। এই উদ্যোগ বিশ্বব্যাংকের রাম্প প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত হচ্ছে। NSE-র অ্যাসোসিয়েট ভাইস প্রেসিডেন্ট পার্বতী মূর্তি। তিনি জানান, NSE-র SME ইমার্জ প্ল্যাটফর্মে বর্তমানে বিভিন্ন ক্ষেত্রের ৬৭৩টি কোম্পানি তালিকাভুক্ত হয়ে মোট ২০ হাজার কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে ও। এই কোম্পানিগুলির বাজার মূলধন বর্তমানে ২ লক্ষ ২২ হাজার কোটি টাকা। তিনি বলেন,কোভিড পরবর্তী সময়ে তালিকাভুক্তির হার বেড়েছে এবং গত দুই বছরে ৩০০-র বেশি কোম্পানি তালিকাভুক্ত হয়েছে।

পরিসমাপ্তি হল পশ্চিমবঙ্গ ফিল্ম অ্যাকাডেমির ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্স

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের সহায়তায় ওয়েস্ট বেঙ্গল ফিল্ম অ্যাকাডেমির উদ্যোগে কলকাতার তথ্যকেন্দ্রে

একমাস ব্যাপী একটি ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্স অনুষ্ঠিত হয়ে গেল । এই কোর্সের পরিসমাপ্তি পর্বে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পর্যটন, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী এবং বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী ইন্দ্রনীল সেন, ডিরেক্টর অফ ফিল্ম কৃত্তিবাস নায়ক, অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর অফ ফিল্ম সুপ্রিনা ব্লন, চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার অ্যান্ড মেম্বার সেক্রেটারি অফ বোর্ড ফর টেকনিশিয়ান স্টুডিও শেখর ব্যানার্জি , জয়েন্ট ডিরেক্টর অফ ফিল্ম ও কোর্স কো-অর্ডিনেটর কুশল চক্রবর্তী । একমাস ব্যাপী এই ফিল্ম অ্যাপ্রিশিয়েশন কোর্সের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরা সিনেমা সম্পর্কে নানান তথ্য জেনেছেন এবং তা নিয়ে পর্যালোচনা করতে শিখেছেন। ক্যামেরার সাহায্যে হাতে-কলমে লাইটের ব্যবহারের মাধ্যমে ভিডিওগ্রাফি শেখানো হয়েছে।তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের যে সদস্যদের সাহায্য ছাড়া এই কোর্সটি সম্পন্ন করা সম্ভব হতো না তাঁরা হলেন - সন্দীপ দেবদাস, কাজল সরকার, কৌশিক বোস ,অর্পণ বোস, জগবন্ধু ঘোষ , সায়ক ঘোষ, সৌরভ পাল, সুতপা সোম চৌধুরী, চন্দ্রানী ব্যানার্জি, সুস্মিতা সরদার ও শাশ্বতী মালো। এই কোর্সের মাধ্যমে সিনেমার ইতিহাস, ফিল্ম ডিরেকশন থেকে শুরু করে সাউন্ড ডিজাইন, স্ক্রিপ্ট রাইটিং, ফিল্ম অ্যাক্টিং, স্টিল ফোটোগ্রাফি, সিনেমাটোগ্রাফি, আর্ট ডিরেকশন সহ যাবতীয় খুঁটিনাটি সম্পর্কে ধারণা দিতে এসেছিলেন সৌমেন্দু ভট্টাচার্য, তপন ভট্টাচার্য, পদ্মনাভ দাস গুপ্ত , অতনু পাল, অশোক দাশগুপ্ত, সমীর কুন্ডু , সম্রাট মুখোপাধ্যায়, সুভা দাস মল্লিক , ড. অনিন্দ্য সেনগুপ্ত, ড. মানস ঘোষ , শিশির রায় , মিতা চক্রবর্তী, দেবেশ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। টলিউড, বলিউড ও হলিউডের বিভিন্ন ফিল্ম দেখানো হয়েছে ক্লাসগুলিতে। ফিল্ম অ্যাপ্রিশিয়েশন ২০২৫ এর কোর্সের অংশগ্রহণকারী ফারহিন সুলতানা বলেন, এই কোর্সটি না করলে অনেক কিছু তার কাছে অজানা থেকে যেত। অংশগ্রহণকারী রাজ্যেশ্বর সাহা বলেন, তিনি এই কোর্সটি করতে পেরে অনেক অজানা বিষয়কে জানতে পেরেছেন, ফিল্মকে বুঝতে শিখেছেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে এই ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্সটি তাকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছে। অংশগ্রহণকারী দিব্যজ্যোতি মন্ডল বলেন, তার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণ হয়েছে, ফিল্মকে অন্য চোখে দেখার সুযোগ হয়েছে তার । অংশগ্রহণকারী বেবী সরদার বলেন, চলচ্চিত্রকে খুব সহজভাবে দেখতে ও বুঝতে শিখেছেন তিনি । অংশগ্রহণকারী সুতপা ভট্টাচার্য বলেন, এই কোর্সটি হল একটা বই-এর কভার পেজ , আর সমস্ত ক্লাস হল তার সূচিপত্র , সুতরাং ফিল্ম সম্পর্কে তার একটা ধারণা তৈরি হয়েছে সূচিপত্র পড়ে। এই কোর্সের মাধ্যমে আগামীদিনে চলচ্চিত্র দুনিয়ায় সফল ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কেউ কেউ উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব হিসেবে স্থান অধিকার করবে এই আশা রাখেন ফিল্ম অ্যাপ্রিশিয়ন কোর্সের আধিকারিক বৃন্দ । পর্যটন তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী এবং বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী ইন্দ্রনীল সেন এবং অন্যান্য আধিকারিকরা অংশগ্রহণকারীদের হাতে ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশনের শংসাপত্র তুলে দেন ।

নাবালিকাকে অপহরণের অভিযোগে দীনবন্ধু কলেজের অধ্যাপিকা আটক-তদন্তে উঠে এল বিস্ময়কর তথ্য!

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২২ সেপেম্বর ঃ শিশু অপহরণ কাণ্ডের ঘটনায় কলকাতায় চাঞ্চল্য। তিনদিনেই শিশু অপহরণ কাণ্ডের কিনারা করল কলকাতা পুলিশ। পুলিশি তদন্তে উঠে এল বিস্ময়কর তথ্য।

তিনি ভৌতবিজ্ঞানের শিক্ষিকা এবং গড়িয়ার নামী দীনবন্ধু অ্যানড্রুজ কলেজে অধ্যাপনার সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে উঠেছে 'অপহরণের অভিযোগ। নাবালিকাকে অপহরণের অভিযোগে সোমবার সিঁথি থানার পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করেছে। তবে কেন এমন কাজ করলেন-এটি নিয়ে তদন্তকারীরাও হতবাক। অভিযুক্তের মোটিভ বোঝার জন্য শুরু হয়েছে জিজ্ঞাসাবাদ। এই ঘটনায় মোট তিন জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। যথাক্রমে, অধ্যাপিক অরুণিমা চন্দ, অনুস্কা চন্দ চৌধুরী এবং অনুপভা চন্দ। কসবা থানা এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, গ্রেফতার হওয়া আর দু'জন অধ্যাপিকারই সন্তান ও ভাই। সোমবারই তাদের আদালতে পেশ করেছে পুলিশ। যদিও গ্রেপ্তারির পর অধ্যাপিকার সাফাই, ফুটপাতের শিশুদের তিনি এভাবেই নিজের কাছে নিয়ে যান, তাদের ভালোভাবে বড় করার জন্য। অর্থা তাঁর দাবি যে এই অপহরণের পিছনে উদ্দেশ্য মহৎ। তাঁর এহেন দাবি আদৌ কতটা সত্যি, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, দিন তিনেক আগে সিঁথি এলাকার এক বাসিন্দা অভিযোগ জানান, তাঁর ৫ বছরের মেয়ে নিখোঁজ। আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে মেয়ে খেলার সময় কেউ বা কারা তাকে তুলে নিয়ে গিয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পান, কসবা এলাকার একটি ফ্ল্যাটে কোনও শিশুকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। খোঁজখবর নিয়ে ওই ফ্ল্যাটে তল্লাশি চালান আধিকারিকরা। উদ্ধার হয় ৫ বছরের ওই শিশু। গ্রেপ্তার হয় তিন মহিলা - ৫২ বছরের অরুণিমা চন্দ, বছর চুয়াল্লিশের অনুপমা চন্দ এবং ২০ বছরের অনুস্কা চন্দ চৌধুরী। জানা যায়, তাকে ফুটপাথে খেলা করতে দেখে নিজের কাছে নিয়ে আসতে চান অরুণিমা। তিনি কলকাতার এক কলেজের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপিকা।

সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, ওই নাবালিকাকে ডাব খাওয়ানোর প্রলোভনে অপহরণ করেন অরুণিমার মেয়ে অনুস্কা। সেই সময় ঘটনাস্থলেই উপস্থিত ছিলেন অভিযুক্ত অধ্যাপিকা। কিন্তু তাঁকে কোনও রকম প্রতিরোধ করতে দেখা যায় না। এরপর আরও বেশ কিছু সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে তিন অভিযুক্তের গতিবিধির উপর নজরদারি চালান তদন্তকারীরা। সিসিটিভি মাধ্যমেই তাঁরা দেখেন, মেট্রোতে চাপিয়ে ওই নাবালিকা গড়িয়াতে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে যান অভিযুক্ত। আটকে রাখেন সেখানেই।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

ডেপুটি সিএসটিই/প্রজেক্ট/কেজিপি, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করেছেন: **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এসটি-পিআরওজে-কেজিপি-বিল্ডিং-৬ইআই তারিখ: ১৭.০৯.২০২৫; কাজের অবস্থান সহ কাজের নামের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:** শ্যামচক, বালিচক, হাউর, ভোগপুর, ফুলেশ্বর এবং মৌরিগ্রাম ফ্লাইওভার ব্লক হাটে পুরাতন ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং প্রতিস্থাপনের জন্য নতুন ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং দিয়ে ইআই ভবন এবং গুমটি নির্মাণ। এর মধ্যে রয়েছে খড়গপুর ডিভিশনের নলপুর, উলুবেড়িয়া, বাগনান এবং ভোগপুরের সাথে এই স্টেশনগুলির কিছু এলাকায় কংক্রিট কেবল ডাক্ট নির্মাণ; **কাজের আনুমানিক খরচ:** ₹ ১৫,৯৪,৫৫,১৭৮.১৬; **বায়না মুল্য:** ₹ ৯,৪৭,৩০০.০০; **ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়:** ২০.১০.২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায়; **যে ওয়েবসাইটে টেন্ডার প্রকাশিত হয়েছে: www.ireps.gov.in** (PR-649)

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

নং ঃ সিওএম/ই-অকশন/এইচডব্লুএইচ/২০২৫ **তারিখ ঃ ১৮.০৯.২০২৫**

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক ০৩ বছরের মেয়াদের জন্য হাওড়া ডিভিসনে বিভিন্ন স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনার চুক্তিস্বত্ব বণ্টনের ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। আরও বিশদ জানতে এবং ই-নিলামে অংশগ্রহণ করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটের ই-অকশন লিজিং মডিউল দেখুন। **ক্যাটালগ নং পার্ক-এইচডব্লুএইচ-এসইপি-৫, নিলাম শুরুর তারিখ/সময়ঃ** ০৭.১০.২০২৫, দুপুর ২টোয়। **ক্র. নং, লট নং এবং স্টেশনের নাম** নিম্নরূপঃ (১) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-কেকিউইউ-টিডব্লু- ২৮৭-২৫-১ (পার্কিং - দ্বিচক্রযান) এবং কামারকুন্ডু। (২) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-সিএনএস -টিডব্লু-২৮৬-২৫-১ (পার্কিং - দ্বিচক্রযান) এবং চুঁচুড়া। (৩) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এমইউইউ-টিডব্লু-৬৪-২৫-১ (পার্কিং - দ্বিচক্রযান) এবং মানকুন্ডু। (৪) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-টিএকে-টিডব্লু-১৭৬-২৫-১ (পার্কিং - দ্বিচক্রযান) এবং তারকেশ্বর। (৫) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-জেআইটি-টিডব্লু-২৭-২৪-১ (পার্কিং - দ্বিচক্রযান) এবং জিরাট। HWH-305/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (C)/Br-I, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for following works:

(1) NIT No. : KMC/EEC/I/001/39/2025-2026
Name of work : **Repairing of IPS passages at 4, 5, 6 etc seals Garden Lane in Ward No.-001.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **2,99,263.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.**

(2) NIT No. : KMC/EEC/I/001/44/2025-2026
Name of work : **Repairing of IPS footpath at 13, 15C etc. Satchasipara Lane in Ward No.-001.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **2,93,735.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.**

(3) NIT No. : KMC/EEC/I/005/27/2025-2026
Name of work : **Repairing of IPS footpath and passages at 37/W 37R Raja Manindra Road in Ward No. 005.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **2,99,600.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.**

(4) NIT No. : KMC/EEC/I/001/43/2025-2026
Name of work : **Repairing of IPS passages at 6, 9 etc. PNC Lane in Ward No.-001.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **2,98,373.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.**

(5) NIT No. : KMC/EEC/I/001/42/2025-2026
Name of work : **Repairing of IPS passages at 12, 15 etc. Kasiswar Chatterjee Lane in Ward No.-001.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **2,98,648.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.**

(6) NIT No. : KMC/EEC/I/002/39/2025-2026
Name of work : **Repairing of IPS passages at 7, 8 etc. Gour Sundar Seth Lane in Ward No.-002.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **2,99,906.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.**

(7) NIT No. : KMC/EEC/I/002/40/2025-2026
Name of work : **Repairing of IPS passages at 144, 231 etc. K.C.Ghosh Lane in Ward No.-002.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **2,98,853.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.**

(8) NIT No. : KMC/EEC/I/002/41/2025-2026
Name of work : **Repairing of IPS passages at 10, 12 etc. Center Sinthee Road in Ward No.-002.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **2,97,777.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.**

(9) NIT No. : KMC/EEC/I/002/42/2025-2026
Name of work : **Repairing of IPS passages at 1/3, 1/8 etc. Raja Bagan Lane in Ward No.-002.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **2,99,158.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.**

(10) NIT No. : KMC/EEC/I/002/43/2025-2026
Name of work : **Repairing of IPS passage at 3E, 4C etc. Roy Para Bye Lane in Ward No.-002.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **2,98,623.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.**

(11) NIT No. : KMC/EEC/I/002/44/2025-2026
Name of work : **Repairing of IPS passages at 71, 73 etc. South Sinthee Road in Ward No.-002.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **2,99,156.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.**

(12) NIT No. : KMC/EEC/I/002/45/2025-2026
Name of work : **Repairing of IPS Footpath at 48/1, 48/4, 48/5 etc. B.T.Road in Ward No.-002.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **2,99,538.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.**

(13) NIT No. : KMC/EEC/I/002/46/2025-2026
Name of work : **Repairing of IPS Passages at 19, 28 etc. H K Seth Lane in Ward No.-002.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **2,96,120.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.**

(14) NIT No. : KMC/EEC/I/002/47/2025-2026
Name of work : **Repairing of IPS Passages at 11, 12 etc. Kedar Nath Das Lane in Ward No.-002.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **2,99,380.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.**

(15) NIT No. : KMC/EEC/I/002/48/2025-2026
Name of work : **Repairing of IPS Passages at 23, 24, etc. Seven Tanks Lane in Ward No.-002.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **2,99,107.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.**

(16) NIT No. : KMC/EEC/I/002/49/2025-2026
Name of work : **Repairing of IPS Passages at 5, 6 etc. Dum Dum Road in Ward No.-002.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **2,99,113.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.**

(17) NIT No. : KMC/EEC/I/002/50/2025-2026
Name of work : **Repairing of IPS Passages at 5/11 etc. D. Gupta Lane in Ward No.-002.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **2,99,194.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.**

(18) NIT No. : KMC/EEC/I/002/51/2025-2026
Name of work : **Repairing of IPS Passages at 1, 6E/5 etc. Gopal Chandra Bose Lane in Ward No.-002.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **2,99,040.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.**

(19) NIT No. : KMC/EEC/I/002/52/2025-2026
Name of work : **Repairing of IPS Passages at 5, 7, 9 etc. Harish Chandra Paul Lane in Ward No.-002.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **2,99,040.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.**

(20) NIT No. : KMC/EEC/I/002/53/2025-2026
Name of work : **Repairing of IPS Passages at 167A, 167C etc. Hem De Lane in Ward No.-002.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **2,99,944.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.**

(21) NIT No. : KMC/EEC/I/002/54/2025-2026
Name of work : **Repairing of IPS Passages at 8, 9 etc. Kali Charan Seth Lane in Ward No.-002.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **2,99,896.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.**

(22) NIT No. : KMC/EEC/I/001/31/2025-2026
Name of work : **Repairing of IPS Passages at 16D, 11C, 17C etc. Chandra Kumar Roy Lane in Ward No.-001.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **2,98,059.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.**

(23) NIT No. : KMC/EEC/I/001/32/2025-2026
Name of work : **Repairing of IPS Passages at 12, 14 etc. Radhamohan Dey Lane in Ward No.-001.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **2,98,530.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.**

(24) NIT No. : KMC/EEC/I/001/33/2025-2026
Name of work : **Repairing of IPS Passages at 5G, 6 etc. Shyama Charan Maitra Lane in Ward No.-001.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **2,99,371.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.**

(25) NIT No. : KMC/EEC/I/001/35/2025-2026
Name of work : **Repairing of IPS Passages at 30, 32, 34 B.T.Road in Ward No.-001.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **2,98,505.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.**

(26) NIT No. : KMC/EEC/I/001/36/2025-2026
Name of work : **Repairing of IPS Passages at 37A/1/A/5, 37/A/1/9 etc. Cossipore Road in Ward No.-001.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **2,99,587.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.**

(27) NIT No. : KMC/EEC/I/001/38/2025-2026
Name of work : **Repairing of IPS Passages at 18, 24 etc. Gobinda Mondal Lane in Ward No.-001.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **2,98,263.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.**

(28) NIT No. : KMC/EEC/I/001/41/2025-2026
Name of work : **Repairing of IPS Passages at 32, 37 etc. Kashinath Dutta Road in Ward No.-001.** Estimated Cost (including GST & CESS) : ₹ **2,99,084.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion : **21 days.** (for Sl. No. 1 to 28). Last date and time of submission of Bid : **16.10.2025 – 11 a.m.** (for Sl. No. 1 to 28). Tender will be opened on : **18.10.2025 – 11 a.m.** (for Sl. No. 1 to 28). The bid forms and other details are available on and from **24.09.2025 (6 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 28). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 28).

The **Executive Engineer (C)/Br-IX, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/IX/071/070/2025-2026/DRAIN
Name of work : **Urgent repairing of sewer line at 23/B Dhirendra Nath Ghosh Road, 7 & 11, Sambhunath Pandit Street and different areas in Ward No. 071.** Estimate Amount (including GST & CESS) : ₹ **2,11,707.13.** Earnest Money: ₹ **4,300.00.**

(2) NIT No. : KMC/IX/071/064/2025-2026/R
Name of work : **Restoration of road surface at Chandra Nath Chatterjee Street after drainage work in Ward No. 071.** Estimate Amount (including GST & CESS) : ₹ **2,99,998.27.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.**

(3) NIT No. : KMC/IX/071/005/2025-2026/DRAIN
Name of work : **Urgent repairing of sewer line at 241, AJC Bose Road, 26, Nandan Road and 12, Turf Road etc in Ward No. 71.** Estimate Amount (including GST & CESS) : ₹ **2,58,285.72.** Earnest Money: ₹ **5,200.00.** Period of Completion : **60 days.** (for Sl. No. 1 to 3). Last date and time of submission of Bid : **10.10.2025 – 12 Noon** (for Sl. No. 1 to 3). Tender will be opened on : **13.10.2025 – 12 Noon** (for Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from **20.09.2025 (5 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 3). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 3). **(1130/25-26)**

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ২৯৩ সংখ্যা, মঙ্গলবার ৬ আশ্বিন, ১৪৩২

শিল্পী গওহরজান

যখন বাজারে এক ভরি সোনার দাম ২০ টাকা তখন একটি গান গাইতে তিনি পারিশ্রমিক নিতেন ৩০০০ টাকা ।চমকে উঠবেন না! তিনি ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম 'সুপারস্টার' গায়িকা,গানের শেষে,প্রত্যয়ের সিগনেচার কণ্ঠ 'মাই নেম ইজ গওহর জান'! শোনা যায় তিনি যখন সাফল্যের চুড়োয় তখন তিনি ফি-সন্ধ্যায় রেশমি পর্দা ছয় ঘোড়ার ফিটনে ময়দানে বেড়াতে বের হতেন । জনৈক বাঈজির এই ঠাঁটবাটে বিরক্ত হয়ে কোনও ইংরেজ রাজপুরুষ নাকি গওহরকে ১০০০ টাকা জরিমানা করেছিলেন। গওহর সেই টাকা কড়কড়ে নগদে কার্যত তাঁর মুখে ছুঁড়ে মারেন। প্রকাশ্যে নাক সিঁটকোলেও, তথাকথিত অভিজাত লোকেদের তাঁর দরবারে হত্যে দিতে হত।আড়ালে অনেকেই তাঁকে বলতেন বাঈজি, কেউ মানসিকতায় উদার, শিল্পীর সম্মান জ্ঞাপন করেছেন। তাতে গওহর জানের কিছু যায় আসেনি। কারণ তিনি ইতিহাসের অধ্যায়। প্রথম ভারতীয় শিল্পী হিসেবে গওহর জানের গান রেকর্ড করা হয়। দেশের প্রথম কোটিপতি সংগীত শিল্পী হওয়ার কৃতিত্বও তাঁর। গওহরের কথা বলার আগে চলুন একটু ফ্ল্যাশব্যাকে যাওয়া যাক। বেনারসের বাঈজি পাড়ায় সংগীত কত্থকে পারদর্শী মলকাজানের খ্যাতি লোকমুখে ছড়াতে সময় লাগে নি। একসময়ে তিনি চলে আসলেন বেনারস থেকে কলকাতা। কিন্তু কেন! ইংরেজ সৈনিক হার্ডি হেমিংস বিবাহ করেছিলেন রুক্মিনী নামের এক ভারতীয়কে। তাঁদের কন্যা অ্যাডলিন ভিক্টোরিয়া হেমিংস। ওই অ্যাডলিন বিবাহ করলেন রবার্ট উইলিয়াম ইওয়ার্ডকে। তবে একসময়ে নাচ-গানে দক্ষ ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে স্বামী রবার্টের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে । ওদিকে কন্যা সন্তানটিকে একা তাঁর পক্ষে মানুষ করা কঠিন হচ্ছে। সেই সময় খুরশিদের সঙ্গে আলাপ। মেয়ের নাম গওহর রাখলেন ভিক্টোরিয়া। নিজে হলেন 'মলকাজান'। কলকাতায় নাচ গানে গওহরের হাতেখড়ি। ক্লাসিক্যাল হিন্দুস্তানি থেকে ভোকাল মিউজিক, কত্থকে তালিম নিলেন। ধ্রুপদী নৃত্য, বাংলা কীর্তনের সঙ্গে শিখেছিলেন রবীন্দ্রসংগীত। 'হমদম' ছদ্মনামে লিখতেন গজলও। ১৮৮৭ সালে দ্বারভাঙা রাজের দরবারে প্রথম আত্মপ্রকাশ,বেনারসেও দীর্ঘদিন প্রশিক্ষণ নেন। ১৯১০ সালে প্রথমবার গেলেন মাদ্রাজ। ধীরে ধীরে সেই সময়ের সবচেয়ে দামি শিল্পীতে পরিণত হলেন। তখন বাজারে এক ভরি সোনার দাম যেখানে ২০ টাকা ছিল, একটি গান গাইতে ৩০০০ টাকা পারিশ্রমিক নিতেন গওহর। শুধু অভিজাত শ্রেণী,রাজা মহারাজারা গওহরের গান শুনবে? তাঁর গান সবার মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা শুরু হয়।১৯০২ সালে এ প্রথম গওহরের গান রেকর্ড করা হয়, যা বাজারে ছাড়ে গ্রামোফোন কোম্পানি অফ ইন্ডিয়া। যে কারণে গওহর 'দ্য গ্রামোফোন গার্ল' নামেও পরিচিত। ৬০০টিরও বেশি গান গেয়েছেন গওহর। মামলা লড়তে গিয়ে জমি-বাড়ি বিক্রি করতে হয় তাঁকে। গওহরের গাওয়া কিছু উল্লেখযোগ্য গান হল, 'জবসে গয়ে মোরি সুদ', 'রস কে ভরে তোরে ন্যায়ন', 'মেরে দর্দ-ই-জিগর'।

বহুমুখী প্রতিভায় উৎপল

উৎপল দত্তের নিজের লাইব্রেরিতে বইয়ের সংখ্যা ছিল পঁয়ত্রিশ হাজার। আমরা অবাক হয়ে দেখতাম, প্রত্যেকটি বইয়ের ক্ষেত্রেই, যেখান থেকেই পাতা ওল্টাই না কেন, দেখতে পাব সরস উক্তি-সহ কতগুলো লাইন লেখা। এবং তার রেফারেন্সও পাওয়া যাবে। বুঝতে পারতাম, একজন মানুষের লেখাপড়ার গভীরতা কত বড় হতে পারে। আসলে, উৎপল দত্ত নিজেই একটা ইনস্টিটিউশন। তাঁকে নিয়ে আলোচনা করতে গেলে, এত বিবিধ ক্ষেত্র ধরে আলোচনা করতে হবে যে, সেটা স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। উনি পাঁচটি ভাষায় অনর্গল লিখতে-পড়তে পারতেন। ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, লাতিন, উর্দু। এবং মনে রাখতে হবে, ২০ বছর বয়স থেকে উনি বাংলা ভাষাটা প্রকৃতপক্ষে আয়ত্ত করতে শুরু করেন। কেননা বাড়িতে ভয়ংকর সাহেবি ব্যাপার স্যাপার চলত বাবার কড়া নির্দেশে। সংগীতেও তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। কেউ যদি কোনও গান গুনগুন করে গাইত, উনি সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করতেন, বলো তো এটা কোন ঠাট, কী রাগ, কী আরোহ, অবরোহ কী, প্রধান শব্দ কী? সঙ্গে সঙ্গে বলে দিতেও পারতেন। আমার চোখের সামনে দেখা, বাখের বাজনা চলছে, তার স্বরলিপিটা শর্টহ্যান্ডে লিখে কাউকে দিচ্ছেন। যাঁকে দেখে শুনছি, তিনি একজন প্রখ্যাত ওয়েস্টার্ন ক্লাসিক্যালের শিল্পী। অবলীলাক্রমে উর্দু লিখতে পারতেন। আমাদের মধ্যে ছিলেন সামিম ভাই, তিনি হিন্দি পড়তে পারতেন না। এমনকী, অন্য কোনও ভাষাই পড়তে পারতেন না। উৎপল দত্ত সামিম ভাইকে পুরো কিউ শিটটা বানিয়ে দিতেন উর্দুতে লিখে। স্বল্প পরিসরে উৎপল দত্তকে ধরা সম্ভব না। উৎপল দত্তের যেদিন প্রয়াণ হয়, সেই দিন একটি স্বল্পবয়সি মেয়ে এসে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করেন যে, উৎপল দত্ত সম্পর্কে কিছু বলুন। তাতে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় একটাই প্রশ্ন করেন, কোন উৎপল দত্ত? অভিনেতা, নাট্যকার, নাট্যজন, প্রাবন্ধিক, সংগীতজ্ঞ, ভাষাবিদ? কোন জন? আমরা কোন উৎপল দত্তকে সঙ্গে করে হেঁটে যাব? পারব তো তাঁর সমগ্রটাকে ধরতে? আসলে উৎপল দত্ত একটি প্রতিষ্ঠান। সত্যজিৎ রায় সেই কারণে তাঁর সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য ছবি 'হীরক রাজার দেশে' উৎপল দত্তকে নিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন উৎপল ছাড়া হীরক রাজার অভিনয় করার অন্য কারোর ক্ষমতা নেই। ছবি ও থিয়েটার করা ছাড়াও প্রতিদিন কয়েক ঘন্টা ধরে বই পড়তেন। বিশ্বের সেরা সেরা বইগুলি তিনি পড়তে খুবই ভালোবাসতেন। শুটিং চলাকালীন তিনি অবসর সময়ে কোনও নির্জন স্থানে গিয়ে বই পড়তেন। সেই কারণে সত্যজিৎ রায় তাঁকে খুবই পচ্ছন্দ করতেন।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

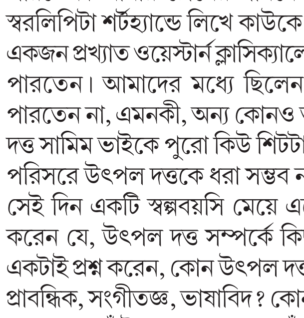

বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা যথেষ্ট শক্তিশালী। আর বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থায় গোলমাল দেখা দিতে শুরু করেছে বলেই আজকে বেশির ভাগ তরুণরা নোংরা কাজ করছে। তারা সৃজনশীল চিন্তা শক্তি হারিয়েছে। সৃষ্টি করার ক্ষমতা হারিয়েছে। ফলে আজকের তরুণরা দিশাহারা। তারা কী করবে সেটা বুঝতে পারছে না। কোথায় গিয়ে তাদের পথ শেষ হবে সেটাও বুঝতে পারছে না। এই অসহায় সময়ে কারোর সহযোগিতা পাচ্ছে না তরুণরা। বিপথে চালিত হতে শুরু করে দিয়েছে গোটা তরুণ সমাজ, ছাত্র সমাজ। স্কুল কলেজে পঠনপাঠন ঠিক মতো হচ্ছে না। ছাত্র দরদী শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছে না।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

ঠাকুর চেয়েছিলেন আত্মনির্ভরতা বৃদ্ধি পাক। এটা একটি দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা মানুষের মধ্যে গড়ে উঠুক। আত্মনির্ভরতা শুধু বিপদের সময় কাজে লাগবে তা নয়। সব সময় ধরে করতে হবে। তার জন্য পরিকল্পনা রচনা করার প্রয়োজন। আত্মনির্ভরতার সময় সম্পদ বৃদ্ধি করতে হবে। সম্পদ কীভাবে বাড়ানো যেতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। নিজের সম্পত্তি বৃদ্ধি করতে পারলেই দেশের সম্পদ বৃদ্ধি হবে পরোক্ষভাবে। এটা ঠাকুর বারবার বলতেন। তিনি পড়া শুনাকে সম্পদ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। ভালো পড়াশুনা করার প্রয়োজন রয়েছে। হাতের কাজ শেখা থেকে শুরু করে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করলে সম্পদ সৃষ্টি করা সম্ভব বলে তিনি ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। লেখাপড়া সম্পদ সৃষ্টি করার প্রথম ধাপ বলে তিনি মনে করতেন। শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেকে শক্ত খুঁটি ওপরে দাঁড় করানোর কথা বুঝতে শুরু করতে হবে। শুধু পুরুষ শিক্ষা চালু করলে হবে না, নারী শিক্ষাও চালু করতে হবে। নারীদের শিক্ষিত করে তুলে সম্পদশালী করে তুলতে হবে পরিবারকে। মেয়েরা শিক্ষা গ্রহণ করলে সম্পদশালী হবে।

বাংলায় সর্বজনীন পুজো একটি বাড়তি আকর্ষন বৃদ্ধি পেলেও বনেদি পুজোর আভিজাত্যটাই একেবারে অন্য সুরে বাধা

রবীন্দ্রকুমার শীল

১৭৫৭ সালে বাংলার নতুন সূর্য দেখা দিল। পত্তন হলো ইংরেজ শাসনের। নতুন যুগের সূচনা হল। আর এই সময় থেকে বাংলায় দুর্গা পুজোর আয়োজন বৃদ্ধি পেতে থাকলো। একটা কথা বলার এখানে প্রয়োজন রয়েছে, বাংলার রাজা জমিদারদের আয়োজিত দুর্গা পুজোর মধ্যে দিয়েই বাংলায় ইংরেজ শাসনের শুরু আবার বিপ্লবীদের দুর্গা পুজোর মধ্যে দিয়ে ইংরেজ শাসনের শুরু হল পতন। পলাশির যুদ্ধে সিরাজদৌল্লার পরাজয়ের পর কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এবং কলকাতায় রাজা নবকৃষ্ণদেব দুর্গা পুজোর আয়োজন শুরু করে দিয়ে লর্ড ক্লাইভ এবং ওয়েন হেস্টিংসকে বিশেষ অথিথি করে নিয়ে আসেন। সেই সময় থেকে শুরু হল ভারতের ব্রিটিশ শক্তি পত্তন। আবার ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ইংরেজ শাসনের অবসান চেয়ে সশস্ত্র সংগ্রাম করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যেসব বিপ্লবীরা তারা দেবী দুর্গা আরাধনা করতে শুরু করে দিল। পরাধীন ভারতকে স্বাধীন করার চিন্তাকে বাস্তবে পরিণত করতে দেবী দুর্গার পুজোর আয়োজন শুরু হয়ে গেল। যে বাংলা দেবী দুর্গা পুজোর মধ্যে দিয়ে ইংরেজ শাসকদের ক্ষমতার আসনে বসিয়ে ছিল আবার সেই বাংলা পরবর্তীকালে দেখতে পাওয়া গেল দুর্গা পুজোর আয়োজন করছে ইংরেজ শাসনের অবসান চেয়ে। স্বাধীন ভারত গড়ে তোলার স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করতে। দুর্গা পুজোর সময় বিস্তর ফারাক ঘটে।

কলকাতার বনেদি বাড়ির পুজো এখনও ভারতবাসীদের কাছে জনপ্রিয়। তার একটি মাত্র কারণ বাঙালি ইতিহাসকে বেশি করে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। অতীতের ঐহিত্যের ওপরে নির্ভর করে বর্তমান যুগের বাঙালিরা চলাফেরা করতে ভালোবাসে। সেই কারণে কলকাতার বনেদি বাড়ির পুজো এতো বেশি জনপ্রিয়। কলকাতার ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে চায় বাঙালিরা। কিন্তু আর্থ সামাজিক কারণে বহু প্রাচীন পুজোকে রক্ষা করা একেবারে অসম্ভব হলেও তাকে কিন্তু কোনও রকম ভাবে রক্ষা করার আয়োজন করে চলেছে বহু পরিবার। তাই নিয়ে দেবী পুজোর চারদিন সবাই ব্যস্ত থাকে। অল্পতে সন্তুষ্ট বাঙালিরা। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ আমরা দেখতে পাই। 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'। মায়ের কাছে বাংলার অতি সাধারণ আবদার। তাদের সন্তানরা যেন অতি সাধারণ খাবার থেকে বঞ্চিত না হয়। মা দুর্গা যেন তাদেরকে বঞ্চিত না করে। সেই সেই রকম আর একটি সঙ্গীত বাংলার ঘরে ঘরে শোনা যায় 'আল্লা মেঘ দে পানি দে'। এটাই ঈশ্বরের কাছে বাংলার অতি সাধারণ আবেদন, নিবেদন। যুগ যুগ ধরে বাংলার বাসিন্দারা মায়ের কাছে অতি সাধারণ আবেদন নিবেদনের প্রার্থনা করেছে। ধন দৌলত চায়নি। তারা চেয়েছে খেয়ে পড়ে যেন বাঁচে থাকতে পারে। কলকাতার বনেদি বাড়ির পুজোগুলোর মধ্যে দিয়েই সেই প্রার্থনা জাগরিত হতে দেখা যায়।

বর্তমানে বারোয়ারি পুজোর মতো কোটি টাকার জৌলুস নেই। কিন্তু সেখানে আছে আর্তের প্রার্থনা। মা তুমি প্রতি বছর একবার করে আমাদের ঘরে এসো। তোমাকে যেন এ বছরের মতো আগামি বছরে এসে আমাদের ঘরে এসে চারদিন থাকো। মা শক্তি প্রদান করো। শক্তি দাও। ভক্তি দাও। বিদ্যা দাও। বুদ্ধি দাও। জ্ঞান দাও। শুভ মতি দাও। তোমাকে যেন প্রতি বছর খাতির যত্ন করতে পারি তার দিকে লক্ষ্য রাখো। রানি রাসমনির বাড়ির একজন সদস্য জানালেন, আজকের দুর্মূল্যের যুগেও দেবী পুজো কোনও সময় বন্ধ হয়ে যায়নি। মা দেবী কোথা থেকে সব জোগাড় করে দেন তাতে আমরা আশ্চর্য হয়ে যাই। আমরা আর্থিক কারণে বহু বার পুজো কম করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু পরে দেখতে পেলাম পুজোর আয়োজন ঠিক আগেকার মতো হয়েছে। কোথাও একটু খামতি দেখা যায়নি। রানি রাসমনির সময়ে যে উদ্যোগ নিয়ে পুজোর আয়োজন করা হতো তাও এখনও বহাল অবস্থায় রয়েছে।

কলকাতায় বনেদি বাড়ির পুজো রীতিনীতিটা একেবারেই আলাদা। তার পরিবেশটাই মনের মধ্যে প্রাচীন কলকাতার স্পর্শ লাগিয়ে দিয়ে যায়। এক সময়ে এই বনেদিয়ানার দুর্গা পুজোকে কেন্দ্র করে লখউনের বাঈজিরা অপেক্ষা করে থাকতো কবে তাদের ডাক আসবে কলকাতার জমিদার বাড়ি থেকে। দুর্গা পুজোর সময়ে সারা রাত ধরে চলতো জলসা। পুজোর দিনে ঝাড়বাতির আলো সেই যে সন্ধ্যা থেকে জ্বলতো আর সেটা ভোর বেলায় গিয়ে নিভতো। তখন বাঈজিরা নাচ করে ক্লান্ত হয়ে নিজেদের ঘরে ফিরে যেত। বাগান বাড়িতেই ছিল বাঈজিদের বাড়ি। বহু জমিদার আবার নাচ ঘরে ঘুমিয়ে পড়তো বাঈজির নাচ দেখতে দেখতে। পুজোর সময়ে জমিদার বাড়ির গিন্নিরা পুজো নিয়ে ব্যস্ত থাকতো। আর বাবুরা বাঈজি নাচ দেখে রাত কাটাতো। এটাই ছিল বড় ধরনের জমিদারি প্রমোদ। আবার দেবী বিসর্জন নিয়ে বিশাল আয়োজন করা হতো সেই সময়ে। সেই আয়োজন কে কাকে পাল্লা দিতে পারে তার ঘটা দেখতে পাওয়া যেত। সেই সব দিন আর নেই। কিন্তু পুজোর আয়োজন ঠিক

আগের মতো রয়েছে। মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে কিছুটা তফাৎ দেখা দিলেও সেটা কিন্তু একেবারে নজরে পড়ে না। দক্ষিণ কলকাতার চেয়ে উত্তর কলকাতার বনেদি বাড়ির দুর্গা পুজোর আয়োজনের মধ্যে বনেদিয়ানা বেশি করে দেখতে পাওয়া যায়। বাড়ির গিন্নিরা নাকে বড় নথ দেওয়া নাকচ্ছাবি পরে ঘুরে বাড়ির মধ্যে আর তারা পুজোর আয়োজন করতে শুরু করে থাকে। বনেদিয়ানাই কলকাতার প্রাচীন পুজোর রীতিকে একেবারে অক্ষুন্ন রেখে দিয়েছে। কলকাতার বনেদি বাড়ির পুজোর সঙ্গে বহু ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে। বহু ইতিহাস এখনও পর্যন্ত অজানা। প্রাচীন পুজোর ইতিহাস অনুসন্ধান করে চলেছে ইতিহাসবিদেরা। বনেদি বাড়ির পুজো বেশির ভাগ সৃষ্টি হয়েছিল নবাব সিরাজের পতন পর থেকে। ইংরেজদের হাতে সিরাজ পরাজিত হলে উল্লাসিত হয়ে পড়ে হিন্দু জমিদার এবং রাজারা। তারা ইংরজদের সমর্থন করে বাংলার নবাবের পতন ডেকে আনে এবং পরবর্তীকালে আমরা দেখতে পাই ইংরেজ প্রশাসকেরা বনেদি বাড়ির দুর্গা পুজোয় অংশ গ্রহণ করছে।

তবে এটা ঠিক যে বাংলায় শিব দুর্গা পুজিত হওয়ার আগেই থেকেই বাংলার কাব্য সাহিত্যে চলে এসেছিলেন দেবী দুর্গা এবং তাঁর পতি দেবতা শিব মানুষের রূপ ধারন করে। শিব পার্বতীকে নিয়ে রচিত হয়েছে 'শিবায়ন' কাব্য। সেখানে শিব দুর্গা দেব দেবী রূপে উপস্থিত নন, তারা মানব দেহধারী মানুষ রূপে উপস্থিত। শিব পার্বতীর জীবনযাত্রাকে অবলম্বন করে রচিত হয়েছে মঙ্গলকাব্য। সেখানে শিবকে ভিক্ষা করতে হচ্ছে। ভিক্ষা করে চাল সংগ্রহ করতে হচ্ছে। আবার শিব তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে শ্মশানে শব সাধনা করে চলেছেন। ঘর সংসার ফেলে রেখে তিনি ছাই মেখে পড়ে রয়েছেন। কেন সে বিয়ে করে সংসার পাততে এলো তা নিয়ে বহু গঞ্জনা করতে শুরু করে দিয়েছেন পার্বতী। স্বামীকে গালমন্দ পারতে শুরু করে দিয়েছেন। সংসারে চাল নেই। ভাত খাওয়ার মতো অবস্থা নেই। পরণে কাপড় নেই। চলছে অনাহারে জীবন যাপন। এই নিয়ে বাংলার কবিরা 'শিবমঙ্গল' কাব্য রচনা করে দিয়েছিলেন। তারা শিব পার্বতীকে বাঙালি ঘরানায় চিত্রায়িত করে গিয়েছিলেন। শিব পার্বতি বাংলার কোনও গ্রামাঞ্চলে দম্পত্তি। আসল শিবকে দেবতা এবং পার্বতীকে দেবী রূপে চিত্রায়িত করার চেয়ে তাদেরকে মানব মানবী রূপে চিত্রায়িত করতে বেশি পচ্ছন্দ করেছেন শিবায়নের কবিরা। ফলে মঙ্গল কাব্যের অংশ শিবায়ন কাব্য এতো বেশি মনো গ্রাহী হতে পেরেছে। বাংলার সমাজ জীবনের চিত্র এই কাব্যে ধরা পড়ে। বাংলাতে অকালবোধন ছিল না। অকালবোধন নিয়ে আসেন কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র। তিনি সিরাজদৌল্লার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দেবী দুর্গা পুজোর আয়োজন করেছিলেন পলাশীর যুদ্ধের আগে। পলাশির যুদ্ধে সিরাজ যাতে পরাজিত হয়ে বাংলা ছেড়ে পালায় তার জন্য দেবী দুর্গা পুজোর আয়োজন করেছিলেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র। এই পুজোতে সম্মতি দিয়েছিলেন বহরমপুরের বিখ্যাত ব্যবসায়ী জগৎ শেঠ।

জগৎ শেঠের কাছে দেবী পুজোর আগাম বার্তা পাঠিয়েছিলেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র। জগৎ শেঠ তাতে সম্মতি দান করেন। তিনি বলেছিলেন, বিশেষ কারণে পুজোয় অংশ গ্রহণ না করতে পারলেও এই পুজোর ব্যাপারে তাঁর কোনও আপত্তি নেই। তিনি পুজোতে যা খরচ হয় তার একটি অংশ দিতে সম্মত হন। আসলে কৃষ্ণচন্দ্র ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়ে ছিলেন বাংলার নবাব সিরাজদৌল্লার ওপরে। তার পেছনে একটি ভয়ঙ্কর কাহিনী রয়েছে। যদিও বহু লোকেরা এটাকে কাকতালিয় বলে গ্রহণ করে। আবার কেউ কেউ বলে থাকেন এটাই হচ্ছে সত্যিকারের ঘটনা। ঘটনাটি সত্য বিচার করুক পাঠকেরা। তাদের ওপর এই ঘটনার সত্যের বিচার তুলে দেওয়া হল। ঘটনাটি এই রূপ যে কৃষ্ণচন্দ্রের প্রধান রানির ওপরে নজর গিয়ে পড়েছিল নবাব সিরাজের। নবাব সিরাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে গোপন দূত পাঠিয়ে তাঁর প্রধান রানিকে নবাবের বেগম ঘরে পাঠিয়ে দেওয়ার কথা বলেন। যেদিন সিদ্ধান্ত পাঠাবে সেদিন পালকি প্রস্তুত রাখা রয়েছে তা বাহক দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হবে মুর্শিদাবাদ থেকে। তবে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। জানা যায় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রথম রানী ছিলেন অপূর্ব সুন্দরী। তাঁকে নবাবের হারেমে পাঠিয়ে দেওয়াকে অপরাধ বলে মনে করতে শুরু করেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র। সারা কৃষ্ণনগরের অপমান বলে গ্রহণ করা হলো। সুযোগ এসে গেল। লর্ড ক্লাইভ এসে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি সিরাজের সঙ্গে যুদ্ধ করার সুযোগ খুঁজছেন। জগৎ শেঠের সঙ্গে গোপনে হাত মিলিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে গোপন মৌখিক চুক্তি করে ফেললেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র। কৃষ্ণচন্দ্রের সেনারা পলাশি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করলেও নবাবের হয়ে কেউ অস্ত্র ধারন করলো না। কৃষ্ণনগরের রাজমাতাকে রক্ষা করতে সেনারা সেই সময়ে ঘুরে গিয়ে নবাবের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারন করলো। লর্ড ক্লাইভের সেনার সঙ্গে মিশে গিয়ে কৃষ্ণনগরের সেনারা যুদ্ধ করতে শুরু করলো। ফলে নবাব পরাজিত হয়ে পলাশির প্রান্তর থেকে পালিয়ে গেলেন। সেই খবর পৌঁছাল কৃষ্ণনগরে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র উল্লাসিত হয়ে পড়লেন। নবাব পরাজিত হওয়াতে দেবী দুর্গা পুজোর আয়োজন বৃদ্ধি করে দিলেন। আগে দেবী দুর্গা পুজোর আয়োজন করা হতো বসন্ত কালে। কিন্তু রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বসন্ত কালের জন্য আর অপেক্ষা করলেন না। তিনি শরৎকালেই দেবী পুজার আয়োজন করতে শুরু করে দিলেন। রাজা শুধু পুজোর দিন শুধু প্রসাদ দিয়ে সেনাদের শান্ত করলেন তা নয়, তিনি প্রচুর উপঢৌকনও সেনাদের দিয়েছিলেন। কৃষ্ণনগরের সেনারা পরে কোম্পানির সেনাদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল।

কথা সাহিত্যিক বিমল মিত্র তাঁর 'বেগম মেরি বিশ্বাস' উপন্যাসে ঘটনাটি গল্প করে লিখেছিলেন। এটা পড়লেই পুরো বিষয়টা একেবারে চোখের সামনে এসে উপস্থিত হবে। সিরাজ কি চরিত্রের নবাব ছিলেন তার একটি চিত্রও দেখতে পাওয়া যায় এই উপন্যাসে। কেন পলাশি যুদ্ধে প্রয়োজন হয়ে পড়লো তার কারণও গল্পকারে বিস্তৃত করা রয়েছে। উপন্যাসে একটি গ্রাম্য মেয়ে জমিদার গিন্নির সুন্দরী বৌ হয়ে নবাবের পালকিতে চেপে মুর্শিদাবাদের সিরাজের হারেমখানা উপস্থিত হল। পরে সেই মেয়েটির নাম হয়েছিল মেরিয়ম বেগম। সিরাজর খাস বেগম। এটা একটি ইতিহাস সমৃদ্ধ কাহিনী। কিন্তু এর পিছনে রয়েছে একটি বাস্তব কাহিনী। সিরাজ বহু নারী ভোগ্যা ছিলেন। বিশেষ করে হিন্দু জমিদার থেকে শুরু করে বাংলার রাজাদের সুন্দরী স্ত্রীদের ওপরে নবাব সিরাজের নজর বেশি করে পড়তো। নবাবের হাত থেকে হিন্দু রমনীদের রক্ষা করার উপায় খুঁজে বের করার চেষ্টা করছিলেন বাংলার জমিদার এবং রাজারা। কার ঘরে সুন্দরী স্ত্রী রয়েছে সেই খবর নবাবের কাছে পাঠিয়ে দিত তার পেয়ারের লোকেরা। নবাব সিরাজের হাত থেকে বাংলার হিন্দু মেয়েদের ইজ্জত রক্ষা করতে বাধ্য হয়ে ইংরজের পক্ষ নিয়েছিলেন। ইংরজের পক্ষ নিয়ে হিন্দু রাজারা নবারের বিরদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। পল্লাশি যুদ্ধে নবাব চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়ে দেশ ছেড়ে পালাতে পেরেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি নিজের জীবনকে রক্ষা করতে পারেননি। পথেই তাঁকে আততায়ির হাতে মৃত্যু বরণ করতে হয়। বাংলার ভাগ্যকাশে ইংরেজ আগমন ছিল সময়ে জন্য।

জীবন বিমা গঠনে বিদ্যাসাগর ভূমিকা

তরুণ সান্যাল

হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুইটি ফান্ড ও বিদ্যাসাগর। অতীতের বাঙালীর হিন্দু-পরিবারগুলি সাধারণত একজন উপার্জনক্ষম পুরুষনির্ভর ছিল। কোনো কারণে সেই উপার্জন ক্ষম পুরুষের মৃত্যু ঘটলে পরিবারের স্ত্রী-পুত্র ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন সকলে অসহায় অনাথের মতো বিপন্ন বোধ করতেন। তাই সেই পারিবারিক জীবনের খানিকটা নিরাপত্তা বিধানের জন্য বিদ্যাসাগর মশাই 'অ্যানুইটি ফান্ড' প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেছিলেন।

বিধবা বিবাহের প্রচলন ও মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন (বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ) স্থাপন ছাড়াও বিদ্যাসাগরের জীবনের অন্যতম বড় ও মহৎ কীর্তি ছিল এই 'হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুইটি ফান্ড'। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, বর্তমানে বিদ্যাসাগরকে নিয়ে কোন লেখায়, তাঁর জীবনের সেই অন্যতম মহৎ কীর্তির কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। অতীতের বিদ্যাসাগর গবেষকদের লেখা থেকেও এই বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না।

বিষয়টাকে বর্তমান সময়ে ব্যাঙ্ক বা পোস্ট অফিসের স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পের সাথে বা পেনশন প্ল্যানের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। তবে বিদ্যাসাগর যে ওই সময়ে এই ধরণের কোন সঞ্চয় প্রকল্পের কথা ভাবতে পেরেছিলেন, সেটাই সবচেয়ে আশ্চর্যের। তিনি ঠিক করেছিলেন যে, যিনি মাসে মাসে ওই ফান্ডে কিছু টাকা দেবেন, তাঁর মৃত্যুর পরে স্ত্রী, পুত্র বা অন্য কোন আত্মীয় সেই টাকার দ্বিগুণের কিছু বেশি যাবজ্জীবন মাসিক সাহায্য পাবেন।

যেমন, যদি কেউ মনে করতেন যে, তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর স্ত্রী যাবজ্জীবন মাসিক ৫ টাকা করে সাহায্য পাবেন, তাহলে তাঁকে প্রতিমাসে আন্দাজ ২ টাকা করে ওই ফান্ডে জমা দিয়ে যেতে হত। এইভাবে অ্যানুইটি ফান্ডে মাসিক ৩০ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

১৮৭২ সালের ১৫ই জুন তারিখে উক্ত ফান্ডটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তার আগে, ১৮৭২ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি তারিখে 'মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে' একটি সভা করে ওই ফান্ডটি প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল।

প্রথমে ১০ জন 'সাবস্ক্রইবার' নিয়ে '৩২নং কলেজ স্ট্রিটে' উক্ত ফান্ডের কাজ আরম্ভ হয়েছিল। পাইকপাড়ার রাজারা সেই জনহিত

কর কাজে প্রথম এগিয়ে এসে ফান্ডে একত্রে ২,৫০০ টাকা অনুদান দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। ফান্ডের প্রথম দু'বছরের ট্রাস্টি ছিলেন বিদ্যাসাগর ও জাস্টিস দ্বারকানাথ মিত্র । তৃতীয় বছর দ্বারকানাথ মিত্রের মৃত্যু হওয়ার পরে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রমেশচন্দ্র মিত্র ও বিদ্যাসাগর মিলিত ভাবে ওই ফান্ডের ট্রাস্টি হয়েছিলেন।

ফান্ডটি প্রতিষ্ঠাকালে চেয়ারম্যান ছিলেন শ্যামাচরণ দে। ডেপুটি -চেয়ারম্যান ছিলেন মুরলীধর সেন, এবং ডিরেক্টরবোর্ডের সভ্যরা ছিলেন - সেকালের প্রসিদ্ধ নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র, রাজেন্দ্র মিত্র, গোবিন্দচন্দ্র ধর, নবীনচন্দ্র সেন (সেক্রেটারি), ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, নন্দলাল মিত্র, রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ সেন ও পঞ্চানন রায়চৌধুরী। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার সাবস্ক্রাইবারদের স্বাস্থ্য-পরীক্ষক ছিলেন। ১৮৭৫ সাল পর্যন্ত, মাত্র তিন বছর, বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ওই অ্যানুইটি ফান্ডের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল। ১৮৭৫ সালের ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে তিনি ফান্ডের ডিরেক্টরদের কাছে একটি পত্র লিখে উক্ত ফান্ডের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক ত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। এরপরে ১৮৭৬ সালের ২রা জানুয়ারি তারিখে 'হিন্দু স্কুলের' একটি সভায় ফান্ডের ডিরেক্টররা তাঁর সম্পর্কত্যাগের কারণ জানতে চেয়েছিলেন। ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে বিদ্যাসাগর ফুলস্কেপ কাগজের প্রায় কুড়ি-বাইশ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি পত্র তাঁদের সেই 'কারণ' সম্পর্কে অবগত করেছিলেন। সাধারণভাবে যে-কারণে আজও বাঙালীদের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান দীর্ঘস্থায়ী হয় না, বিদ্যাসাগর ঠিক সেই কারণ গুলিই তাঁর পত্রে বিবৃত করেছিলেন। তাঁর মূল অভিযোগ ছিল যে, ফান্ডের হিসেব-নিকেশ ঠিক নেই, নিয়মকানুনের বালাই নেই, এবং সভার রিপোর্ট ঠিক রাখা হয় না। এছাড়া ডিরেক্টররা প্রতিষ্ঠানের উন্নতির কথা চিন্তা না করে নিজেদের কর্তৃত্ব ও দলাদলি নিয়েই মত্ত থাকেন। এই ধরনের বহু অভিযোগ করে ওই পত্রের শেষের দিকে তিনি দুঃখ করে লিখেছিলেন। এই ফন্ডের সংস্থাপন ও উন্নতি সম্পাদন বিষয় যথাসাধ্য চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছি। উত্তরকালে আপনাদের ফলভোগের প্রত্যাশা আছে; আমি সে প্রত্যাশা রাখি না। যে ব্যক্তি যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন, সে দেশের হিতসাধনে সাধ্যানুসারে সচেষ্ট ও যত্নবান হওয়া তাঁহার পরম ধর্ম্ম ও তাঁহার জীবনের সর্বপ্রধান কর্ম্ম; কেবল এই বিবেচনায় আমি তাদৃশী চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছি, এতদ্ভিন্ন এ বিষয়ে আমার আর কিছুমাত্র স্বার্থ সম্বন্ধ ছিল না। বলিলে আপনারা বিশ্বাস করিবেন কি না জানি না; কিন্তু না বলিয়াও ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছি না, এই ফন্ডের উপর, আপনাদিগের সকলকার অপেক্ষা আমার অধিক মায়া। আমায়, সেই মায়া কাটাইয়া, ফন্ডের সংস্রব ত্যাগ করিতে হইতেছে, সেইজন্য আমার অন্তঃকরণে কত কষ্ট হইতেছে, তাহা আমার অন্তরাত্মাই জানেন। যাঁহাদের হস্তে আপনারা কার্যভার অর্পণ করিয়া ছেন, তাঁহারা সরল পথে চলেন না। এমনস্থলে, এবিষয়ে লিপ্ত থাকিলে, উত্তরকালে কলঙ্কভোগী হইতে ও ধর্ম্মদ্বারে অপরাধি হইতে হইবে; কেবল এই ভয়ে নিতান্ত 'নিরুপায় হইয়া, নিতান্ত দুঃখিত মনে, নিতান্ত অনিচ্ছা পূর্বক, আমায় এ সংস্রব ত্যাগ করিতে হইতেছে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, আমি অতি সামান্য ব্যক্তি; তথাপি আপনারা আমার উপর এতদূর বিশ্বাস করিয়া গুরুতর ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, এজন্য আপনাদের নিকট অকপট হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। ঐ গুরুতর ভার বহন করিয়া যতদিন এই ফন্ডের সংস্রবে ছিলাম, সেই সময় মধ্যে অবশ্যই আমি অনেক দোষে দোষী হইয়াছি; দয়া করিয়া, আপনারা আমার সকল দোষের মার্জ্জনা করিবেন। যতদিন আপনাদের ট্রাষ্টি ছিলাম, হিত চেষ্টা করিয়াছি।

আমেরিকার মিউজিয়ামে বাংলা

রাজেন্দ্রলাল সরকার

আমেরিকার মিউজিয়ামে চন্দ্রকেতুগড়ের বাংলার একটি পরিবারের ২ হাজার বছর আগের টেরাকোটা ফলক। এই টেরাকোটা ফলকটি বর্তমানে আমেরিকাতে মেট মিউজিয়াম-এ আছে। এটি কলকাতার কাছেই চন্দ্রকেতুগড়ে পাওয়া গেছিল। তারপরে কীভাবে তার আমেরিকা যাত্রা সম্পন্ন হল, তা জানি না। অবৈধ পথে কি পাড়ি দিয়েছে? অবশ্য পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির জাদুঘরগুলিতে অজস্র অবৈধ শিল্প ফেরত পাবার কথা কোথাও তো শুনি না। শুধু মানুষ নিয়েই যা সমস্যা।

এরা অবশ্য লিখেছে এটি ১৯৯২ সালে উপহার পেয়েছে। হায়, ভারতের মিউজিয়ামগুলো কি এমন উপহার পায়! যাহোক, ফলকটি আমার খুব প্রিয়। এটি সম্ভবত শুঙ্গ রাজাদের সময়ে কোনো রাজ পরিবারের পারিবারিক ছবি। আজ থেকে অন্ততপক্ষে ২ হাজার বছর আগে চন্দ্রকেতুগড়ের কাছে নদীর অস্তিত্ব ছিল। সেই নদী হারিয়ে গেছে, সেই সভ্যতার কথা আমরা ভুলে গেছি, তবে কিছু টেরাকোটা ফলক থেকে গেছে। সম্ভবত হারিয়ে যাওয়া নদীটির ধারে চন্দ্রকেতুগড় প্রায় পাঁচশো বছর ধরে সমৃদ্ধ নগরী হয়ে উঠেছিল। সাধারণপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে সাধারণাব্দ তৃতীয় শতক পর্যন্ত এই অঞ্চলের রমরমা ছিল। এই সময়ের মধ্যে এখানে আসতেন বিভিন্ন দেশের মানুষ; বণিক, শ্রমণ। এই অঞ্চলে তখন ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতাপ ছিল।

ওই সময়ে মগধে রাজত্ব করছে শুঙ্গরা। হর্ষচরিত অনুসারে ১৮৭ সাধারণ পূর্বাব্দে মৌর্য বংশের শেষ সম্রাট বৃহদ্রথকেকে হত্যা করে তার সামরিক প্রধান পুষ্যমিত্র শুঙ্গ এই বংশের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। পুষ্যমিত্র শুঙ্গ ছিলেন ব্রাহ্মণ। ৭৮ সাধারণাব্দ পর্যন্ত তিনি ভারতের উত্তর ও পূর্বভাগ নিয়ন্ত্রণ করেছেন। শুঙ্গ সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল পাটলিপুত্রতে। তিনি গ্রিক আক্রমণ প্রতিহত করেছিলেন; অর্থাৎ গ্রিকদের সংস্পর্শে এসেছিলেন। তখন অন্য দিকের পৃথিবীতে আলেকজান্ডারের তৈরি করা গ্রিকদের বিশাল সাম্রাজ্য ছিন্ন হয়ে চলেছে, যেমন হয়েছে পৃথিবীর সব সাম্রাজ্য। চন্দ্রকেতুগড়ের এই ফলকটি তাই শুঙ্গ বংশের সময়ের কোনো রাজপরিবারের ছবি হতে পারে। এমনকী তা পুষ্যমিত্র শুঙ্গেরও হতে পারে। এই পারিবারিক দৃশ্য আমাকে স্পর্শ করেছে।

আজ থেকে অন্তত ২১০০ বছর আগের এই পারিবারিক দৃশ্যটি দেখুন। পুরুষটির বাম হাত স্ত্রীর কণ্ঠলগ্ন। স্ত্রী দাঁড়িয়ে আছেন পাশে। তার ডান হাত পুরুষের উরুতে, যেন হাঁটুতে আলতো করে স্নেহ-স্পর্শ করছেন। তাদের পোশাকও দেখবার মতো। শরীরের নিচের অংশের জন্য আছে বাস বা বসন, পুরুষের উপরের অংশে আছে একটি উত্তরীয়। এই বসন সুতির হতে পারে, তবে উত্তরীয়টি দেখে মনে হয় যেন রেশমের। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বাংলায় রেশম চাষের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন, বাংলার রেশমের বস্ত্রকে বলা হত পত্রোর্ণ, বুনো রেশমবস্ত্র। সেই রেশমের রং ননীর মতোগন্ধ তখন অবশ্য শন ও পাটের ছাল থেকে সুতা বার করেও বস্ত্র তৈরি হত। তাকে বলে ক্ষৌম বা দুকুল। সারা পৃথিবীতেই বেশিরভাগ সময়ে পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য পোশাক ছিল একই রকমের, তা ছিল আবহাওয়া অনুযায়ী। শীতের দেশে পোশাক ছিল পুরো ঢাকা, আবার মরুভূমির দেশেও ছিল পুরো ঢাকা পোশাক। নয়তো মানুষ বাঁচতে পারবে না।

২১৫ জন সাফাই কর্মীকে নিরাপত্তার জন্য এমারজেন্সি কিট প্রদান পুরসভার তরফ থেকে

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ পুজোর আগেই স্যুয়ার লাইনে কাজ করেন এমন ২১৫ জন সাফাই

কর্মীকে নিরাপত্তার জন্য এমারজেন্সি কিট প্রদান করা হলো হাওড়া পুরসভার তরফ থেকে। এর পাশাপাশি একইসঙ্গে অস্থায়ী চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের বেতন বৃদ্ধির ঘোষণা করা হয়েছে। হাওড়া শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখতে যে সমস্ত মানুষরা প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছেন এবার সেই সমস্ত সাফাই কর্মচারীদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে ওই বিশেষ উদ্যোগ নেয় হাওড়া পুরসভা। সোমবার হাওড়া পুরসভার সুয়ারেজ লাইনের কাজে নিযুক্ত ২১৫ জন কর্মচারীকে সুরক্ষা কিট প্রদান করা হয়। এরমধ্যে রয়েছে একটি বিশেষ ধরনের বডি শুট, সেফটি চশমা, সেফটি জুতো, হেলমেট, গ্লেলাপ্স ও বিশেষ ধরনের মাস্ক যা কোনও রাসায়নিক বিক্রিয়া প্রতিরোধক। দীর্ঘদিন ধরে সুয়ারেজ লাইনে সাফাইয়ের কাজে নিযুক্ত কর্মীদের সুরক্ষা নিয়ে নানা মহলে নানা কথা শোনা যেত। তাই তাদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে এই বিশেষ কিট তাদের প্রদান করা হয়েছে। সুজয় চক্রবর্তী বলেন, যে সমস্ত সাফাই কর্মীরা স্যুয়ার লাইনে কাজ করেন এমন ২১৫ জনকে তাঁদের নিরাপত্তার জন্য এমারজেন্সি কিট দেওয়া হল। এই কিটে ১টা বডি স্যুট থাকবে। সেটি ফ্লুরোসেন্ট জাতীয় কিছু থাকবে যাতে চিহ্নিত করা যায়। এছাড়াও থাকবে ১টা সেফটি চশমা, ১টা হেলমেট, ১টা হ্যান্ড গ্লাভস এবং ১টা গামবুট থাকবে। স্যুয়ার লাইনে বিষাক্ত গ্যাস থাকলে তা পরিশ্রুত করার জন্য ১টা মাস্কও দেওয়া হচ্ছে। স্যুয়ার লাইনে যারা কাজ করেন তাঁদের কিছু স্থায়ী কর্মী কিছু অস্থায়ী কর্মী। তা স্বত্ত্বেও যারা স্যুয়ার লাইনে যারা নেমে কাজ করেন তাঁদের সকলকেই এই কিট দেওয়া হয়েছে। কেউ যদি এই কিট না পরেন তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও তারা এই কিট ব্যবহার করছে কিনা সেদিকেও নজর রাখা হবে বলে জানিয়েছেন পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ডা. সুজয় চক্রবর্তী। একই সঙ্গে তিনি পুজোর আগে আরও দুটি সুখবর দেন পুর কর্মচারীদের। ১,১০০ সাফাই কর্মীদের বকেয়া বর্ধিত এরিয়ার (জানুয়ারি - জুন ২০২৫) পুজোর আগে প্রদান করা হবে। যার জন্য প্রায় ৩১ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে পুরসভার। এছাড়াও হাওড়া পুরসভার ১,৫০০ অস্থায়ী চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের ৫০০ টাকা করে বেতন বৃদ্ধির ঘোষণাও করেন তিনি। যার ফলে প্রতিবছর পুরসভার প্রায় এক কোটি টাকা ব্যয় বৃদ্ধি হবে বলে তিনি জানান। সুজয়বাবু বলেন, পুজোর মুখে দৈনিক মজুরির কিছু সাফাই কর্মীদের জানুয়ারি ২০২৫ থেকে জুন ২০২৫ পর্যন্ত কিছু টাকা বাকি ছিল। সেই টাকা পুজোর মধ্যে দিয়ে দেওয়া হবে। এই ব্যবস্থা নেওয়ায় প্রায় এগারশো কর্মী পুজোর মুখে সুবিধা পাবেন। এর জন্য পুরনিগমের খরচ হবে প্রায় ৩১ লক্ষ টাকা। হাওড়া পুরনিগমের ফান্ড থেকেই এই টাকা দেওয়া হবে। হাওড়া পুরনিগমে প্রায় দেড় হাজার চুক্তিভিত্তিক কর্মী আছেন। সেই সকল কর্মীদের ৫০০ টাকা করে বাড়ানো হল। এই টাকা চালু হবে এই বছর ১৬ অক্টোবর থেকে। এর জন্য পুরনিগমের তহবিল থেকে বছরে প্রায় ১ কোটি টাকা খরচ হবে।

সরকারি স্কুলে সবকাজ করবে রোবট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণী, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ সরকারি স্কুলে শিক্ষাকর্মী কোনও মানুষ নন, রোবট! আধুনিক প্রযুক্তির ছোঁয়ায় নতুন রূপ পেল কল্যাণীর পান্নালাল ইনস্টিটিউশন। পড়ুয়ারা তো বটেই, উচ্ছ্বসিত শিক্ষক-শিক্ষিকারাও। সময় বদলেছে। ডিজিটাল যুগে মানুষের দৈনন্দিন জীবন এখন প্রযুক্তিনির্ভর। মুঠোফোন বন্দি সবকিছুই। বাদ নেই শিক্ষাক্ষেত্রও। বেসরকারি স্কুলের ডিজিটাল মাধ্যমেই চলে পঠনপাঠন। অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা পায় পড়ুয়ারা। সেই তালিকায় এবার নাম উঠল রাজ্যের একটি সরকারি স্কুলেরই। নদীয়ার কল্যাণীর শতাব্দী প্রাচীন স্কুল পান্নালাল ইনস্টিটিউশন। প্রাক্তন এক ছাত্রের উদ্যোগে ও আর্থিক সহায়তায় স্কুলে তৈরি হয়েছে দুটি অত্যাধুনিক ডিজিটাল ক্লাসরুম। সরকারি স্কুলে বসেছে ৫৫ ইঞ্চি টিভি স্ক্রিন, জেনারেটর। সঙ্গে একটি রোবটও! নাম 'সানন্দা'। রাজ্যে সম্ভবত এই প্রথম কোনও সরকারি স্কুলের ব্যবহার করা হবে রোবট। একজন শিক্ষাকর্মী যা কাজ করেন, সেইসব কাজই করবে এই রোবট। গোটা স্কুলের ঘুরে বেড়াবে রোবট সানন্দা। ফাইল হোক কিংবা জলের বোতল, দরকারমতো পৌঁছে দেবে নির্দিষ্ট জায়গায়।

কোন্নগরের রাজরাজেশ্বরী মঠে নবরাত্রি উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ সোমবার দেশ জুড়ে শুরু হয়েছে শারদীয়া নবরাত্রি উৎসব শঙ্করাচার্য স্বামী স্বরূপানন্দ সরস্বতী প্রতিষ্ঠিত কোন্নগর রাজরাজেশ্বরী মঠে একই নিয়মে চলছে নবরাত্রি উৎসব। প্রতিবছর মহালয়ার পরের দিন শুক্লপক্ষের প্রতিপদ তিথি থেকে শুরু হয় নবরাত্রি উৎসব। এই উপলক্ষ্যে কোন নগরের রাজরাজেশ্বরী মঠে জ্বালানো হয়েছে ২০০১ অখন্ড প্রদীপ, যা অখন্ড জ্যোতি নামে প্রচলিত। ৯দিন ধরেই প্রদীপ জ্বালানো থাকবে মায়ের গর্ভ মন্দিরের নীচে। এছাড়া অষ্টমীর দিন নব দূর্গা রূপে নয় জন কুমারী ও একজন বালককে এই রূপে পূজা করা হয়। পাশাপাশি ১০০১ কুমারীকে উপহার সহ ভোজন ও বিশেষভাবে পূজা করা হয়। এই নবরাত্রি উৎসব উপলক্ষ্যে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার ভক্ত মঠে পুজো দিতে আসেন। প্রতিদিন ভজন কীর্তন সহ মা জগদম্বা রাজরাজেশ্বরী কে ৯ দিন ধরে নব দূর্গা রূপে পুজো করা হয়। মঠের প্রধান পুরোহিত ব্রহ্মচারী সচিচ স্বরূপ এবং ব্রহ্মচারী শ্রীধর দ্বিবেদী বলেন আজ মায়ের পুজোর ঘট স্থাপন করা হয়েছে, এবং বিশ্ববাসীর সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির প্রার্থনা জানানো হয় মা জগদম্বার কাছে। উপ-প্রধান পুরোহিত শ্রীধর দ্বিবেদী বলেন যত বেশি মায়ের আরাধনা করবেন ততই মায়ের কৃপা লাভ করা যাবে এই বছরে পুজোর আয়োজনে আছেন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীরাই। কুমারীদের পরিবারের সদস্যরা তাদেরকে নিয়ে আসেন মঠে। মূল মন্দিরের পশ্চিম দিকে হয় কুমারী পুজো। দুঃস্থ মানুষদের হাতে বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। সংস্কৃতে নবরাত্রি নয় রাত এই নটি রাতে লোকেরা উপবাস পালন করে এবং মা দুর্গার নয়টি রূপের উদ্দেশ্যে বিশেষ প্রার্থনা করে। দেবী দুর্গা দেবী পার্বতীর অবতার তিনি মহিষাসুরকে ধ্বংস করার জন্য দেবী দুর্গার অবতার গ্রহণ করেছিলেন।

উৎসবের আবহে বিটিসি নির্বাচনের ভোটগ্রহণ, উচ্ছ্বাসে ভোটাররা

কোকরাঝাড় (অসম), ২২ সেপ্টেম্বর ঃ উৎসবের আবহ, উচ্ছ্বাস আর গণতান্ত্রিক চেতনার মেলবন্ধনে সোমবার সকাল থেকেই জমে উঠেছে বড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল কাউন্সিল (বিটিসি)-এর নির্বাচন। সকাল সাড়ে সাতটায় ভোটগ্রহণ শুরু হওয় ার পর থেকেই দেখা গেল এক অন্য ছবি। পাঁচ জেলার ভোটকেন্দ্র গুলোতে যেন উসবের ভিড়, সকাল থেকেই বিপুল সংখ্যক ভোটার নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রযােগ করতে লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েছেন।বড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল রিজিওন (বিটিআর)-এর অন্তর্গত কোকরাঝাড়, চিরাং, বাকসা, তামুলপুর এবং ওদালগুড়ি জেলা-এই পাঁচ জেলাজুড়ে আজ চলছে এই নির্বাচন। প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে শহরের প্রান্ত, সর্বত্রই যেন একটাই সুর-গণতন্ত্রের উৎসবে সক্রিয় অংশগ্রহণ। অনেক ভোটার সকাল সকাল এসে লাইনে দাঁড়িয়েছেন, যাতে প্রথমেই ভোট দিয়ে দিনভর অন্য কাজে মন দিতে পারেন। আবার কেউ কেউ পরিবারসহ ভোটকেন্দ্রে হাজির হয়ে ভোটদানের পাশাপাশি মিলিত আনন্দের আবহ তৈরি করেছেন।৪০ আসনের বিটিসি পরিষদে মোট ৩১৬ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। রাজনৈতিক লড়াইয়ের এই আঁচ ছড়িয়েছে ভোটারদের মধ্যেও। কোকরাঝাড় জেলায় এবার সবচেয়ে বেশি, প্রায় ১০০ জন প্রার্থী লড়াইয়ের ময়দানে। ওদালগুড়িতে প্রার্থী সংখ্যা ৬৮, চিরাংয়ে ৫৬, বাকসায় ৫২ এবং তামুলপুরে ৪০ জন। প্রার্থীর বিপুল সংখ্যা ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতার তীব্রতা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।এই নির্বাচনে ভোটার সংখ্যা মোট ২৬ লক্ষ ৫৭ হাজার ৯৩৭। প্রত্যেক ভোটারের হাতে রয়েছে বিটিসির আগামী পাঁচ বছরের ভাগ্য নির্ধারণের সুযোগ। রাজনৈতিক সমীকরণ, প্রার্থী বাছাই, দলের কৌশল-সব কিছুরই নিষ্পত্তি হবে আজকের এই ভোটদানে। ভোটের দিন শান্তিপূর্ণভাবে কাটানোর জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিশেষ প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। মোট ৩,৩৫৯টি বুথে চলছে ভোটগ্রহণ। প্রত্যেক বুথেই সুষ্ঠু ও অবাধ ভোটের জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সংবেদনশীল এলাকাগুলিতে বাড়তি বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে, যাতে কোনও অশান্তি বা বিঘ্ন ঘটতে না পারে। নিরাপত্তার চাদরে ঢাকা পুরো অঞ্চল, ফলে ভোটাররা নিশ্চিন্তে ভোট দিতে পারছেন। ভোটকেন্দ্গুলিতে সকাল থেকেই প্রবল ভিড় দেখা গেলেও সর্বত্রই শৃঙ্খলা বজায় রেখেছেন মানুষ। দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেও কারও মুখে বিরক্তি নয়, বরং ছিল আত্মবিশ্বাস আর ভোটদানের আনন্দ। যেন প্রতিটি নাগরিক মনে করছেন, তাঁদের একটি ভোটই বদলে দিতে পারে এলাকার রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক চিত্র।ভোটগ্রহণের প্রথম কয়েক ঘণ্টায় প্রবীণ ভোটার থেকে শুরু করে প্রথমবার ভোট দিতে আসা তরুণ-তরুণী পর্যন্ত সকলে উচ্ছ্বাসে ভরপুর। প্রবীণরা বলছেন, বহু প্রতীক্ষিত উন্নয়নের আশা তাঁরা রাখছেন নতুন পরিষদের কাছে। অন্যদিকে, তরুণ প্রজন্ম গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নিজেদের ভূমিকা রাখতে পেরে গর্বিত। দিন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভোটগ্রহণ আরও গতি পাবে বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা। সবমিলিয়ে, বিটিসি নির্বাচন আজ রূপ নিয়েছে এক গণতান্ত্রিক উৎসবে, যেখানে প্রত্যেকে তাঁদের দায়িত্ব পালন করতে গর্ববোধ করছেন।

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
HARIPAL DEVELOPMENT BLOCK
HARIPAL, HOOGHLY, PIN 712405
TENDER NOTICE

The Block Development officer, Haripal Development Block, Hooghly invites E-Tender in on percentage basis in the prescribed form for **Sixty Five (65) nos.** works vide **E-NIT No: 14/APAS/BDO/HPL/2025-2026 Dated 19/09/2025, 15/APAS/BDO/HPL/2025-2026 Dated 20/09/2025, & 16/APAS/BDO/HPL/2025-2026 Dated 22/09/2025**
For more information visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Block Development Officer
Haripal Development Block

Office of the MAHESHPUR GRAM PANCHAYAT, Birshibpur, Uluberia, Howrah
NOTICE INVITING e-TENDER

Encrypted electronic bids are hereby invited by the Pradhan on behalf of Maheshpur Gram Panchayat, Uluberia, Howrah from eligible bonafied contractors/agencies/ bidders vide NIT reference / memo no. **189/MGP, Dated :20.09.2025** at the jurisdiction area of Maheshpur Gram Panchayat within Uluberia-I Block, Howrah, W.B. Online Published Date & Bid Submission Start Date is **24.09.2025 at 10.00** and Last date for the online receipt of Tender is **14.10.2025 at 16:00.** Details will be available at the website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
PRODHAN
Maheshpur Gram Panchayat
Uluberia, Howrah.

উৎসবের সময়েও সমস্ত মানবিক পরিষেবা চব্বিশ ঘন্টা খোলা শান্তিনিকেতন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে

দেবর্ষি মজুমদার, বোলপুর, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ উৎসবের মরশুমে দুর্গাপুজোর প্রাকমুহূর্তে, যখন চারপাশে আনন্দ আর উচ্ছ্বাসের আবহ, তখনও সমাজের একটি বড় অংশে চিন্তার ছায়া রয়ে যায়-বিশেষ করে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া প্রসূতি মায়েদের জন্য। সেই দিকেই নজর দিল শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। আজ, সোমবার ২২ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হলো এক অভিনব উদ্যোগ। একটানা এক মাস ধরে, অর্থাৎ ২২ সেপ্টেম্বর থেকে একমাস পর্যন্ত, আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া প্রসূতি মায়েদের জন্য ইউএসজি সহ প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করা হবে মাত্র ২০০ টাকায়। সাধারণত এই ধরনের পরীক্ষার খরচ গড়পড়তা পরিবারের কাছে অনেক সময়ই একটি বড় বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এ উদ্যোগ নিঃসন্দেহে বহু মা এবং নবজাতকের সুস্থতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। হাসপাতালের সভাপতি মলয় পীট জানালেন, আমরা বিশ্বাস করি, মাতৃত্ব শুধুই এক নারীর নয়, পুরো পরিবারের, সমাজের এবং দেশের আশীর্বাদ। আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে যাতে কোনো মা ও শিশুর সুস্থতা বিঘ্নিত না হয়, তার জন্যই এই পদক্ষেপ। শুধু তাই নয়, আসন্ন উৎসবের সময়েও হাসপাতালের পরিষেবা চালু থাকবে নিরবচ্ছিন্নভাবে। ২১ সেপ্টেম্বর মহালয়া থেকে শুরু করে বিজয়া দশমী, অর্থাৎ ২ অক্টোবর পর্যন্ত, হাসপাতালের সমস্ত চিকিৎসা পরিষেবা, ওয়ার্ড, জরুরি বিভাগ, ল্যাবরেটরি, ফার্মেসি-সবই খোলা থাকবে সাধারণ মানুষের জন্য। ডাক্তার থেকে নার্স, টেকনিশিয়ান থেকে স্বাস্থ্যকর্মী-সকলেই ইতিমধ্যেই প্রস্তুত। মলয় বাবু জানান, উৎসবের সময়েও অসুস্থতা বা জরুরি পরিস্থিতি থেমে থাকে না। তাই আমাদের দায়িত্ব হলো, মানুষের পাশে দাঁড়ানো। আমরা চাই, মানুষ নিশ্চিন্ত মনে পুজো কাটান। স্থানীয় বাসিন্দাদের অনেকেই এই উদ্যোগকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। স্থানীয় এক গৃহবধূ বললেন, আমি গর্ভবতী। সাধারণত ইউএসজি করতে অনেক খরচ হয়। এখন এই সুযোগে আমি সহজেই পরীক্ষা করাতে পারব। সত্যিই বড়ো উপকার হলো। শুধু চিকিৎসা নয়, এই উদ্যোগের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে এক মানবিক বার্তা - যে কোনো প্রয়োজনে আমরা আছি আপনার পাশে। সমাজের দরিদ্রতম মানুষের কাছে চিকিৎসার অধিকার পৌঁছে দেওয়াই এ হাসপাতালের লক্ষ্য। আর সেই লক্ষ্যই দেবীপক্ষের এই পুণ্য সূত্রে এক নতুন তাৎপর্য এনে দিল। দুর্গাপুজো মানেই আনন্দ, আরাধনা। কিন্তু এর সঙ্গে যদি যুক্ত হয় সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ, তবে উৎসবের মানে আরও গভীর হয়। শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এই সামাজিক দায়বদ্ধতার নজির হয়তো আরও অনেক প্রতিষ্ঠানকে অনুপ্রাণিত করবে। পুজো শুধু আলো আর সাজসজ্জার নয়, বরং মানুষের মুখে হাসি ফোটানোরও। আর এই হাসি ফোটাতে যে প্রতিষ্ঠান নিঃশব্দে, নিষ্ঠায় কাজ করছে, তারা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবীদার।

জিএসটি সংস্কারের পরে অভিযোগ জানাতে নয়া পোর্টাল

নয়াদিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ জিএসটি-সম্পর্কিত অভিযোগ দায়ের করার জন্য একটি পোর্টাল চালু করা হয়েছে। জিএসটি সংস্কারের পরে নতুন হার, বিলিং এবং ছাড় সম্পর্কে অভিযোগকারী তাঁর অভিযোগ জমা দিতে পারেন। শারদীয়া নবরাত্রি থেকে নতুন জিএসটি হার কার্যকর হচ্ছে, যার ফলে শ্যাম্পু, সাবান, শিশুর পণ্য, জীবন ও স্বাস্থ্য বিমা এবং আরও অনেক নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সস্তা হবে। কেন্দ্রীয় সরকার সারা দেশে এক ব্যবস্থা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক জানিয়েছে, এর ফলে নতুন ব্যবস্থার অধীনে, জাতীয় গ্রাহক হেল্পলাইনের (https:consumerhelpline.gov.in) ইন্টিগ্রেটেড গ্রিভান্স রিড্রেসাল মেকানিজম (IGRAM) পোর্টালে জিএসটি-সম্পর্কিত অভিযোগ নথিভুক্ত করার জন্য একটি পৃথক বিভাগ তৈরি করা হয়েছে। এতে অটোমোবাইল, ব্যাঙ্কিং, এফএমজিসি এবং ই-কমার্সের মতো ক্ষেত্রগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে এমন উপ-বিভাগও রয়েছে।টোল-ফ্রি নম্বর ১৯১৫, এনসিএইচ অ্যাপ, ওয়েব পোর্টাল, হোয়াটসঅ্যাপ, এসএমএস, ইমেল, অথবা উমঙ্গ অ্যাপের মাধ্যমেও আপনার অভিযোগ নথিভুক্ত করতে পারেন। এই পরিষেবা হিন্দি, ইংরেজি, তামিল, বাংলা, গুজরাতি এবং অসমিয়া-সহ ১৭ টি আঞ্চলিক ভাষায় পাওয়া যাবে। আপনার অভিযোগ দায়ের করার পরে, আপনাকে একটি অনন্য ডকেট নম্বর দেওয়া হবে। সেটি আপনাকে আপনার অভিযোগের কী হল, তা বোঝা যাবে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil)/Br-VIII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :-

1. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/072/25/ 2025-2026/APAS
Name of work **: Improvement of Uttaran Passages and allied civil works at 45/2/1 & 45/4 Chakraberia Road (S) in Ward No.72. (APAS/01/159/173/0001).** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.1,54,505.76.** Earnest Money **: Rs.3,200.00.** Period of Completion **: 45 Days.**

2. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/072/26/ 2025-2026/APAS
Name of work **: Improvement of passage and allied civil works at 54/C Paddapukur Road in Ward No-72. (APAS/01/159/ 173/0003).** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.1,42,788.72.** Earnest Money **: Rs.3,000.00.** Period of Completion **: 30 Days.**

3. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/072/27/ 2025-2026/APAS
Name of work **: Renovation of Uttaran Toilet at 45/2/1 and 45/4 Chakraberia Road (S) in Ward No.72 . (APAS/01/159/173/0004).** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.1,79,401.06.** Earnest Money **: Rs.3,600.00.** Period of Completion **: 60 Days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 18.10.2025 - 5 p.m. (for Sl.No.1 to 3).** Date of opening of tender **: 25.10.2025 - 12 noon (for Sl.No. 1 to 3).** The bid forms and other details are available on and from **10.10.2025 - 12 noon (for Sl.No.1 to 3)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 3).**

The Executive Engineer (Civil)/Br-II, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :-

1. NIT No. : KMC/EE(C)/BR II/012/022/ 2025-2026
Name of work **: Renovation of IP and Paver Block surface at Aurovindo Sarani, Raja Dinendra Street and other different places in Ward No-12.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.4,49,456.58.** Earnest Money **: Rs.9,000.00.** Period of Completion **: 30 Days.**

2. NIT No. : KMC/EE(C)/BR II/015/18/ 2025-2026
Name of work **: Resctioning of Asphaltic Road surface and development of footpath from 229 Vivekananda Road to 245, Vivekananda Road in Ward No.15 under Borough-II, KMC.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.4,95,289.70.** Earnest Money **: Rs.9,950.00.** Period of Completion **: 45 Days.**

3. NIT No. : KMC/EE(C)/BR II/018/015/ 2025-2026
Name of work **: Restoration and repairing of paver block footpath & IP passages at Rabindra sarani, Tarak Chatterjee Lane, Abinash Kabiraj Street and others in Ward No.18 disturbed by CESC and Natural Wear and Tear.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.3,10,741.55.** Earnest Money **: Rs.6,250.00.** Period of Completion **: 30 Days.** Last date and time of submission of Bid **: 14.10.2025 upto 11 a.m. (for Sl.No.1 to 3).** Bid will be opened on **: 16.10.2025 at 11 a.m. (for Sl.No.1 to 3).** The bid forms and other details will be available on and from **23.09.2025 at 5 p.m. (for Sl.No.1 to 3)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 3).**

The Ex. Engineer (Civil), Borough-X, KMC invites online percentage rate e-tenders in two bid system for the following works :-

1. NIT No. : X/099/037/2025-2026
Name of work **: Restoration of Asphaltum Road surface distrubed by W.S. Dept. near Premises No.62B Jorabagan etc. in Ward-99, Br-X.** Estimated Value (including GST & CESS) **: Rs.2,98,938.99.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Time of Completion **: 90 Days.**

2. NIT No. : X/100/018/2025-2026
Name of work **: Maintenance of drainage system at different location of Ward-100, Br-X.** Estimated Value (including GST & CESS) **: Rs.1,99,636.60.** Earnest Money **: Rs.4,000.00.** Time of Completion **: 30 Days.** Last Date and Time of Submission of Bid **: 14.10.2025 - 12 noon (for Sl.No. 1 & 2).** Date and Time of Opening of Bid **: 16.10.2025 - 12 noon (for Sl.No.1 & 2).**

3. NIT No. : X/096/19/2025-2026 (2nd Call)
Name of work **: Maintenance of Asphaltum Road near Premises-169 Regent Estate, 3/63 Bijoygarh & different location etc. in Ward-096, Br-X.** Estimated Value (including GST & CESS) **: Rs.2,97,976.57.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Time of Completion **: 45 Days.**

4. NIT No. : X/096/21/2025-2026
Name of work **: Restoration of damaged sewer including restoration of under Bed of disturbed road infront of 8B Bus Stand in Ward No-096, Br-X.** Estimated Value (including GST & CESS) **: Rs.2,74,969.62.** Earnest Money **: Rs.5,500.00.** Time of Completion **: 30 Days.** Last Date and Time of Submission of Bid **: 15.10.2025 - 12 noon (for Sl.No. 3 & 4).** Date and Time of Opening of Bid **: 17.10.2025 - 12 noon (for Sl.No. 3 & 4).** The Bid forms and other details are available on and from **23.09.2025 from 5 p.m. (for Sl.No.1 to 4).** The website **https://etender.nic.in (for Sl.No.1 to 4).**

The Executive Engineer (Civil),Br-XV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid systems for the following works :-

1. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/140/055/ 2025-2026/APAS/18/02
Name of work **: Improvement of passage wtih allied works at Pre.No.Y-2/128, Satghara Road in Ward -140, Br-XV.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.2,14,275.01.** Earnest Money **: Rs.4,300.00.**

2. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/140/056/ 2025-2026/APAS/18/03
Name of work **: Improvement of drainage system at Pre.No.Y-2/131 Satghara Road in Ward-140, Br-XV.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.2,87,724.36.** Earnest Money **: Rs.5,800.00.**

3. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/140/058/ 2025-2026/APAS/19/03
Name of work **: Repairing work of passage at Y-2/117, Satghara Road in Ward No-140, Br-XV.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.2,66,641.23.** Earnest Money **: Rs.5,400.00.**

4. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/140/059/ 2025-2026/APAS/19/06
Name of work **: Maintenance work of passage with allied works at Y-2/115, Satghara Road in Ward No-140, Br-XV.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.2,89,696.29.** Earnest Money **: Rs.5,800.00.**

5. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/140/060/ 2025-2026/APAS/39/01
Name of work **: Repairing of passage at Pre.No.Y-2/101/26 Satghara bye lane in Ward No.140, Br-XV.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.4,18,175.69.** Earnest Money **: Rs.8,400.00.**

6. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/140/061/ 2025-2026/APAS/39/04
Name of work **: Repairing of passage at Pre.No.Y-2/101/2 Satghara bye lane in Ward No.140, Br-XV.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.3,11,836.82.** Earnest Money **: Rs.6,300.00.**

7. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/135/078/ 2025-2026/APAS/36/1
Name of work **: Renovation of surface drain and allied works at Kasaipara N/H/No.I-171 to I-148 in Ward No.135, Br-XV.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.4,97,011.07.** Earnest Money **: Rs.10,000.00.**

8. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/135/079/ 2025-2026/APAS/36/2
Name of work **: Repairing of paver block passage and allied works N/H/No. I-170 to I-151 & I-204/2 Kasaipara in Ward No-135, Br-XV.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.4,98,544.44.** Earnest Money **: Rs.10,000.00.**

9. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/133/064/ 2025-2026/APAS/82/02
Name of work **: Renovation of Hot Mix Road and drain at Akshay Kanan near Premises No.J-311/A in Ward No.133, Br-XV.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.4,10,057.23.** Earnest Money **: Rs.8,300.00.** Period of Completion **: 45 Days (for Sl.No.1 to 9).** Last Date and Time of submission of Bid **: 13.10.2025 - 11 a.m. (for Sl.No. 1 to 9).** Date of opening of tender **: 15.10.2025 - 11 a.m. (for Sl.No. 1 to 9).**

10. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/134/ 074/2025-2026/APAS/64/01
Name of work **: Raising of passage at Methor Para Lane near Premises No. J-12, J14, J13, J15 in Ward No.134, Br-XV.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.4,24,316.48.** Earnest Money **: Rs.8,500.00.**

11. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/134/ 077/2025-2026/APAS/20/02
Name of work **: Improvement of existing drainage system at G-228/I/A, G-228/3 Battikol 2nd Lane in Ward No-134, Br-XV.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.4,89,195.79.** Earnest Money **: Rs.9,800.00.**

12. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/134/ 076/2025-2026/APAS/20/01
Name of work **: Renovation of existing drain with allied works at G-235, G-233, G-234 & G-240 Battikol 2nd Lane in Ward No-134, Br-XV.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.4,48,113.86.** Earnest Money **: Rs.9,000.00.** Period of Completion **: 45 Days (for Sl.No. 10 to 12).**

13. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/139/ 066/2025-2026/APAS/123/3
Name of work **: Renovation of passage near V-104/3, Amtala Lane in Ward No.139, Br-XV.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.1,12,111.44.** Earnest Money **: Rs.2,300.00.** Period of Completion **: 30 Days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 14.10.2025 - 11 a.m. (for Sl.No.10 to 13).** Date of opening of tender **: 16.10.2025 - 11 a.m. (for Sl.No.10 to 13).** The bid forms and other details are available on and from **25.09.2025 - 5 p.m. (for Sl.No. 1 to 13)** from the website **https:// wbtenders.gov.in (for Sl.No.1 to 13).**

The Ex. Engineer (Civil)/Br-XIV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :-

1. NIT No. : KMC/XIV/127/041/25-26/ US (1st Call)
Name of work **: Dev. of CC pavement at K.D. Link Raod slum area near Pre.No.44/3/35, 45/2/12 and 45/2/14 etc. in Ward No.127.** Work Value **: Rs.2,96,847.46.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 14 Days.** Last date of Submission of Bid **: 13.10.2025 upto 11 a.m.** Tender will be opened on **: 15.10.2025 - 11 a.m.**

2. NIT No. : KMC/XIV/132/024/25-26/R (1st Call)
Name of work **: Development of Bituminous Raod at Sagar Manna Road bye lane near Pr.No.1, 27, etc. in Ward No-132.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS) **: Rs.3,13,842.30.** Earnest Money **: Rs.6,500.00.** Period of Completion **: 25 Days.**

3. NIT No. : KMC/XIV/132/025/25-26/R (1st Call)
Name of work **: Improvement of C.C. passage/Footpath at Upen Banerjee Road bye lane near Pr.No.5A, 33, etc. in Ward No.132.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS) **: Rs.2,96,833.17.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 25 Days.**

4. NIT No. : KMC/XIV/132/027/25-26/U.S (1st Call)
Name of work **: Maintenance of bustee sanitary latrines at different places of 51 No. Bustee, Pathak Para Bustee, etc. in Ward No.132.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS) **: Rs.4,95,909.13.** Earnest Money **: Rs.10,000.00.** Period of Completion **: 25 Days.**

5. NIT No. : KMC/XIV/132/045/25-26/R (1st Call)
Name of work **: Maintenance of Concrete passage/footpath at U.B. Road bye lane near Pr.No.49/314, 131, etc. in Ward No.132.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS) **: Rs.2,97,869.59.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 25 Days.** Last date of Submission of Bid **: 11.10.2025 upto 11 a.m. (for Sl.No.2 to 5).** Tender will be opened on **: 13.10.2025 - 11 a.m. (for Sl.No. 2 to 5).** The bid forms and other details are available on and from **23.09.2025 from 5 p.m. (for Sl.No. 1 to 5)** from the website **https:// etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 5).**

1132 / 25-26

৪৬টি উৎসব স্পেশাল ট্রেন চালাবে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল

মালিগাঁও, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল আসন্ন পূজা, দীপাবলি এবং ছট উৎসবে বিভিন্ন রুটে বেশ কয়েকটি উৎসব বিশেষ ট্রেন চালানোর বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। এই ট্রেনগুলি উৎসবের মরশুমে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভ্রমণ সুবিধা প্রদান করবে। বিশেষ ট্রেনগুলি কাটিহার, সোনপুর, দৌরাম মাধেপুরা, মনিহারি, আগরতলা, ধর্মনগর, নিউ তিনসুকিয়া, এসএমভিটি বেঙ্গালুরু, অমৃতসর, নিউ জলপাইগুড়ি, গোমতি নগর, কিষাণগঞ্জ, নারকাটিয়াগঞ্জ, পাটনা, ডিব্রুগড়, গোরখপুর, শিলচর, নাহরলগুন, কলকাতা এবং গুয়াহাটির মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিকে সংযুক্ত করবে। পরিষেবাগুলি সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর ২০২৫-এর মধ্যে বিজ্ঞপ্তিকৃত সময়সূচী অনুসারে দৈনিক, সাপ্তাহিক এবং ত্রি-সাপ্তাহিক ভিত্তিতে চলবে। অতিরিক্তভাবে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল অন্যান্য জোনাল রেলওয়ের মালিকানাধীন ট্রেন পরিচালনার মাধ্যমে যাত্রীদের চলাচলের সুবিধা প্রদান করবে। এর মধ্যে মুম্বাই - কাটিহার, বেঙ্গালুরু - নারেঙ্গি, চরলাপল্লি - নাহরলগুন, শালিমার - রঙাপারা নর্থ, আগ্রা ক্যান্ট - যোগবানী, কলকাতা - নিউ জলপাইগুড়ি, হাওড়া - লামডিং, আনন্দ বিহার - যোগবানী এবং অন্যান্য পরিষেবা রয়েছে। উসবের মরশুমে মোট ২৩ জোড়া (৪৬টি ট্রেন) চলাচল করবে।

s-N.I.T. No.- WBIW/EE/ MEDM/s-N.I.T.-03/2025-26

On behalf of the Governor of W.B. the Executive Engineer, Mechanical & Electrical Division, Midnapore invites offline tender for One (01) no. Electrical Work (Emergent Restoration Work). Last date of application for tender is **24.09.2025 UP TO 03:30 PM**. Detailed information is available from the office of the undersigned and departmental website **www.wbiwd.gov.in.**

Sd/- A.K. Ghosh.
Executive Engineer
Mechanical & Electrical Division, Midnapore
Khasjungle, P.O-Abas, District- Paschim Medinipur.

পুজোর শাড়ি তুলে দিলেন বিধায়ক

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ আসন্ন দুর্গাপুজো উপলক্ষে দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাসের পক্ষ থেকে সোমবার রথতলায় এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এলাকার ৩৫টি ওয়ার্ড থেকে প্রায় ১৫ হাজার মহিলাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁদের হাতে পুজোর উপহারস্বরূপ শাড়ি তুলে দেন বিধায়ক। প্রতিবছরই খোকন দাস পুজোর আগে এলাকার গরিব ও অসহায় মানুষের হাতে বস্ত্র প্রদান করে থাকেন। এবছর সেই সংখ্যাটা আরও বাড়িয়ে অধিক সংখ্যক মহিলার হাতে তিনি এই উপহার তুলে দিলেন। বিধায়ক জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায়ই এই কর্মসূচি আয়োজিত হচ্ছে। তাঁর কথায়, মুখ্যমন্ত্রী যেমন বারবার বলে থাকেন উৎসব সবার জন্য, আমরা সেই বার্তা মাথায় রেখে চেষ্টা করছি যাতে এলাকার প্রত্যেকটি মানুষ পুজোর আনন্দে শামিল হতে পারেন। যারা আর্থিক কারণে নতুন পোশাক কিনতে পারেন না, তাঁদের হাতেই আমরা এই উপহার তুলে দিচ্ছি। অনুষ্ঠানে বিশাল জনসমাগম লক্ষ্য করা যায় এবং সকলেই বিধাযকের এই মানবিক উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। এলাকার মানুষ জানিয়েছেন, খোকন দাস সারা বছরই উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। সম্প্রতি তিনি রাত্রিকালীন খাবারের বিশেষ প্রকল্প চালু করেছেন, যেখানে বয়স্ক মানুষদের বাড়ি বাড়ি খাবার পৌঁছে দেওয়া হয়। পাশাপাশি এলাকায় ছোটদের জন্য কম্পিউটার সেন্টার খোলার পরিকল্পনাও চলছে। আজকের অনুষ্ঠানে একযোগে ১৫ হাজার মহিলার হাতে শাড়ি তুলে দেওয়া হওয়ায় গোটা এলাকায় আনন্দের আবহ তৈরি হয়েছে।

RASIDPUR GRAM PANCHAYAT
Vill.+PO. Rasidpur, Dist.- Hooghly, Pin-712408
Notice Inviting e-Tender

Rasidpur Gram Panchayat invites e-Tender vide **N.I.T. No.:- 338/25 dated:- 18.09.2025**. Last date of submission of Bid is **25.09.2025**. The details of the e-Tender are available on the website **https:// wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Rasidpur Gram Panchayat

OFFICE OF THE
BANUPUR-1 GRAM PANCHAYAT
Tender Notice
POST: BANIPUR, P.S.: SANKRAIL, DIST.: HOWRAH
E-mail: banupur1gp@gmail.com

Banupur-I Gram Panchayat has invited Twenty (20) No of eNit for APAS Scheme Vide NIT No: **Banu-1/eNit/497-500** on **dt-22/09/2025** for year 2025-2026, Scheduled to be open on **14/10/2025 (at 10 AM)** and last date of bid Submission is on **12/10/2025**. For more details please visit on :- **https://wbetenders.gov.in**

Sd/-Prodhan
Banupur-1 Gram Panchayat

Chakpara Anandanagar Gram Panchayat
Bhattanagar, Liluah, Howrah
NOTICE INVITING e-TENDER

e-Tender are hereby invited from the experienced, bonafied and resourceful bidders for **05 Nos.** different works vide **E-NIT NO - 340/CAGP/2025, Date: 22/09/2025**. Bid submission start date : **22/ 09/2025 from 18:00 Hrs**. Bid submission end date : **08/10/2025 up to 18:00 Hrs**. Bid opening date for Technical : **10/10/2025 at 10:30 Hrs.** and Financial : **12/10/2025 at 14.00 Hrs**. Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.

Sd/- Pradhan
Chakpara Anandanagar Gram Panchayat

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমরা ১) জয়ন্ত সরকার, ২) সুব্রত সরকার উভয়ের পিতা-মৃত ভোলা সরকার সাং ও পোষ্ট-বীরনগর, থানা- তাহেরপুর, জেলা- নদীয়া, রাজ্য-পঃ বঃ স্থায়ী বাসিন্দা। বিগত ইং-১৯-০৭-২০১৯ ও ১৮-১০-২০১৯ তারিখে রানাঘাট-১ অফিসের রেজিষ্ট্রীকৃত IV 162, 163, 260 নম্বর আমমোক্তারনামা দলিল বলে তপন দাস, নারায়ন দাস, শম্ভু দাস, ভবানী মন্ডল দের নিকট হইতে J.L-১৯ নম্বর বীরনগর মৌজায় L.R দাগ নম্বর-3679, 3681 L.R খতিয়ান নম্বর 913, 2988, 1314, 3136 গুলিতে আমমোক্তার নিযুক্ত হয়ে উক্ত দাগগুলিতে আমরা তাহাদের পক্ষে হয়ে সম্পত্তি বিক্রি করছি, সেই সম্পত্তি ক্রেতার নামে রেকর্ড হলে কারো কোন আপত্তি থাকিলে উপযুক্ত নথি সহ রাণাঘাট-১ B.L&L.RO ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই-এফআরপি-এসআইজি-ইউনিট-২৫-২৬, তারিখ ১৯.০৯.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক টেন্ডার নং এসডিএসটিই-এফআরপি-এসআইজি-ইউনিট-২৫-২৬-এর পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। দরপ্রস্তাবদাতাগণ কেবলমাত্র বন্ধের তারিখ ও সময় পর্যন্ত তাঁদের প্রকৃত/সংশোধিত প্রস্তাব দাখিল করতে পারবেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এইরূপ হাতেহাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না। **কাজের নামঃ কাজের নাম ঃ** মেটালিক সিগন্যাল ইউনিটের স্থানে আরডিএসও স্পেসিফিকেশন অনুসারে এফআরপি সিগন্যাল ইউনিটের ব্যবস্থা করার কাজ। **দরপ্রস্তাব প্রদান পদ্ধতি ঃ** সিঙ্গল প্যাকেট। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ৩,৩০,৩২,৬৮৪ টাকা। **বায়না অর্থ/দরপ্রস্তাব জামিন ঃ** ৩,১৫,২০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ৯ মাস। **টেন্ডার আপলোডের তারিখ ও সময় ঃ** ১৯.০৯.২০২৫ সন্ধে ৬টা ০১ মিনিটে। **প্রস্তাবের বৈধতা ঃ** ৬০ দিন। **দরপ্রস্তাব প্রদান শুরু ঃ** ৩০.০৯.২০২৫। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৪.১০.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে। বিশদ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে।

HWH-306/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তো একটা ছোট্ট সুতোয় বাঁধ | মহাকাশ স্টেশনে অদ্ভুত পরিবেশ

আমাদের সব কথা শুনছে ওরা, ভিনগ্রহীদের গতিবিধি নিয়ে সতর্কবাণী নাসার

ভিনগ্রহী বা এলিয়েনদের সঙ্গে পৃথিবীবাসীর যোগাযোগের এমন কোনও তথ্য হাতে আসে নি বিজ্ঞানীদের। সম্পূর্নটাই কল্পবিজ্ঞান। এখনও পর্যন্ত বাস্তবে তা ঘটেছে বলে অন্তত প্রমাণ নেই। কিন্তু এত বড় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তো একটা ছোট্ট সুতোয় বাঁধা। সংযোগ তো আছেই

কোনও না কোনওভাবে। তাই বাস্তব প্রমাণ না থাকলেও বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা, এলিয়েন বা ভিনগ্রহীরা ঠিক সংকেত বুঝে আমাদের কথা আড়ি পেতে শুনছে। সম্প্রতি নাসার জেট প্রোপালশন ল্যাবরেটরির সঙ্গে পেনসিলভ্যানিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির যৌথ গবেষণা থেকে বিজ্ঞানীদের দাবি, কৃত্রিম উপগ্রহে পাঠানো কিছু কিছু সংকেত নাকি হারিয়ে যাচ্ছে। তারা মহাশূন্যে ভেসে চলে যাচ্ছে অনন্তের দিকে। আর এসব এলিয়েনদেরই নাকি কাজ। তারা ' করে পৃথিবীবাসীর গোপন বার্তা পড়ে ফেলছে। আমেরিকার জ্যোতির্বিজ্ঞানের ছাত্র পিনচেন ফ্যানের কথায়, মানুষ তো ভিনগ্রহ বিশেষত মঙ্গল নিয়ে গবেষণা করছে। অর্থাৎ আমরাও ভিনগ্রহীদের বার্তা পাঠাতে চাইছি। কিন্তু সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে, মঙ্গলে পাঠানো আমাদের সমস্ত বার্তা সেখানে পৌঁছচ্ছে না। কোনও এক সুদূরের যান তা আটকে দিচ্ছে। এটা তখনই সম্ভব, যখন কোনও পৃথিবীর এবং সৌরজগতের বাইরে কোনও কিছু একসূত্রে বাঁধা থাকে। আর এটাই আমাদের ভাবতে বাধ্য করছে যে, পৃথিবীর আশপাশেই এমন কোনও ভিনগ্রহ আছে কিনা, যারা আমাদের বিভিন্ন সংকেত কান পেতে শুনছে এবং বুঝতে চাইছে। বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, পৃথিবীর নিকটবর্তীই কোনও শক্তিশালী ভিনগ্রহের বাসিন্দারা নিজেদের বুদ্ধির জোর সেসব সংকেত বুঝতে চাইছে। উলটোদিকে, পৃথিবীবাসীও তাদের জন্য কিছু কিছু সংকেত পাঠাচ্ছে।

নাসা ও পেনসিলভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, অন্তত ২০ বছর ধরে ভিনগ্রহী বা এলিয়েনদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চলছে। বিশেষত প্রতিবেশী মঙ্গলের বাসিন্দা কারা, সে বিষয়ে বেশি আগ্রহ আমাদের। পৃথিবী ও মঙ্গলের অবস্থানগত সাদৃশ্যের কারণে সেখান থেকে উভয়ের মধ্যে সংকেত বিনিময়ের বিষয়টি নিয়ে গবেষণা চলছে। গবেষক ফ্যানের মতে, ভিন্ন সৌরজগতের সঙ্গে এহেন আদানপ্রদানের বিষয়টি বেশ কঠিন।

রাত্তিরেতে বেজায় রোদ! মহাকাশ স্টেশনে অদ্ভুত পরিবেশ কেন? ব্যাখ্যা দিলেন শুভাংশু

সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত হয় স্বাভাবিক নিয়মেই। কিন্তু সূর্যাস্তের পরও আকাশটা আলোয় ভরে থাকে। মহাশূন্য থেকে রাতও আলোকিত দেখায়। কিন্তু কেন আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন থেকে রোদেলা রাত্তির দেখা যায়? তার ব্যাখ্যা দিলেন সদ্য স্পেস স্টেশনে ১৪ দিন কাটিয়ে ফেরা ভারতীয় বায়ুসেনার গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লা। জানালেন, মহাকাশ স্টেশনের কক্ষপথের কৌণিক অবস্থান এর মূল কারণ।অ্যাক্সিয়ম-৪ মিশনের অংশ হয়ে সপ্তাদুয়েক আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশনে কাটিয়ে এসেছেন শুভাংশু শুক্লা। এখন সেসব দিনের কথা ধীরে ধীরে প্রকাশ্যে আনছেন তিনি।

সেখানেই ব্যাখ্যা করলেন স্পেস স্টেশন থেকে কেন সূর্যাস্তের পরও আলো দেখা যায়। আসল কারণ হল এর অবস্থান। শুভাংশুর ব্যাখ্যা, পৃথিবী ও সূর্য সাপেক্ষে মহাকাশ স্টেশন এমন এক কৌণিক অবস্থানে রয়েছে, তাতে সর্বদাই সূর্যের বিচ্ছুরণ দৃশ্যমান হয়। ঠিক যেমনটা হয় অত্যন্ত উচ্চ অক্ষরেখা সংলগ্ন এলাকায়, সূর্য যেন অস্তাচলে গিয়েও নিজের অস্তিত্ব জানান দেয়। নিজের এক্স হ্যান্ডলে একটি ভিডিও পোস্ট করে তিনি জানাচ্ছেন, সূর্য এবং স্পেস স্টেশনের কক্ষপথের 'বিটা অ্যাঙ্গল'ই এর কারণ। যখন বিটার কৌণিক অবস্থান শূন্য ডিগ্রি, তখন স্পেস স্টেশনের অর্ধেকটা সূর্যালোকের আওতায় আসে। আর সেই অবস্থান ৯০ ডিগ্রি হলে সেখানে সর্বক্ষণ সূর্যস্নানের মতো পরিস্থিতি।তাঁর পোস্ট করা ভিডিওতে ৯০ ডিগ্রি কৌণিক অবস্থানে কীভাবে স্পেস স্টেশন সর্বদা আলোকিত হয়ে থাকে। তাঁর ব্যাখ্যা, যে সময় তাঁরা স্পেস স্টেশনে ছিলেন তখন তার অবস্থান ছিল বেশ জটিল। ৬০ ও ৯০ ডিগ্রির মাঝামাঝি। একে বিজ্ঞানের পরিভাষায় 'হাই বিটা অ্যাঙ্গল' বলে, যখন তির্যকভাবে সূর্যের আলো পড়ে। তবে শুধু আলোকিতই নয়, তীব্র সূর্যরশ্মির তেজ থেকে স্পেস স্টেশনকে আড়াল করা যায় না। আর অতিরিক্ত তাপের কারণে নভশ্চরদের গতিবিধি সীমিত হয়ে যায়। স্পেস স্টেশনের ঘূর্ণনের সঙ্গে সূর্যের প্রতিফলন এভাবেই বদলে বদলে যায়। আসলে শুভাংশুরা অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং সময়ে স্পেস স্টেশনে ছিলেন।

স্থানীয়দের অভিযোগ, উপার্জনের লক্ষ্য নদীতে বিষ মিশিয়ে মাছ মারছে অসাধু ব্যবসায়ীরা

বর্ষায় জলে পরিপূর্ণ থাকে ডুয়ার্সের নদী ও ঝোড়া। ফলে মাছ ধরা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। সেই কারণে মাছ ধরতে বেআইনি কৌশলকে কাজে লাগাচ্ছে অসাধু চক্র বলে অভিযোগ তোলা হচ্ছে। অভিযোগ উঠছে, যে নদীতে মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে বিষ। ফলে কয়েকঘণ্টার মধ্যেই ভেসে উঠছে মরা মাছ। সম্প্রতি মালব্লকের দক্ষিণ ওদলাবাড়ির শান্তি কলোনির পাশ দিয়ে বয়ে চলা পোয়াতি ঝোড়ায় দেখা যায় সেই দৃশ্য। যা দেখে রীতিমতো আঁতকে উঠেছেন স্থানীয় মানুষজন। স্থানীয়রা অভিযোগ জানিয়ে বলছেন, ভোর থেকেই নদীতে প্রচুর মাছ ভেসে উঠতে দেখা যাচ্ছে। সেই মাছ স্থানীয়রা দ্রুত বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দিচ্ছে। নদীতে বিষ প্রয়োগের ফলে পরিবেশ, জলজ প্রাণী ও মানুষের স্বাস্থ্য বিপদের মুখে। এলাকার ক বাসিন্দা বলেন, প্রতি বছর বর্ষাকালে কিছু অসাধু মানুষ নদীতে বিষ মিশিয়ে মাছ ধরে। এতে শুধু মাছ নয়, পোকামাকড়ও মারা যাচ্ছে। এই নদীর জল গবাদি পশু পান করে এবং শিশুরা নদীতে স্নান করে। ফলে তারা পেটের সমস্যায় ভুগছে। বিষাক্ত মাছ বাজারে বিক্রি হওয়ায় সাধারণ মানুষের শরীরেও

এর ক্ষতিকর প্রভাব প।ছে।মালবাজারের অন্য এক বাসিন্দা বলেন, যারা একাজ করছে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিক গ্রাম পঞ্চায়েত বা প্রশাসন। এমনিতে নদীগুলোতে নদীয়ালি মাছ খুব কম পাওয়া যায়। তারওপর এভাবে বেআইনি কাজ যারা করছে তাঁদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। ওদলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের মৌমিতা ঘোষ বলেন, আমি এই ঘটনার বিষয়ে শুনেছি। পরিস্কার কোনও খবর আমার কাছে নেই। যদি হয়ে থাকে তবে এটা সম্পূর্ণ বেআইনি কাজ। প্রশাসনকে জানানো হবে। এই নদীর জল জঙ্গলের ভেতর দিয়েও প্রবাহিত হয়, ফলে বন্যপ্রাণীরাও এই জল খায়। এতে তাদেরও ক্ষতি হচ্ছে। কারা এই কাজ করছে, তা খুঁজে বের করার চেষ্টা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

প্রান্তিক ও অসহায় মানুষদের নতুন বস্ত্র সামগ্রী প্রদান

সৌরভ দত্ত, কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ মানুষ বড় কাঁদছে, তুমি মানুষ হয়ে মানুষের মানুষের পাশে দাঁড়াও, এই ব্রত নিয়ে ন-পাড়া বিবেকানন্দ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সদস্যরা মহালয়ের আগের দিনশহরের বিভিন্ন প্রান্তের প্রান্তিক ও অসহায় ৪০০ জন মানুষের হাতে নতুন বস্ত্র সামগ্রী ও খাদ্যদ্রব্য তুলে দিলেন। উপহার তুলে দিয়ে দেবীপক্ষের আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার চেষ্টা করেন সংগঠনের সদস্যরা। তাদের বক্তব্য, দুর্গোৎসবের প্রকৃত আনন্দ সবার সাথে মিলেই উদযাপন করা যায় বিশেষ করে সমাজের সেই মানুষদের সাথে, যাদের জীবন প্রতিনিয়ত সংগ্রামে ভরা। সংগঠনের কার্য্যকরী সদস্য শুভ্রারাংশু বসু জানান, প্রত্যেক বছর আমাদের দুর্গোৎসবের সূচনা হয় প্রান্তিক মানুষের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়ার মাধ্যমে। বিশেষ করে ছোট ছোট শিশুদের হাতে নতুন জামা দেওয়ার পর যে নিষ্পাপ হাসি ফুটে ওঠে, তার কোনো তুলনা হয় না। শিশুরাও জানে, আমরা প্রতিবছর তাদের নতুন জামা নিয়ে আসব-এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। এছাড়া সংগঠনের সভাপতি সংগ্রাম বিশ্বাস বলেন, এই বছর ডিসেম্বরে আমাদের সংগঠন ২৫ বছর পূর্ণ করবে। সেই উপলক্ষে নানারকম সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে, যেখানে সমাজকল্যাণমূলক নানা উদ্যোগকে সামনে আনা হবে।এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সম্পাদক রাজু সোম, ডা. প্রসেনজিৎ সাহা, সুধীর বিশ্বাস, কিরণময় দাস, নবকুমার দাস, আশুতোষ জানা, অধীর দাস, স্বপন দাস, সুবীর সামন্ত, বিশ্বজি বেরা, প্রতীক দে ও সঙ্গীতা বিশ্বাস দে প্রমুখ।

করোনাকালে চিনের মুখোশ খুলেছিলেন, জিনপিংয়ের রোষে জেলবন্দি সেই সাংবাদিক

২২ সেসপ্টেম্বর ঃ করোনার অতিমারির সময়ে চিনের মুখোশ খুলে দিয়েছিলেন এক সাংবাদিক। জিনপিং প্রশাসনকে কার্যত নগ্ন করেছিলেন বিশ্বের সামনে। তার ফল আজ ভুগতে হচ্ছে চিনা সাংবাদিক ঝাং ঝানকে। চার বছরের শাস্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ফের জেলবন্দি করা হল তাঁকে। ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর সরব হয়েছে গোটা বিশ্ব। অবিলম্বে ওই সাংবাদিকের মুক্তির দাবিতে সরব খোদ রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার কমিশন।

দাবি করা হয়, ২০১৯ সালের শেষের দিকে বিশ্বের মধ্যে প্রথম করোনার ভাইরাসের আবির্ভাব ঘটেছিল চিনের উহান প্রদেশে। সেই সময়ে এই অতিমারির ভয়াবহতা প্রকাশ্যে আনেন সাংবাদিক ঝাং ঝান। উহানের জনশূন্য রাস্তাঘাট ও রোগীর ভিড়ে উপচে পড়া হাসপাতালের ছবি সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন তিনি। ওই সাংবাদিকের প্রতিবেদন রাতারাতি বিশ্বের নজর কেড়ে নেয়। এরপরই দাঁত-নখ বের করে জিনপিং প্রশাসন। কার্যত বন্ধ করে দেওয়া হয় চিনের সমস্ত সংবাদপত্র। ২০২০ সালে ঝাংকে দেশে হিংসা ও দাঙ্গা ছড়ানোর অভিযোগে গ্রেপ্তার করে ৪ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। সেই সময়ে জেলে অনশন শুরু করেছিলেন সাংবাদিক। তবে অনশন ভাঙতে তাঁর হাত-পা বেঁধে গ্যাস্ট্রিক টিউবের মাধ্যমে খেতে বাধ্য করে চিন সরকার। ৪ বছর জেল খাটার পর সম্প্রতি মুক্তি দেওয়া হয়েছিল ঝাংকে।

তবে ঝাং জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার মাত্র ৩ মাস পর ফের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাঁকে। অভিযোগ একই, দাঙ্গা ও হিংসা ছড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন ঝাং। নতুন করে সাংহাই আদালতে তাঁর বিচারপ্রক্রিয়া চলছে বলে জানা গিয়েছে। তবে সেই মামলার শুনানিতে ইউরোপীয় এবং উত্তর আমেরিকার কূটনীতিকদেরও নথিপত্র নিয়ে প্রবেশে বাধা দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনার নিন্দায় সরব হয়েছে মানবাধিকার সংগঠনগুলি। এই ঘটনাকে 'রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস' বলে তোপ দেগেছে। দাবি করা হয়েছে, ওই সাংবাদিকের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তোলা হয়েছে তা ভিত্তিহীন। অবিলম্বে তাঁকে মুক্তি দেওয়ার দাবি জানিয়েছে রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার সংগঠন।

বাগরাম ফেরত চাওয়া ট্রাম্পকে তোপ তালিবানের

২২ সেপ্টেম্বর ঃ দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর ২০২১ সালে আফগানিস্তান ছেড়েছিল মার্কিন সেনা। তবে মাত্র ৪ বছরের ব্যবধানে ফের কাবুলিওলার দেশের দখল চান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প! যদিও মার্কিন প্রেসিডেন্টের এহেন আবদারকে মোটেই পাত্তা দিচ্ছে না তালিবান। তাদের প্রতিরক্ষা বিভাগের তরফে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, আফগানিস্তানের মাটির এক ইঞ্চি নিয়েও কোনও সমঝোতা হবে না। পরে একই কথা জানানো হয় এক সরকারি বিবৃতির মাধ্যমে। গত বৃহস্পতিবার ট্রাম্প প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছিল, ডোনাল্ড ট্রাম্প দীর্ঘদিন ধরে চান আফগানিস্তানের বাগরাম বায়ুসেনা ঘাঁটি ফেরত পেতে। ট্রাম্পের দাবি অনুযায়ী, চিনের আধিপত্য রুখতে কূটনৈতিক দিক কূটনৈতিক দিক থেকে এই ঘাঁটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা তালিবানকে বিনামূল্যে এই বিমানঘাঁটি বিলিয়ে এসেছি। আফগানিস্তানে ফেলে আসা প্রতিটি জিনিস আবার আমাদের বুঝে নেওয়া উচিত।ট্রাম্প আরও জানান, এই বায়ুসেনা ঘাঁটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় ঘাঁটি এর রানওয়ের দৈর্ঘ্য ৩৬০০ মিটার। কার্গো বিমান থেকে সমস্ত বোমারু বিমান এখানে অবতরণ করতে পারে।

ভারতীয়দের আমেরিকায় ফেরা আটকাতে নয়া পন্থা 'মাগা' সমর্থকদের

২২ সেপ্টেম্বর ঃ প্রোজেক্ট 'ফায়ার ওয়ালে' ভারতীয়দের 'মার্কিন স্বপ্নে' বিরাট আঘাত হেনেছেন ট্রাম্প। বাড়িয়ে দিয়েছেন H1B ভিসার দাম। মার্কিন নাগরিকদের অন্ন বাঁচাতেই নাকি এই পদক্ষেপ।

Name Change
I AKHER ALI SK S/O SADAR ALI SK MY NAME HASBEEN RECORDED IN MY AADHAR CARD AS AKER ALI SEKH AFFIDAVIT BY JUDICIAL MAGISTRATE KRISHNAGAR COURT ON 18/7/25 AKHER ALI SK AND AKER ALI SEKH IS SAME PERSON MY D. O.B RECORDED IN MY AADHAR CARD AS 24-5-1993- MY ACTUAL D. O. B. IS 1.1.1993 R/O VILL MAHATPUR P.S CHAPRA DIST - NADIA.

Name Change
I DEEPA RAI, D/O-KARNA BAHADUR RAI, RESIDING AT VILL-WASHABARI TEA GARDEN, P.S-MAL DIST JALPAIGURI PIN NO-734501 AFFIDAVIT BY JUDICIAL MAGISTRATE ALIPUR COURT ON-15/4/2024. I WAS CONVERT MY RELIGION FROM HINDU TO MUSLIM IN MY OWN CONSENT. I DEEPA RAI AND RABIYA SULTANA IS SAME AND ONE IDENTICAL PERSON, MY PRESENT NAME IS RABIYA SULTANA. PRESENTLY RESEDING AT VILL - SUDHAKARPUR, P.O-GOTEPARA, P. S-NAKASHI-PARA, DEST-NADIA, PIN NO-741126

Name Change
I, MUNSI AMIRUZZAMAN S/O- Aabdur Rahaman @ Adbur Rahaman @ Adur Rahaman Munshi resident Vill-Rajoor, P.O. + P.S.- Rajoor, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN - 713129, shall henceforth be known as 'AMIRUZ ZAMAN' vide an affidavit before the Notary Public at Bolpur on 02/09/2025. That Munsi Amiruzzaman and Amiruz Zaman both are same and one identical person.

Name Change
I RAMJAN SEKH S/O ASAN SEKH MY NAME HAS BEEN RECORDED IN MY PASSPORT AS RAMJAN SHAIKH AFFIDAVIT BY EXECUTIVE MAGISTRATE KRISHNAGAR COURT ON 9/9/2025 RAMJAN SEKH AND RAMJAN SHAIKH IS SAME PERSON R/O VILL+ P.O-MAHAT PUR P.S CHAPRA NADIA MY ACTUAL NAME IS RAMJAN SEKH

Name Change
I, SK Abul Hossain, S/O- SK Abul Kalam, resident of Vill- Kshetia, P.O.- Kshetia, P.S.- Dewandighi, Dist-Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713102, that my daughter name is wrongly written as 'AFIYAT HOSSAIN' in the PASSPORT, but actual/correct Name is 'AFIYAT SULTANA' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 10/09/2025. That AFIYAT HOSSAIN and AFIYAT SULTANA is the same and one identical person.

Name Change
I, Ranjit Kr Ghosh & Ranjit Kumar Ghosh (Old Name) S/O– Makhan Ghosh resident Vill- Beleyati, Po-Nawpara, Ps-Ranaghat Dist-Nadia, West Bengal, Pin- 741255 do hereby declared that I have changed my name from Ranjit Kr Ghosh & Ranjit Kumar Ghosh to Ranjit Ghosh and henceforth I shall be known as Ranjit Ghosh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 10/09/2025. My name Ranjit Ghosh (new name) & (old name) Ranjit Kr Ghosh & Ranjit Kumar Ghosh both are same and one identical person.

Name Change
I, ARUNDHATI SEN Alias ARUNDHATI DASGUPTA W/O ANIRUDDHA DAS GUPTA Residing at Flat II-1A, Devaloke De Casa, Green Park, Netaji Sporting Club Kamalgazi, Kolkata-700103, West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as ARUNDHATI SEN DASGUPTA as declared before the Notary Public at Alipore, Dis-South 24 Parganas vide affidavit dated 12-03-2010. ARUNDHATI SEN Alias ARUNDHATI DASGUPTA and ARUNDHATI SEN DASGUPTA all are same and identical person.

Name Change
I, Nachhima Khatun (old name) wife of Upajjel Mondal, residing at Vill: Meherpur, P.O – Mediahat, P.S – Gopalnagar, Dist: North 24 Parganas, Pin: 743262, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Najima Bibi (new name) as declared before the Ld. 1st Class Addl. Chief Judicial Magistrate at Bongaon, North 24 Parganas, vide affidavit No. 8892 dated 12/08/2025. Nachhima Khatun and Najima Bibi both are same and one identical person.

Name Change
I, PRAKASH VYAS (OLD NAME), SON OF LATE RAMESH CHANDRA VYAS,RESIDING AT F/NO-B/3A, 2 ND FLOOR, 14 SRIBASH DUTTA 1ST BYE LANE, HOWRAH-711101,WEST BENGAL, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRAKASH CHANDRA VYAS (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/09/2025.PRAKASH VYAS AND PRAKASH CHANDRA VYAS BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, RAJVI PRAKASH VYAS (OLD NAME), DAUGHTER OF PRAKASH CHANDRA VYAS, RESIDING AT F/NO-B/3A, 2 ND FLOOR, 14 SRIBASH DUTTA 1ST BYE LANE, HOWRAH-711101, WEST BENGAL, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAJVI P VYAS (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/09/2025.RAJVI PRAKASH VYAS AND RAJVI P VYAS BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Nasiruddin Mir Mohammed (Old Name) S/O-Mir Mahammad Yusuf Ali resident of Vill+Po- Panchthupi, Ps-Burwan, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin- 742161 do hereby declared that I have changed my name from Nasiruddin Mir Mohammed to Mir Mahammad Nasir Uddin and henceforth I shall be known as Mir Mahammad Nasir Uddin (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 10/09/2025. My name Mir Mahammad Nasir Uddin & Nasiruddin Mir Mohammed both are same and one identical person.

Name Change
AI, Md Mojibur Rahaman (Old Name) S/O–Karim Sk resident of Vill-Rajabazar, Po-Murshidabad , Ps- Murshidabad, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin- 742149 do hereby declared that I have changed my name from Md Mojibur Rahaman to Md Majibur Rahaman and henceforth I shall be known as Md Majibur Rahaman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 22/09/2025. My name Md Majibur Rahaman & Md Mojibur Rahaman both are same and one identical person.

Name Change
I, Monalisa Bibi Mandal (Old Name) W/O– Earul Mondal resident of Vill & Po-Binodnagar , Ps- Tehatta, Dist-Nadia , West Bengal, Pin- 741155 do hereby declared that I have changed my name from Monalisa Bibi Mandal to Monalisa Bibi Mondal and henceforth I shall be known as Monalisa Bibi Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 22/09/2025. My name Monalisa Bibi Mondal & Monalisa Bibi Mandal both are same and one identical person.

Name Change
I, Rasanay Gharami (Old Name) S/O– Kangali Gharami resident of Vill- Balurband, Po- Surjapur ,Ps-Dalkhola , Dist-Uttar Dinajpur, West Bengal, Pin-733209 do hereby declared that I have changed my name from Rasanay Gharami to Rasamay Gharami and henceforth I shall be known as Rasamay Gharami (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 22/09/2025. My name Rasamay Gharami & Rasanay Gharami both are same and one identical person.

Name Change
I, Rijia Bibi (Old Name) W/O– Chhalim Sk resident of Dompukur Naodapara, Dompukur, Chapra, Nadia, West Bengal, Pin-741123 do hereby declared that I have changed my name from Rijia Bibi to Rijiya Sk and henceforth I shall be known as Rijiya Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 22/09/2025. My name Rijiya Sk & Rijia Bibi both are same and one identical person.

Name Change
I, Samin Sk (Old Name) S/O– Sarfaraj Seikh resident of Poliapara , Durgapur , Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742187 do hereby declared that I have changed my name from Samin Sk to Samin Seikh and henceforth I shall be known as Samin Seikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 22/09/2025. My name Samin Seikh & Samin Sk both are same and one identical person.

Name Change
I, Jamaluddin Sk (Old Name) S/O- Sk Faju resident of Vill- & Po-Purba nowapara , Ps-Mangolkot , Dist-Purba bardhaman , West Bengal, Pin- 713147 do hereby declared that I have changed my name from Jamaluddin Sk to Sk Jamaluddin and henceforth I shall be known as Sk Jamaluddin (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 10/09/2025. My name Sk Jamaluddin & Jamaluddin Sk both are same and one identical person.

Name Change
I, Ayesha Begum (Old Name) W/O– Afazul Haque resident of Vill-Masjidpara , Po-Harishchandrapur , Ps-Harishchandrapur , Dist-Malda , West Bengal, Pin- 732125 do hereby decrared that I have changed my name from Ayesha Begum to Ayesha Begam and henceforth I shall be known as Ayesha Begam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 22/08/2025.My name Ayesha Begam & Ayesha Begum both are same and one identical person.

Name Change
I, Manwar Hossain (Old Name) S/O- Nadir Hossain resident of Vill- Barua Uttarpara , Po- Barua, Ps- Beldanga , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742189 do hereby declared that I have changed my name from Manwar Hossain to Manowar Hossain and henceforth I shall be known as Manowar Hossain (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 01/09/2025. My Manowar Hossain & Manwar Hossain both are same and one identical person.

Name Change
I, Maharam Ali (Old Name) S/O– Kashimuddin Sk resident of Hasanpur, Murshidabad , Murshidabad , West Bengal, Pin-742302 do hereby declared that I have changed my name from Maharam Ali to Md Maharam Ali and henceforth I shall be known as Md Maharam Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 22/09/2025. My name Md Maharam Ali & Maharam Ali both are same and one identical person.

Name Change
I, Mohamad Momtajul Haque (Old Name) S/O– Mohammad Mohidul Islam resident of Vill- Sallapara , Po-Pulinda , Ps-Beldanga , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742134 do hereby declared that I have changed my name from Mohamad Momtajul Haque to Md Momtajul Hoque and henceforth I shall be known as Md Momtajul Hoque (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 22/09/2025. My name Md Momtajul Hoque & Mohamad Momtajul Haque both are same and one identical person.

Name Change
I, Salim Shaikh (Old Name) S/O–Madar Sk resident of Dompukur Naodapara, Dompukur, Chapra, Nadia, West Bengal, Pin-741123 do hereby declared that I have changed my name from Salim Shaikh to Chhalim Sk and henceforth I shall be known as Chhalim Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 22/09/2025. My name Chhalim Sk & Salim Shaikh both are same and one identical person.

Name Change
I, Iyarul Mandal (Old Name) S/O–Jindar Mondal resident of Vill & Po-Binodnagar , Ps- Tehatta, Dist-Nadia , West Bengal, Pin- 741155 do hereby declared that I have changed my name from Iyarul Mandal to Earul Mondal and henceforth I shall be known as Earul Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 22/09/2025. My name Earul Mondal & Iyarul Mandal both are same and one identical person.

Name Change
I, Niamat Mandal (Old Name) S/O– Rustam Mondal resident of Vill- Margram , Po-Margram , Ps- Khargram, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742147 do hereby declared that I have changed my name from Niamat Mandal to Niamat Mondal and henceforth I shall be known as Niamat Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 22/09/2025. My name Niamat Mondal & Niamat Mandal both are same and one identical person.

Name Change
I, Gulfunanesa Bibi (Old Name) W/O– Ijahar Sekh resident of Vill- Chakrangapara , Po-Milki , Ps-Saktipur , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742163 do hereby declared that I have changed my name from Gulfunanesa Bibi to Gulfunnesa Bibi and henceforth I shall be known as Gulfunnesa Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 22/09/2025. My name Gulfunnesa Bibi & Gulfunanesa Bibi both are same and one identical person.

Name Change
I, Kalimuddin Sk & Seikh Kalimuddin (Old Name) S/O–Munuruddin resident of Vill-Gopalpur, Po-Bhagawangola , Ps- Bhagawangola, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin- 742135 do hereby declared that I have changed my name from Kalimuddin Sk & Seikh Kalimuddin to Kalimuddin and henceforth I shall be known as Kalimuddin (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 22/09/2025. My name Kalimuddin (new name) & (old name) Kalimuddin Sk & Seikh Kalimuddin both are same and one identical person.

Name Change
I, Md Feroj Ali (Old Name) S/O–Md Altab Ali resident of Manikchak, Lalgola, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742148 do hereby declared that I have changed my name from Md Feroj Ali to Md Firoj Ali and henceforth I shall be known as Md Firoj Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 22/09/2025. My name Md Firoj Ali & Md Feroj Ali both are same and one identical person.

Name Change
I, Sk Abdul Masum (Old Name) S/o Late Sk Raup Ali Residing at Vill - Bostey, P.o - Mandra, P.s - Dhaniakhali, District - Hooghly, Pin - 712301, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Sk Masum Ali (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Hooghly Sadar vide affidavit no 5301 Dated 25-06-2025. Sk Abdul Masum (Old Name) and Sk Masum Ali (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Mariyam Bibi Shekh (Old Name) D/o Golam Mostafa Sekh Residing at Durgapur, Noorpur, Diamond Harbour 2, Ramnagar, Vtc - Paschim Durgapur, P.o - Noorpur, District - South 24 Parganas, Pin - 743368 West Bengal India have Changed my name and shall henceforth be known as Mariyam Bibi Sekh (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 23/2025 Dated 22-09-2025. Mariyam Bibi Shekh (Old Name) and Mariyam Bibi Sekh (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Ashra Bibi (Old Name) D/o Sk Asmat Ali Residing at 5/5, Gulepara Road, Vtc - Sarsuna, P.o - Sarsoona, District - South 24 Parganas, Pin - 700061, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Know as Asura Bibi (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 24/2025 Dated 22-09-2025. Ashra Bibi (Old Name) and Asura Bibi (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I Nazmul Haque Biswas S/o Dabiruddin Biswas, by faith Islam, by occupation business, aged about 28 years, residing at Bankra Dakshin Para, PO- Bankra, PS- Domjur, Dist- Howrah- 711403 do hereby solemnly affirm and declare as Pan Card (CSVPB9701N) & Voter Card (NCS1752484) is Dabiruddin Biswas but in my Birth Certificate my father's name recorded as Dabiruddin. My mother's name recorded in my Birth Certificate is Sabera Bibi. My mother's name as per my mother's Aadhaar Card is Sabera Begum.I hereby declare that both the name of my father pertain to the one and same Identical person.

Name Change
I, Md Azad Shaikh (Old Name) S/O– Nakibuddin resident of Vill- Bdo Office Para , Po-Nashipur Balagachi , Ps-Ranitala , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin- 742135 do hereby declared that I have changed my name from Md Azad Shaikh to Abul Kalam Sarkar and henceforth I shall be known as Abul Kalam Sarkar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 22/09/2025. My name Abul Kalam Sarkar & Md Azad Shaikh both are same and one identical person.

Name Change
I, Md Maqsood Alam (Old Name) S/o Md Mahboob Alam Residing at Azad Nagar, Burnpur, P.o - Burnpur, P.s - Hirapur, District - Paschim Bardhaman, Pin - 713325, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Md Maqusood Alam (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 22-09-2025. Md Maqsood Alam (Old Name) and Md Maqusood Alam (New Name) both are same and one identical person

Name Change
I, Mohammad Abubakkar Sardar (Old Name) S/o Mohammad Ali Sardar Residing at Vill - Iswaripur South, P.o - Iswaripur, P.s - Jibantala, District - South 24 Parganas, Pin - 743502, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Abubakkar Sardar (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 22-09-2025. Mohammad Abubakkar Sardar (Old Name) and Abubakkar Sardar (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Rajina Sardar (Old Name) W/o Abubakkar Sardar Residing at Vill - Iswaripur South, P.o - Iswaripur, P.s - Jibantala, District - South 24 Parganas, Pin - 743502, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Rojina Sardar (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 22-09-2025. Rajina Sardar (Old Name) and Rojina Sardar (New Name) both are same and one identical person

Name Change
I, Asutosh Bhattacharya (Old Name) S/o Barindra Nath Bhattacharjee Residing at 2N, Cornfield Road, P.s - Gariahat, District - Kolkata, Pin - 700019 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Ashutosh Bhattacharya (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 22-09-2025. Asutosh Bhattacharya (Old Name) and Ashutosh Bhattacharya (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Ayub Ali (Old Name) S/o Khodabaks Mandal Residing at Gokna, District - North 24 Parganas, Pin - 743293, West Bengal India have Changed my name and shall henceforth be known as Ayub Ali Mandal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 22/2025 Dated 22-09-2025. Ayub Ali (Old Name) and Ayub Ali Mandal (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Hanif Sk (Old Name) S/o Siyaon Sk Residing at Paschim Durgapur, Vtc - Paschim Durgapur, P.o - Noorpur, District - South 24 Parganas, Pin - 743368 West Bengal India have Changed my name and shall henceforth be known as Hanifa Sk (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 21/2025 Dated 22-09-2025. Hanif Sk (Old Name) and Hanifa Sk (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
II, AKRARUL MIDDYE S/o Abdul Rahaman Middye residing at Joyrampur, P.O.-Gangadharpur, P.S-Panchla, Dist-Howrah-711302 West Bengal, India do hereby solemnly affirm & declare my son's actual name SINAN MIDDYE instead of MD. INAYAT SINAN MIDDYE and my wife's actual name RAJANI KHATUN instead of RAJANI KHATUN MIDDYE vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Alipore on dated 08/09/2025. SINAN MIDDYE and MD. INAYAT SINAN MIDDYE both are same and one identical person along with RAJANI KHATUN and RAJANI KHATUN MIDDYE both are same and one identical person.

Name Change
I, NAJIMA BEGUM(old Name) W/o SK MEHERAJ residing at Majid Tala, 1 No. Moukhali Sekh Para, P.O.-G.I.P Colony, Dist-Howrah, Pin-711112 West Bengal, India have changed my name (Shall henceforth be known as) NAZIMA BEGUM SK(New Name) vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Alipore on dated 15/09/2025. NAJIMA BEGUM and NAZIMA BEGUM SK both are same and one identical person.

Name Change
I, SK MEHERAJ(old Name) residing at Majid Tala, 1 No. Moukhali Sekh Para, P.O.-G.I.P Colony, Dist-Howrah, Pin-711112 West Bengal, India have changed my name (Shall henceforth be known as) SK MEHERAJ UDDIN(New Name) vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Alipore on dated 15/09/2025. SK MEHERAJ and SK MEHERAJ UDDIN both are same and one identical person.

Name Change
I, Joy Jaiswal (Id proff docs), s/o Rama Shankar Jaiswal, residing at 18/F, Raja Raj Ballav Street, Baghbazar, Kolkata-700003, W.B. declare that my name has also been recorded in my son's educational documents & shall henceforth be known as Jay Jaiswal as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Kolkata vide Affidavit No. 350 dt. 08.09.2025 that Joy Jaiswal & Jay Jaiswal are same & one identical person.

রামেশ্বরপুর ঘোষ জমিদার বাড়ির দুর্গোৎসব - ৩০৩ বছরের ঐতিহ্যে আগামী গড়ার অঙ্গীকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ রামেশ্বরপুর ঘোষ জমিদার বাড়ির দুর্গোৎসব পেরিয়েছে ৩০৩ বছর। এখনও এই পূজা জীবন্ত ইতিহাস, যেখানে এপার-ওপার বাংলার কাহিনী, স্মৃতি আর সংস্কৃতি একসূত্রে বাঁধা। প্রতিপদ থেকে শুরু হয়ে দশদিন ধরে চলে মহোৎসব, আর মহালয়ার ভোরেই পূজা প্রাঙ্গণ ভরে ওঠে আনন্দ ও আবেগে। কিন্তু এবারের পূজা অন্যরকম আবহে। মায়ের আগমন ঘটছে গ্রামের শিশুদের হাত ধরে। আশপাশের আঙ্গনওয়াড়ি বিদ্যালয়ের ছোটদের হাতে শিক্ষা সামগ্রী তুলে দিয়ে পূজার সূচনা হয়েছে। তাঁদের নিষ্পাপ হাসি ও ভক্তির আবেশে উৎসব পাচ্ছে এক নতুন মাত্রা। মা চ্যারিটেবল ফাউন্ডেশন-এর উদ্যোগে এবারের পূজা শিক্ষার আলো ছড়ানোর প্রতিজ্ঞা নিচ্ছে। পূজা তাই শুধু আনন্দ ও ভক্তির উৎসব নয়- এ এক আগামী প্রজন্মকে গড়ে তোলার অঙ্গীকার। এই মহতী কাজে পাশে দাঁড়িয়েছেন এলাকার বিশিষ্টজনেরা- হাসনাবাদের বিডিও অলিম্পিয়া ব্যানার্জী, হিঙ্গলগঞ্জের বিধায়ক দেবেশ মণ্ডল, সভাপতি আমিরুল ইসলাম এবং সবার শ্রদ্ধেয় অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক পরিতোষ স্যার। তাঁর আশীর্বাদে শিশুদের পথচলা সমৃদ্ধ হয়েছে। পাশাপাশি, সমাজের বহু স্নেহশীল মানুষও এগিয়ে এসেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুর্গা নান ও তাঁর পত্নী প্রয়াত স্নিগ্ধা নানের স্মরণে অবদান, সাগনিক ব্যানার্জী, কৌশল জৈন, অতনু ঘোষ এবং ঘোষ পরিবার সহ আরও অনেকে। মা দুর্গার আশীর্বাদে, রামেশ্বরপুর ঘোষ জমিদার বাড়ির এবারের পূজা হয়ে উঠেছে সত্যিই মানুষের পূজা-ভবিষ্য সমাজ ও প্রজন্ম গড়ার পূজা।

পুজোর মুখে পর পর বহু ট্রেন বাতিল, রইল সম্পূর্ণ তালিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ দক্ষিণ-পূর্ব রেলের আদ্রা ডিভিশনে যাত্রী পরিষেবা আবারও বিঘ্নিত। রেলের তরফ থেকে জানান হয়েছে ২২ সেপ্টেম্বর সোমবার থেকে আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর রবিবার পর্যন্ত এক সপ্তাহ ব্যাপী বিভিন্ন রুটে রক্ষণাবেক্ষণ ও বিভাগীয় কাজের জন্য 'রোলিং ব্লক' রাখা হয়েছে। ফলে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ট্রেন সম্পূর্ণভাবে বাতিল এবং কিছু ট্রেনের যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। চরম দুর্ভোগের সম্মুখীন হতে চলেছেন রেল যাত্রীরা। আদ্রা ডিভিশনের সিনিয়র ডিসিএম বিকাশ কুমার জানিয়েছেন, রক্ষণাবেক্ষণ ও অন্যান্য প্রযুক্তিগত কাজের জন্য কিছু ট্রেন সম্পূর্ণভাবে বাতিল এবং কিছু আংশিকভাবে সংক্ষিপ্তকরণ করা হয়েছে। আগামী ২৬ ও ২৮ সেপ্টেম্বর বাতিল থাকবে ৬৮০৭৭ /৬৮০৭৮ আদ্রা-ভাগা-আদ্রা মেমু প্যাসেঞ্জার। আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর বাতিল থাকবে ৬৮০৪৬/ ৬৮০৪৫ আসানসোল-আদ্রা-আসানসোল মেমু প্যাসেঞ্জার। যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে ৬৮০৫৬ / ৬৮০৬০ টাটানগর-আসানসোল-বরাভূম মেমু প্যাসেঞ্জারের। আগামী ২৩ ও ২৭ সেপ্টেম্বর টাটানগর-আসানসোল- বরাভূম মেমু প্যাসেঞ্জারের আদ্রা রেল স্টেশনে যাত্রা সমাপ্ত ও সূচনা হবে। টাটানগর-আসানসোল-বরাভূম সেকসেনে পরিষেবা বাতিল থাকবে। যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে ১৮০১৯ /১৮০২০ বর্ধমান- হাঁটিয়া- বর্ধমান মেমু এক্সপ্রেসের। আগামী ২৩,২৫,২৬ ও ২৮ সেপ্টেম্বর বর্ধমান-হাঁটিয়া-বর্ধমান মেমু এক্সপ্রেসের গোমো রেল স্টেশনে যাত্রা সমাপ্ত ও সূচনা হবে। গোমো-হাঁটিয়া- গোমো সেকসেনে পরিষেবা বাতিল থাকবে। যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে ঝাড়গ্রাম-ধানবাদ-ঝাড়গ্রাম মেমু এক্সপ্রেসের। আগামী ২২,২৬ ও ২৮ সেপ্টেম্বর ঝাড়গ্রাম-ধানবাদ-ঝাড়গ্রাম মেমু এক্সপ্রেসের বোকারো রেল স্টেশনে যাত্রা সমাপ্ত ও সূচনা হবে। বোকারো-ধানবাদ-বোকারো সেকশনে পরিষেবা বাতিল থাকবে। যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, আসানসোল- পুরুলিয়া- আসানসোল মেমু প্যাসেঞ্জারের। আগামী ২২ ও ২৫ সেপ্টেম্বর আসানসোল- পুরুলিয়া- আসানসোল মেমু প্যাসেঞ্জারের আদ্রা রেল স্টেশনে যাত্রা সমাপ্ত ও সূচনা হবে। আদ্রা-পুরুলিয়া-আদ্রা সেকসেনে পরিষেবা বাতিল থাকবে। বিলম্বে যাত্রাপথ, আগামী ২৩ ও ২৪ সেপ্টেম্বর বিলম্বে যাত্রাপথ করবে হাঁটিয়া-খড়গপুর এক্সপ্রেস। হাঁটিয়া থেকে ২ ঘন্টা বিলম্বে ছাড়বে। আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর বিলম্বে যাত্রাপথ করবে বক্সার-টাটানগর এক্সপ্রেস বক্সার থেকে ৯০ মিনিট বিলম্বে ছাড়বে। আগামী ২২ ও ২৫ সেপ্টেম্বর বিলম্বে যাত্রাপথ করবে খড়গপুর-খড়গপুর। খড়গপুর থেকে ২ ঘণ্টা বিলম্বে ছাড়বে। রেলের এই সিদ্ধান্তে দৈনন্দিন যাত্রীরা চরম দুর্ভোগের মুখে পড়ছেন। আদ্রা ডিভিশনের রেলপথে যাতায়াত করা হাজার হাজার যাত্রীর জন্য এই সাপ্তাহিক পরিবর্তন বড়সড় সমস্যা তৈরি করতে চলেছে।

মেলেনি বোনাস, বিক্ষোভ গ্রাসমোড় চা বাগানের শ্রমিকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, নাগরাকাটা, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ এখনও মেলেনি বোনাস, উপরন্তু বকেয়া আছে মজুরিও। এইনিয়ে ক্ষুব্ধ জলপাইগুড়ি-র নাগরাকাটার গ্রাসমো। চা বাগানের শ্রমিকরা। সোমবার বাগানের অফিসের সামনে বিক্ষোভে শামিল হন তাঁরা। দ্রুত মজুরি-বোনাস নিয়ে ফয়সালা না হলে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা। শ্রমিকদের বক্তব্য, আগস্ট মাসের মজুরি এখনও মেলেনি। বাগানের মালিকরা শুধু আজ দেবো, কাল দেবো করে ঘোরাচ্ছেন। বাগানের সন্তোষ ভুজেল নামে এক শ্রমিক নেতা বলেন, 'কতদিন চলা যায়। বাধ্য হয়ে শ্রমিকদের আন্দোলনে নামতে হয়েছে।' যদিও এই বিষয়ে বাগান কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, দ্রুত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলছে।

প্রথম বর্ষের ছাত্রীকে শ্লীলতাহানীর অভিযোগে, গৃহশিক্ষককে মারধর

নিজস্ব প্রতিনিধি, রামপুরহাট, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ সপ্তম শ্রেণীর আদিবাসী নাবালিকা ছাত্রী খুনের পর এবার স্নাতকের প্রথম বর্ষের ছাত্রীকে শ্লীলতাহানীর অভিযোগে এক গৃহশিক্ষককে মারধোর করে পুলিশের হাতে তুলে দিল এলাকার বাসিন্দারা। ঘটনাটি বীরভূমের রামপুরহাটে। অভিযুক্ত শিক্ষকের নাম অভিজিত পাল। তার বাড়ি বীরভূমের মল্লারপুর থানার বড়তুড়িগ্রামে। তিনি মল্লারপুরে থানার বড়তুড়িগ্রাম হাইস্কুলের পার্শ্বশিক্ষক। সোমবার তাকে বীরভূমের রামপুরহাট নিশ্চিন্তপুরে তাকে দেখতে পেয়ে ছাত্রীর জামাইবাবু ও তার বন্ধুবান্ধবরা ওই শিক্ষককে ধরে মারধর করে। পরে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ছাত্রীর বাড়িও শিক্ষকের গ্রামেই। ছাত্রীর জামাইবাবু জানান, তার শ্যালিকা অভিজিত পালের বাড়িতে টিউশন পড়তে যেত। তাকে একাই পড়াতো ওই শিক্ষক। সেই সুযোগে ওই শিক্ষক ছাত্রীকে কুপ্রস্তাব দিত। তার শরীরের হাত দিত। ছাত্রী বাধা দিলে তাকে জোর করে শ্লীলতাহানি করতো। বিষয়টি ছাত্রী তার জামাইবাবুকে জানালে জামাইবাবু তার বন্ধুদের বিষয়টি জানান। সোমবার ওই শিক্ষক রামপুরহাট এলে তাকে ধরে মারধর শুরু হয়। পরে রামপুরহাট থানার পুলিশের হাতে তাকে তুলে দেওয়া হয়। পুলিশ ওই শিক্ষককে আটক করেছে।

Tender has invited by the Block Development Officer, Pursurah Development Block for **Construction of PCC ROADS, DRAIN, HIGH MAST LIGHT, NIT No. 09/PUR/BDO/2025-26 Dt.-20.09.2025, Tender ID No. 2025_ZPHD_907606_1 to 20**. Last date for submission of Tender: **10/10/25 up to 1.55 P.M. wbtenders.gov.in**

Sd/- Block Development Officer
Pursurah Development Block, Hooghly

সংস্কারের কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ ৪০ অফ ২০২৫, তারিখ ঃ ১৮-০৯-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন; **টেন্ডার নং.ঃ** ডিসিইএসটিএমএলজি-৪১-২০২৫; **কাজের নাম ঃ** (ক) সিএইচ/মালিগাঁও-এ: ওপিডি, ডাক্তারের চেম্বার, ফিজিওথেরাপি ইউনিট এবং টয়লেট ব্লক সংস্কার সহ ২.২৫ লক্ষ লিটার ধারণক্ষমতার ওএইচ জলের ট্যাঙ্ক নির্মাণ। (খ) সেন্ট্রাল হাসপাতাল, মালিগাঁওে - মর্চুয়ারি সংস্কার এবং মর্চুয়ারি এলাকার উন্নয়ন, ক্যাসুয়ালটি ভবন সম্প্রসারণ এবং ক্যাসুয়ালটি ভবন সম্প্রসারণের জন্য বৈদ্যুতিক কাজ। (কম্পোসিট টেন্ডার)। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৪,৯৩,১৬,০১২.৬৯/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ৩,৯৬,৬০০/- টাকা; উপরোক্ত টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **১০-১০-২০২৫** তারিখে **১৩:০০** টায় এবং খোলা **১০-১০-২০২৫** তারিখে **১৩:০০** টায় **বন্ধের** পরে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ তথ্য **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডেপুটি সিই/এস্টেট, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

সচেতনতা কর্মসূচি, পথ নাটিকায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব তুলে ধরলেন

কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে, 'স্বচ্ছতা হি সেবা অভিযান ২০২৫'-এর আওতায়, রেল ভবনের বিজ্ঞান সভা হলে রেল বোর্ড সাংস্কৃতিক দল দ্বারা পরিচ্ছন্নতা সচেতনতা বিষয়ক একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল, যার লক্ষ্য ছিল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়া। এই অনুষ্ঠানে, রেল বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং সিইও শ্রী সতীশ কুমার সদস্য (অর্থ) শ্রীমতী ঊষা ভেনুগোপাল সদস্য (অবকাঠামো) শ্রী নবীন গুলাটি মহাপরিচালক (আরপিএফ) শ্রীমতী সোনালী মিশ্র মহাপরিচালক (মানবসম্পদ) শ্রী আর. রাজগোপাল মহাপরিচালক (নিরাপত্তা) শ্রী হরি শঙ্কর ভার্মা এবং সচিব, রেল বোর্ড অরুণা নায়ার সহ বিপুল সংখ্যক রেল কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। তার ভাষণে, রেল বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রী সতীশ কুমার পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে বলেন যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রত্যেক ব্যক্তিকে বছরে ১০০ ঘন্টা এবং প্রতি সপ্তাহে ২ ঘন্টা পরিচ্ছন্নতার জন্য উৎসর্গ করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, আমাদের সকলকে সর্বদা পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সচেতন থাকার এবং আমাদের গ্রাম, শহর, রেলওয়ে স্টেশন এবং দেশকে পরিষ্কার রাখার অঙ্গীকার নিতে হবে। অপূর্ব প্রতিভা এবং পঙ্কজ বিশালের পরিবেশনায় সরস্বতী বন্দনা দিয়ে অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। এরপর সাংস্কৃতিক দল পরিবেশন করে 'স্বচ্ছতা মিশন'-এর উপর ভিত্তি করে একটি দলীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার অভ্যাসের প্রয়োজনীয়তা এবং এর উপকারিতা তুলে ধরার জন্য একটি পথনাটকও পরিবেশিত হয়। এই অনুষ্ঠানে টি.পি. চাওলা, হর্ষ সিং, দিব্যা খুরানা এবং পঙ্কজ বিশাল পরিচ্ছন্নতার উপর তাদের স্ব-রচিত কবিতা আবৃত্তি করেন, যা দর্শকদের মনে গভীর ছাপ ফেলে। অনুষ্ঠানটি সমন্বয় করেন রেল বোর্ডের যুগ্ম সচিব শ্রী টি. শ্রীনিবাস, সঞ্চালনা করেন শ্রীমতি প্রীতি মান।

বাজি ফাটানোকে কেন্দ্র করে দুই পরিবারের মধ্যে বাদানুবাদ, মারধরে আহত ৫

নিজস্ব প্রতিনিধি, আসানসোল, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ উৎসবের মরশুমে চারপাশে আনন্দের মাঝে তুচ্ছ ঘটনা ঘিরেও তুমুল অশান্তির আবহ আসানসোলে। বাজি ফাটানোকে কেন্দ্র করে দুই পরিবারের মধ্যে বাদানুবাদ। আর সেখান থেকেই শুরু মারপিট। রবিবার রাতে উত্তর আসানসোলের ধাদকার এলাকায় এই ঘটনায় আহত অন্তত ৫। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সকলে তিনজন। ঘটনার সূত্রপাত রবিবার রাতে। সিং পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, তাঁদের বাড়ির দরজার সামনে ক্রমাগত বাজি ফাটান প্রতিবেশী যাদব পরিবারের শিশুরা। তাদের বারণ করা হলেও শোনেনি বলে অভিযোগ। সিং পরিবারের পালটা অভিযোগ, যাদব পরিবারের বড়রা এসে শিশুদের বেশি বাজি দিয়ে যান। তা বাজি ফাটানোয় উসকানি বলেই দাবি সিং পরিবারের সদস্যদের। যাদবদেরও দাবি, তাঁদের বাড়িতে থাকা গাড়ির নিচেও বাজি ফাটিনো হয়। ডিজেলচালিত ওই গাড়িতে আগুন ধরে যাওয়ার আশঙ্কায় প্রতিবেশীদের অভিযোগ জানাতে গেলে বেড়ে যায় বিবাদ। জানা গেছে, বচসা চলাকালীন যাদব পরিবারের প্রায় কুড়িজন এসে হামলা চালায়। লাঠির আঘাতে মাথা ফাটে সিং পরিবারের অনেকের। এই ঘটনায়, যাদব পরিবারের ২০ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এরপর থেকে বেপাত্তা ওই পরিবারের সব পুরুষ। এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তবে প্রাথমিক অনুমান ওই দুটি পরিবারের মধ্যে জমি নিয়ে আগে থেকেই বিবাদ ছিল। উৎসবের মরশুমে বাজি ফাটানোকে কেন্দ্র করে সেই পুরনো বিবাদই উসকে উঠেছে। যা এত বাড়াবাড়ি পর্যায়ে পৌঁছাল। বিবাদ থেকে এতজনের আহত হওয়ার ঘটনায় হতাশ দুই পরিবারের সদস্যরাই।

কালনায় উদ্ধার নরকঙ্কাল, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, কালনা, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ কালনায় উদ্ধার ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নরকঙ্কাল দেহাবশেষ। উদ্ধার হয়েছে মাথার খুলি, পাঁজর সহ বেশ কিছু হাড়গোড়। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার একটি সাইকেল। গত রবিবার বিকালে এই দেহাবশেষ উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। কালনার সাতগাছিয়া পঞ্চায়েতের রাজবংশী পাড়ায় জলাজমি থেকে ছিটিয়ে থাকা নরকঙ্কাল উদ্ধার করা হয়েছে। এলাকাবাসীদের প্রাথমিক ধারণা, অন্যত্র খুন করে দেহ এখানে ফেলে রাখা হয়েছিল। দেহাবশেষ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। স্থানীয় সূত্রে খবর, রবিবার বিকেলে এক গ্রামবাসী জঙ্গলে গিয়েছিলেন বাঁশের কঞ্চি বাঁশের কঞ্চি কাটতে গিয়ে প্রথম নজরে আসে কঙ্কালের কিছু অংশ। বর্ষার সময় জায়গাটিতে জল জমে থাকায় হাড়গোড়গুলি চাপা ছিল বলে অনুমান। জল শুকোতেই প্রকাশ্যে আসে দেহাবশেষ। প্রসঙ্গত,হুগলি জেলার বাঁধাগাছি এলাকার যুবক বছর পঁচিশের অনিকেত রায় চলতি বছরের জুলাই মাস থেকে নিখোঁজ হয়ে যান। উদ্ধার হওয়া সাইকেলটি তাঁর, এমন দাবি অনিকেতের পরিবারের। তবে দেহাবশেষ অনিকেতেরই কিনা, তা এখনও নিশ্চিত করেনি পরিবার। ঘটনায় কালনা থানার পুলিশও তদন্ত শুরু করেছে। প্রাথমিকভাবে এটি খুন নাকি অন্য কোনও কারণে মৃত্যু, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। কীভাবে এই এলাকায় দেহাবশেষ এল, অনিকেতের সাইকেল কেন পাওয়া গেল, উঠছে এমন প্রশ্ন। নরকঙ্কাল উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। যদিও পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলে মৃত্যুর আসল কারণ স্পষ্ট হবে।

আমোক্তার সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এত দ্বারা জানানো যাইতেছে যে গত ইং 28.02.2023 তারিখে D.S.R-(II), Howrah অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত 1587 নং আমোক্তার দলিল মূলে সাং কুলাই নিবাসিনী সন্ধ্যারানী হাজরা স্বামী হারাধন, সাং নস্করপুর নিবাসী নবকুমার ঘুকু পিতা মদন, কে আমোক্তার নিয়োগ করেন, উক্ত আমোক্তার দলিল বলে ইং 04.06.2024 তারিখে D.S.R-(II), Howrah অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত 03635 নং সাফবিক্রয় কোবালা দলিল মূলে সাং নস্করপুর নিবাসিনী শুক্লা ঘুকু স্বামী নবকুমার, মহাশয়াকে জেলা হাওড়া, থানা জগৎবল্লভপুর অন্তর্গত মৌজা লস্করপুর (জে এল নং- ৬৬) গ্রামে উক্ত দলিলের 'খ' তফশীলে বর্ণিত ২০৯৪ নং খতিয়ান ভুক্ত সাবেক ও হাল ৪১১, ৪১২, ৪১৩, ৪১৬, ৪১৮, ৪১৯ নং দাগ গুলিতে মোট ৩.৫৫ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন, উক্ত দলিলে ক্রেতার নাম পত্তনের জন্য B. L. & L.R.O, Jagatballavpur অফিসে আবেদন করা হইবে, এই সংক্রান্ত কোন আপত্তি থাকিলে B.L & L.R.O, Jagatballavpur অফিসে উপযুক্ত প্রমানাদি, তথ্যসহ হাজির হইবেন।

Jaydeb Chakroborty ADVOCATE
Howrah Judges' Court
9830888134

BHAGABATIPUR GRAM PANCHAYAT
(Under chanditala-1 Dev Block)
E-TENDER NOTICE OF BHAGABATIPUR GRAM PANCHAYAT

E-tenders are invited online through **https://whitealers gov in** by the prodhan Bhagabatipur Gram Panchayat, Bhagabtipur, Hooghly for Vide **NIT NO: 003/APAS/BGP/2025-26, Dated: 20/09/2025 (FOR 4 NOS OF SCHEME). Vide NIT NO: 004/APAS/BGP/2025-26 Dated: 20/09/2025 (FOR 3 NOS OF SCHEME). Vide NIT NO : 005/APAS/BGP/2025-26. Dated: 20/09/2025 (FOR 1 NOS OF SCHEME) Vide NIT NO: 006/APAS/BGP/2025-26. Dated 20/09/2025 (FOR 3 NOS OF SCHEME).** Bid submission last date (online): **06/10/2025 11.00 AM.** Technical bid opening date: **08/10/2025 at 11.00 AM**. Details information is available at this office within working days.

Sd/- Pradhan
Bhagabatipur Gram Panchayat

OFFICE OF THE BLOCK DEV. OFFICER
Joypur Dev. Block, Joypur, Purulia

NOTICE INVITING TENDER NO: NIeT-03/APAS/BDO/2025-26

E-tenders are invited by the undersigned from eligible bonafide contractors having requisite credentials and other valid documents **upto 03.00 PM of 09/10/2025 for 10 nos**. of work under APAS 2025-26. For details intending participants may contact to the office of The undersigned or visit website **www.wbtenders.gov.in** in any working day before the Last date for submission of bid documents.

Block Development officer
Joypur Development Block

Office of The Executive Officer
Purbasthali-I Panchayat Samity
SRIRAMPUR, PURBA BARDHAMAN
NOTICE INVITING e-TENDER

1. **e-Tender Reference No**- P-I/34/1462/BDO/EO/YSS, Dated-19/09/2025, Tender ID: 2025_ZPHD_906266_1 has been floated Development of Srirampur United High School Playground under Purbasthali-I Panchayat Samity fund Department of Youth Service and Sports. 2. **e-Tender Reference No**.-P-I/35/1468/EO/BEUP268/2025-26, **Dated-19/09/2025**, Tender ID: 2025_ZPHD_906908_1 to 3 has been floated 3 nos. tender at different places under Purbasthali-I Panchayat Samity fund BEUP 268(2025-26). Look for detail you may visit **www.wbtenders.gov.in** and office notice board.

Sd/- Executive Officer
Purbasthali-I Panchayat Samity
Srirampur, Purba Bardhaman

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY
PARA::PURULIA
NOTICE INVITING e-TENDER

The Notice Inviting e-Tender, vide **NIeT No.-WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-17/2025-26** of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O-Para, District-Purulia, 20(Twenty) nos. works/Schemes under APAS Fund in the portal: **www.wbtenders.gov.in**. Reference Tender ID: 2025_DM_906895_1 to 2025_DM_906895_20. Document download/sell starting from **19.09.2025 up to 06.10.2025 16.00 PM**. Bid submission starting from **19.09.2025 up to 06.10.2025 at 16:00 PM**. And Opening on 08.10.2025 at 16:05 A.M. For details please visit website.

Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

Chakpara Anandanagar Gram Panchayat
Bhattanagar, Liluah, Howrah
NOTICE INVITING e-TENDER

e-Tender are hereby invited from the experienced, bonafied and resourceful bidders for **06 Nos.** different works vide **E-NIT NO - 318(2ND CALL)/CAGP, Date: 19/09/2025**. Bid submission start date : **19/09/2025 from 18:00 Hrs**. Bid submission end date : **25/09/2025 up to 14:55 Hrs**. Bid opening date for Technical : **08/10/2025 at 10:30 Hrs.** and Financial : **10/10/2025 at 14.00 Hrs**. Details are available in **https://wbtenders.gov.in & https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.

Sd/- Pradhan
Chakpara Anandanagar Gram Panchayat

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা অবগতির জন্য জানানো যায় যে আমার মক্কেল **কার্ত্তিক শীট** পিতা বাসুদেব শীট সাকিম- নামো আঁচুড়ী শালবনী বাঁকুড়া, ০৬/০৯/২০২৪ বাঁকুড়া D.S.R OFFICE এর ১০৫৫০২/২০২৪ নং কোবালা দলিল মুলে ১। **শ্রী সুধন পাল** ২। **শ্রী মাধব পাল** ৩। **শ্রী জগন্নাথ পাল** সর্বপিতা মনোহর পাল সর্বসাকিম- যোগেশপল্লী বাঁকুড়া। ৪। **শ্রীমতী মঞ্জু কারক** পিতা মনোহর পাল স্বামী শ্রী ধীরেন কারক সাকিম- মিথিলা, পোঃ- কেশিয়াকোল, থানা ও জেলা- বাঁকুড়া। ৫। **শ্রীমতী অপর্না নন্দী** পিতা ৺মনোহর পাল স্বামী শ্রী নির্মল চন্দ্র নন্দী সাকিম, পোঃ ও থানা- তালডাংরা, জেলা- বাঁকুড়া। ৬। **শ্রীমতী মনিকা পাল** পিতা শ্রী মদনমোহন কুণ্ডু ওরফে মদন কুণ্ডু স্বামী শ্রী মিওন পাল সাকিম- কাটজুড়িডাঙ্গা বাঁকুড়া, পোঃ- কেন্দুয়াডিহি, থানা ও জেলা- বাঁকুড়া। ৭। **শ্রীমতী রুপা আঠা** পিতা শ্রী মদনমোহন কুণ্ডু ওরফে মদন কুণ্ডু স্বামী শ্রী বিজয় আঠা সাকিম- কোদালিয়া, পোঃ- কোষ্ঠিয়া, থানা- বেলিয়াতোড়, জেলা- বাঁকুড়া। ৮। **শ্রীমতী সোমা দে** পিতা শ্রী মদনমোহন কুণ্ডু ওরফে মদন কুণ্ডু স্বামী শ্রী শ্যামল দে সাকিম- বিক্রমপুর, পোঃ- লোদনা, থানা- ওন্দা, জেলা- বাঁকুড়া। ৯। **শ্রী আকাশ শীট** পিতা শ্রী প্রদীপ শীট সাকিম- বড়কুড়া, পোঃ- গৌরীপুর, থানা ও জেলা- বাঁকুড়া। ১০। **শ্রীমত্যা মীরা কুন্ডু** স্বামী বিশ্বনাথ কুন্ডু ১১। **শ্রী দয়াময় কুন্ডু** ১২। **শ্রী রাজীব কুন্ডু** উভয়ের পিতা ৺বিশ্বনাথ কুণ্ডু ১০ নাগাদ ১২ নং দাতাগনের সাকিম ও পোঃ-শালবনী, থানা ও জেলা- বাঁকুড়া। ১৩। **শ্রীমতী কল্পনা কুণ্ডু** পিতা ৺বিশ্বনাথ কুন্ডু স্বামী শ্রী জয়দেব কুণ্ডু সাকিম-নতুনগ্রাম, পোঃ- বিহারজুড়িয়া, থানা- গঙ্গাজলঘাটী, জেলা- বাঁকুড়া। ১৪। **শ্রীমতী ঝুনু দে** পিতা বিশ্বনাথ কুন্ডু স্বামী শ্রী নবীন দে সাকিম- কাটজুড়িডাঙ্গা, বাঁকুড়া, পোঃ- কেন্দুয়াডিহি, থানা ও জেলা- বাঁকুড়া। ১৫। **শ্রীমত্যা শিবানী কুনড়** স্বামী শ্রী চৈতন্য কুনড় সাকিম- দোলদেড়িয়া, পোঃ-শালবনী, থানা ও জেলা- বাঁকুড়া। উক্ত ১ নাগাদ ১৫ নং দাতাগনের পক্ষে গত ইংরাজী ২৩/০৬/২০২৩ তারিখে বাঁকুড়া ডি.এস.আর অফিসের ১০৩৭৭১/২০২৩ নং রেঃকৃত আমমোক্তারনামা দলিল মুলে নিযুক্তীয় আমমোক্তার ও স্বয়ং ১৬। **শ্রী দেবু কুন্ডু** পিতা চৈতন্য কুণ্ডু জাতি হিন্দু ভারতীয় নাগরিক, পেশা- চাকুরী, সাকিম- দোলদেড়িয়া, পোঃ- শালবনী, থানা ও জেলা- বাঁকুড়া। আমমোক্তারনামা দলিল মুলে দ্বারা থানা ও জেলা বাঁকুড়া, আঁচুড়ী মৌজায় (জে.এল- ৫৬) ৫৪৮ ও ৭১৩ নং খতিয়ানভুক্ত হাল ৪৭৭২/৪৭৭২ নং দাগে মোট ০.০৬ একর, ৯৩৫/৪৭৮৩ নং দাগে মোট ০.০১০০৫ একর ৯৩৫/৫৪০৭ নং দাগে মোট ০.০৪ একর জমিন ক্রয় করিয়াছেন উক্ত জমিনে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকলে উপযুক্ত তথ্য প্রমান লইয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে বাঁকুড়া B.L & L.RO-1 অফিসে অভিযোগ জানাবেন অন্যথায় আমার মক্কেল তাহার নিজ নামে উক্ত দলিল বলে নাম পত্তন করাইবেন।

Sukumar Mallick (Advocate)
District Judge's Court, Bankura, E. No. 340/2001 of W.B

মর্মান্তিক ঘটনা কল্যাণীতে, গঙ্গায় নেমে বাবা-মায়ের সামনেই ভেসে গেল ছেলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ বাবা-মায়ের সঙ্গে গঙ্গায় স্নান করতে গিয়েছিলেন যুবক। বাবা-মায়ের সামনেই স্রোতের টানে ভেসে গেলেন ওই যুবক। দেবীপক্ষের শুরুতেই প্রতিপদের দিনে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়ার কল্যাণীতে। ওই যুবকের নাম প্রবাহ পাল। তিনি হরিণঘাটার বিরহী হাঁটপাড়া এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন সোমবার সকাল ন'টা নাগাদ বছর ২৫ বয়সের প্রবাহ তাঁর বাবা-মায়ের সঙ্গে গঙ্গাস্নান করতে গিয়েছিলেন। সকালে নদীতে জলের স্রোত ছিল। জলের তোড়ে টাল সামলাতে না পেরে ওই যুবক ভেসে যান। আতঙ্কিত হয়ে চিকার করতে থাকেন বাবা-মা। সেই দেখে দ্রুত পাড়ে ছুটে যান স্থানীয়রা। ততক্ষণে ওই যুবম তলিয়ে গিয়েছেন। খবর দেওয়া হয় চাকদহ থানার পুলিশকে। চাকদহ থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। শুরু হয় গঙ্গায় তল্লাশি। বেলা বা।লেও ওই যুবকের কোনও খোঁজ মেলেনি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় বন্ধু, বান্ধব থেকে শুরু করে প্রতিবেশীরা। ওই যুবককে খোঁজার জন্য ডুবুরিও নামানো হয়। কিন্তু বিকেল পর্যন্ত তাঁর কোনও সন্ধান মেলেনি। পুলিশ আশপাশের ঘাটগুলিতে নজরদারি রেখেছে বলে খবর। ঘটনায় শোকের ছায়া এলাকায়।

বহুমূল্য শিশুগাছ কেটে বিক্রি করার অভিযোগ, শুরু রাজনৈতিক তরজা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুরদুয়ার, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ সরকারি জায়গায় থাকা বহুমূল্য শিশুগাছ কেটে বিক্রি করার অভিযোগ কামাখ্যাগুড়িতে। কাঠগড়ায় গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ। খবর পেয়ে অভিযান করে বক্সা টাইগার রিজার্ভ। কাঠ বাজেয়াপ্ত করল বনদফতর। শুরু রাজনৈতিক তরজা। একদিকে সরকারি জমি। সেই জমিতে বড় প্রাচীন গাছ বিক্রি করল তৃণমূল পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েত। খলিপুরদুয়ার জেলার কামাখ্যাগুড়ি ২নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত তৃণমূল পরিচালিত সেই গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন এক সরকারি জমিতে দীর্ঘ কয়েক বছরের পুরনো শিশু গাছ কেটে পনেরো হাজার টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ। যদিও অবৈধভাবে গাছ কাটা হয়েছে বলে দাবি করেন বিজেপি নেতৃত্ব। পাল্টা বিষয়টি নিয়ে উপপ্রধান দাবি করেন, প্রাচীন গাছ ছিল। গ্রাম পঞ্চায়েত মিটিং করেই গাছ কেটেছে। মানুষের সুবিধার্থে গাছ কাটা হয়েছে । এদিন সকালে আলিপুরদুয়ার জেলার মধ্য কামাখ্যাগুড়ি এলাকায় খাস জমি থেকে গাছগুলি কাটা হয় এবং তড়িঘড়ি গাছগুলি পাশ্ববর্তী কাঠ মিলে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে কাঠগুলি বাঁশ ঝোপে লুকিয়ে রাখা হয়। বনদফতরও পৌঁছে বাজেয়াপ্ত করে কাঠগুলি। ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করেনি বনদফতর। বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

মেচগ্রামে মেলায় ঢুকে পড়ল কন্টেনার ট্রাক, মৃত ৩, আহত ৯

নিজস্ব প্রতিনিধি, পাঁশকুড়া, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ পাঁশকুড়ার মেচগ্রামের কাছে জাতীয় সড়কের ধারে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছে। রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ একটি কংটেনার বোঝাই ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মেলায় ঢুকে পড়ে। দুর্ঘটনার তীব্রতা এতই ছিল যে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান পুজো কমিটির একজন সম্পাদক এবং মেলার দুই দোকানদার। এ ছাড়া আহত হয়েছেন আরও নয়জন, যাদের দ্রুত পাঁশকুড়া সুপার স্পেশালিস্ট হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। পরে গুরুতর অবস্থার কিছু আহতকে তাম্রলিপ্ত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দুর্ঘটনার সময় মেলায় মানুষের ভিড় ছিল। ট্রাকটি হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আশেপাশের দোকানপাটও ধ্বংস হয়ে যায়। লোকজন চিৎকার করে পাশের দিকে সরে যাওয়ার চেষ্টা করলেও ট্রাকের তীব্র গতির কারণে তা সম্ভব হয়নি। স্থানীয়রা আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে নিকটস্থ হাসপাতালে পৌঁছে দেন। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, ট্রাকটির চালক হয়ত ঘুম বা অসাবধানতার কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছেন। তবে দুর্ঘটনার সঠিক কারণ জানতে পুলিশ আরও তদন্ত চালাচ্ছে। ঘটনাস্থল থেকে তাৎক্ষণিকভাবে ট্রাকটি সরিয়ে এবং রাস্তা খালি করে নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবার এবং মেলা কমিটির সদস্যরা শোকস্তব্ধ। স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে, দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। আহতদের চিকিৎসার জন্য প্রশাসন সবরকম সাহায্যের ব্যবস্থা নিয়েছে। মেলার আয়োজনকারী কমিটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এমন একটি দুর্ঘটনা আমাদের প্রত্যাশার বাইরে। মেলায় এই ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থার অভাব আগে থেকেই ছিল না, আমরা শোকে আচ্ছন্ন। আহতদের শারীরিক অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল, তবে কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর। স্থানীয় পুলিশ ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে মেলায় নিরাপত্তা এবং যান চলাচল ব্যবস্থা আরও কঠোর করার কথা বলা হয়েছে। দুর্ঘটনার পর মেলার অংশগ্রহণকারীরা আতঙ্কিত হয়ে গিয়েছেন। পুলিশ দুর্ঘটনার পরবর্তী তদন্তে জানিয়েছে, দুর্ঘটনার সময় মেলার ভিড় এবং ট্রাকের গতির কারণে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বেড়ে গেছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য অনুযায়ী, ট্রাকটি রাতের দিকে জাতীয় সড়ক দিয়ে আসছিল এবং মেলায় ঢোকার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছিল। আশেপাশের দোকানপাটের ক্ষয়ক্ষতির সঙ্গে আহত ও নিহতের সংখ্যা দেখে স্থানীয়রা চাঞ্চল্য প্রকাশ করেছেন। এই দুর্ঘটনা পাঁশকুড়ার মেচগ্রামের জন্য এক মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা হিসেবে রয়ে গেল। মেলার সময়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা, দুর্ঘটনা প্রতিরোধে অতিরিক্ত সতর্কতা নেওয়া এবং জরুরি সেবা।

জেলে তার ও তার স্ত্রীর উপর মানসিক নির্যাতন করা হচ্ছে - দাবি ইমরানের

ইসলামাবাদ, ২২ সেপ্টেম্বরঃ পাক সেনা প্রধান অসিম মুনিরের বিরুদ্ধে ফের ফুঁসে উঠলেন জেলবন্দি পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। তাঁর অভিযোগ, জেলে তাঁর এবং তাঁর স্ত্রী বুশরা বিবির উপর মানসিক নির্যাতন চালাচ্ছেন পাক সেনাপ্রধান। যদিও এর আগেও তিনি একাধিকবার জেলে অত্যাচারের অভিযোগ তুলে তোপ দেগেছিলেন মুনিরের বিরুদ্ধে। ইমরান তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'প্রত্যক্ষ মদতেই জেলে আমার এবং আমার স্ত্রীয়ের উপর মানসিক অত্যাচার চলছে। এর নেপথ্যে একটাই কারণ রয়েছে। তারা চায় আমরা যাতে ভেঙে পড়ি।' তিনি আরও বলেন, মুনিরকে আমি একটা বার্তা দিতে চাই। যতদিন আমরা বেঁচে থাকব, ততদিন আমরা এই নিষ্ঠুরতার সামনে মাথা নত করব না। মুনির আমাদের দেশে আইনশৃঙ্খলা ভেঙে ফ্যাসিবাদের পরিবেশ তৈরি করতে সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করছেন। গত ১০ বছর ধরে তিনি অপশাসন চালিয়ে যাচ্ছেন। উল্লেখ্য, পাক সেনার রোষের মুখে পড়ে গদি হারাতে হয়েছিল ইমরানকে। এর পরেই তাঁর ঠাঁই হয় জেলে। দু'বছর পার হয়ে গেলেও জেলমুক্তি ঘটেনি ইমরানের। বরং একের পর এক নয়া মামলা চেপেছে তাঁর উপর। ইমরানের মুক্তি চেয়ে কিছুদিন আগেও পাকিস্তান জুড়ে ব্যাপক আন্দোলন করেছিল তাঁর দল পিটিআই। যদিও তাতে বিশেষ ফল হয়নি। নিষ্ঠুরভাবে সেই বিদ্রোহ দমন করে সরকার। এই অবস্থায় পাক সেনা প্রধানের বিরুদ্ধে জেলে ফের নির্যাতনের অভিযোগ তুললেন ইমরান।

মালদা শহরের বিগ বাজেটের থিম বাহকদের বার্তা দেবে

সুদীপ্ত লাহিড়ী, মালদা, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ এক ঝলক দেখে মনে হবে যেন রাজকীয় প্রাসাদ! তবে কোনও রাজা বা জমিদারের কাহিনী নয়, মালদা শহরের এই বিগ বাজেটের থিম বার্তা বাহকদের বার্তা দেবে। সুবিশাল রাজকীয় প্রাসাদের মতো এই থিমে প্রাচীন যুগের সাধারণ ডাক পরিষেবার রানারদের কাহিনী ছবি ফুটে উঠবে। ডিজিটাল যুগে আধুনিক প্রযুক্তির ফলে বদলেছে একাধিক ব্যবস্থা। বিশ্বের সমস্ত প্রযুক্তির ব্যবহার হাতের মুঠোয় চলে এসেছে। সেখানে দাঁড়িয়ে এবার প্রাচীন বার্তাবহন ব্যবস্থাকে পুজো মণ্ডপে থিমের মাধ্যমে তুলে ধরতে চলেছে মালদা শহরের শিবাজী সংঘ ক্লাব। ৪৯ তম বর্ষে এই পুজোর থিম পুরনো ডাকঘর ব্যবস্থায় কীভাবে ডাক কর্মীরা কাজ করতেন, বর্তমানে বিলুপ্তপ্রায় ডাক পরিষেবায় কর্মরত রানারদের কাজ কী ছিল, আগেকার দিনে সেই কাজ কতটা কঠিন ছিল, ডাকঘরের সেইসকল কার্যক্রমকে এই থিমের মাধ্যমে বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে। ক্লাব সম্পাদক বাপি দে জানান, বর্তমানে যে কোনও চিঠি ও বার্তা আদানপ্রদান ব্যবস্থা সহজ হলেও, আগেকার দিনে এই ব্যবস্থা কেমন ছিল? কতখানি পরিশ্রমের পর একটি চিঠি ও বার্তা আরেকজনের কাছে পৌঁছাত, ডাক-কাজে নিযুক্ত রানারদের সেই সমস্ত জীবনযাত্রার কাহিনী এই ডাকঘর থিমের মাধ্যমে দেখানো হবে। বর্তমানে অফিস থেকে বাড়িঘর, সর্বত্র আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে মানুষ আসক্ত। কথোপকথন থেকে বার্তা প্রেরণ, সমস্ত কিছুই আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সহজ হয়ে গেছে। সেখানে দাঁড়িয়ে বর্তমান প্রজন্মের কাছে প্রাচীন ডাক ব্যবস্থা কাহিনীর এই থিম নজর কাড়বে বলে আশাবাদী পুজো উদ্যোক্তারা।

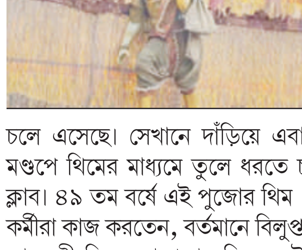

বাড়িতে ছাগল ঢুকে পড়ায় মহিলাকে অস্ত্রের কোপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ বাড়িতে ছাগল ঢুকে পড়ায় বিবাদের সূত্রপাত। মহিলাকে রাস্তায় একা পেয়ে পরপর ধারাল অস্ত্রের কোপ। রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হল শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওই মহিলা চিকিৎসাধীন। ঘটনার পর পলাতক অভিযুক্ত। নদীয়ার কোতোয়ালি থানার ঝিটকা পোতা এলাকার ঘটনা। তদন্ত শুরু করেছে কোতোয়ালি থানার পুলিশ। মাস দেড়েক আগে প্রতিবেশীর বাড়িতে ওই মহিলার ছাগল ঢুকে পড়ায় বিবাদ বাঁধে। এরপর থেকেই ওই মহিলার উপর বারবার ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকেন ওই প্রতিবেশীরা। আহত মহিলার নাম আসিয়া শেখ। বয়স আনুমানিক ৪৫ বছর। কোতোয়ালি থানার ঝিটকিপোতা এলাকার ঘটনা। এক দেড় মাস আগে আসিয়া শেখের ছাগল সাজিদুল খানের বাড়ি গিয়ে গাছপালা খেয়ে নিয়েছিল বলে অভিযোগ। এই নিয়ে তাদের মধ্যে বচসা তৈরি হয়। পরে সেটার মীমাংসাও হয়ে যায়। কিন্তু সোমবার সকালে আসিয়া শেখ রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেই সময় আচমকা পিছন থেকে সাজিদুল খান ওরফে সাজি ধারাল অস্ত্র দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপায় বলে অভিযোগ। প্রত্যক্ষদর্শীরা দ্রুত বাড়িতে খবর দিলে পরিবারের সদস্যরা তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানায় নিয়ে যায়। চিকিৎসার জন্য শক্তিনগর হাসপাতালে পাঠানো হয় ওই মহিলাকে। তিনি বর্তমানে আশঙ্কাজনক অবস্থায় শক্তিনগর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনার পর পলাতক অভিযুক্ত। তাঁর সন্ধানে খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ। আক্রান্ত মহিলার ছেলে বলেন, রাস্তার ধারে মায়ের মুদি দোকান রয়েছে। তাতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আজ কোপ মারা হয়েছে। সাজিদুল খান নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ।

একে-৪৭ স্টাইলে ব্যাট উঁচিয়ে অনুতপ্ত নন সাহিবজাদা

দুবাই, ২২ সেপ্টেম্বরঃ ছক্কায় পৌঁছলেন অর্ধশতকে। ব্যাটটা তুলে ধরলেন, ঠিক যেন একে-৪৭ (একে-৪৭)! গুলি ছোড়ার ভঙ্গিতে তাক করলেন সামনে। মুহূর্তেই হইচই গ্যালারিতে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ল ভিডিও। তারপর বইল সমালোচনার ঝড়। পাকিস্তানের ওপেনার সাহিবজাদা ফারহান এশিয়া কাপের সুপার ফোরের লড়াইয়ে ভারতের বিরুদ্ধে হাইভোল্টেজ ম্যাচে হাফসেঞ্চুরি হাঁকালেও তাঁর ইনিংসের চেয়ে বেশি করে আলোচনায় সেই 'বন্দুক-সেলিব্রেশন'। এত বিতর্ক, এত সমালোচনা যাঁকে নিয়ে, সেই ফারহান কিন্তু এতটুকু অনুতপ্ত নন। বরং, সাংবাদিক সম্মেলনে দাঁড়িয়ে অকপট স্বীকারোক্তি-আবার সুযোগ এলে এমন সেলিব্রেশন করবেন। বলে দিলেন, ''কে কী বলল, তাতে আমার কিছু আসে যায় না!'' গতকাল দল হারলেও ৪৫ বলে ৫৮ রান করেন ফারহান। পাকিস্তানকে শুরুতে ভরসা জোগান। শেষমেশ আউট হন শিবম দুবের বলে। পাকিস্তান তোলে ১৭১। ম্যাচটা অবশ্য সহজেই ছিনিয়ে নেয় ভারত। কিন্তু হার-জিতের বাইরে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু সেই ফারহান। সোমবার শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে পাকিস্তানের দ্বিতীয় সুপার ফোর ম্যাচের আগে তাঁকে সেই সেলিব্রেশন নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। বিন্দুমাত্র ভাকে না গিয়ে নির্দ্বিধায় উত্তর দেন, ''আমি সাধারণত পঞ্চাশের পর কিছু করি না। কিন্তু হঠাৎ মাথায় এল, করে ফেললাম। মানুষ কীভাবে নেবে সেটা ভাবিনি। আবারও করতে পারি। ক্রিকেট খেলতে গেলে আগ্রাসী হতে হবে। সেটা ভারতের বিরুদ্ধে হোক বা অন্য যে কারও বিরুদ্ধে!'' সমালোচকরা যা-ই বলুন না কেন, ফারহান কিন্তু বুক ঠুকে জানিয়ে দিলেন-'বেশ করেছি, আবার করব!'

অভিষেকের প্রশংসায় পঞ্চমুখ মিসবাহ

'দেখে মনে হচ্ছিল যেন নেট প্র্যাকটিস করছে!'

সংবাদ সংস্থা, লাহোর, ২২ সেপ্টেম্বরঃ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সুপার ফোরে মাঠে নেমে ঝড় তুললেন অভিষেক শর্মা। ৩৯ বলে ৭৪ রানের ইনিংস। ছক্কা-চারের ফুলঝুরি ছড়ালেন শাহিন আফ্রিদি, হ্যারিস রউফ, আবরার আহমেদদের বিরুদ্ধে। আর সেই দাপুটে ইনিংসের সুবাদে ১৭২ রানের লক্ষ্য ছুঁয়ে ফেলল ভারত। ছয় উইকেট হাতে রেখে জয় এল সহজেই। এই ব্যাটিংয়ের পর ভারতের পাশাপাশি পাকিস্তানি শিবির থেকেও ভেসে এল প্রশংসার সুর। প্রাক্তন অধিনায়ক মিসবাহ-উল-হক তাঁদেরই একজন। অভিষেকের খেলাটা দেখে যাঁর মনেই হয়নি তিনি চাপে রয়েছেন, খেলছেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে! বলেছেন, ''ওর স্কিল আর টেম্পারামেন্ট দুটোই অবিশ্বাস্য। প্রথমবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নামল। অথচ মনে হচ্ছিল যেন নেটে ব্যাট করছে। বল যখন সঠিক জায়গায় পড়ছে, তখন শান্তভাবে গ্যাপ খুঁজে পাঠিয়ে দিচ্ছে!'' মিসবাহ আরও যোগ করেন, ''সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, ও সবসময় আমাদের মূল বোলারদের টার্গেট করার চেষ্টা চালায়। ফলে চাপটা উলটে পাকিস্তানের দিকেই চলে আসছে। এতে টিমের রণকৌশল পুরোপুরি গন্ডগোল হয়ে যাচ্ছে!'' শুধু বেপরোয়া কিংবা মারকাটারি ধরন নয়, অভিষেকের ব্যাটিংয়ের পেছনে ছিল বিচক্ষণতা, সচেতনতা। এ কথাও মেনে নিয়েছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক। বলেছেন, ''ভালো বলকে ও সম্মান দেখাচ্ছে। কিন্তু সামান্য হাল্কা বল পেলেই নির্মম শাস্তি। শাহিন হার্ড লেন্থে আঘাত করছিল। ওগুলো অভিষেক সামলেছে। কিন্তু একবার শর্ট বা ফুল হলে, সঙ্গে সঙ্গে জায়গা বানিয়ে শট খেলেছে!''

'ব্যাটেই পাকিস্তানকে সঠিক জবাব দিয়েছি'

হি.স., দুবাই, ২২ সেপ্টেম্বরঃ হাত থাকতে মুখ কেন? আরেকটু খুলে বললে, হাতে ব্যাট-বল থাকতে অযথা স্লেজিংয়ের মানে কী? প্রশ্নটা তুললেন অভিষেক। অভিষেক শর্মা। কাল ওপেনে নেমে একা হাতে পাক বোলারদের কচুকাটা করেছেন। আর সমানে চোখে চোখ রেখে লড়ে গেছেন কখনও হ্যারিস রউফ, কখনও শাহিন শাহ আফ্রিদের বিরুদ্ধে। ইটের পালটা পাটকেল, ধমকের বদলে চমক ছুড়েছেন। কখনও বাউন্ডারি থেকে বল কুড়িয়ে আনার নির্দেশ, কখনও মুখ বন্ধ রাখতে বলা- ব্যাটের পাশপাশি মুখেও যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছেন তরুণ ব্যাটার! যদিও বিষয়টা যে উপভোগ করেননি, ম্যাচ শেষে মেনে নিয়েছেন অভিষেক। পাশাপাশি জানিয়েছেন, কেন তিনি শুরু থেকেই তেতে যান, কী কারণে পাক বোলারদের সঙ্গে পালটা উত্তর ফিরিয়ে দেন! এশিয়া কাপ সুপার ফোরে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে রবিবার ৩৯ বলে ঝড়ো ৭৪ রানের ইনিংস খেলেছেন অভিষেক শর্মা। শুভমান গিলের সঙ্গে তাঁর ওপেনিং জুটিতে আসে ১০৫ রান। যার সুবাদে সহজেই ১৭২-এর লক্ষ্য ছুঁয়ে ফেলে ভারত, হাতে তখনও ছয় উইকেট। তবে মাঠে শুধু ব্যাটিং পারফরম্যান্স নয়, অভিষেক সমর্থকদের সাবাশি কুড়িয়েছেন তাঁর এক মন্তব্যে। যেখানে খোলাখুলি জানিয়েছেন, পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের 'অযথা খোঁচানি' তাঁর একেবারেই ভালো লাগেনি। ব্যাট হাতে আগ্রাসী ভঙ্গিই ছিল পালটা ওষুধ। ম্যাচ-শেষের প্রেজেন্টেশনে অভিষেকের গলায় আত্মবিশ্বাসী সুর। বলেছেন, ''আজ ব্যাপারটা খুব সহজ ছিল। ওরা (পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা) কোনও কারণ ছাড়াই আমাদের দিকে তেড়ে আসে। যেটা একেবারেই ভালো লাগেনি। একমাত্র এই ব্যাটিং দিয়েই আমি পালটা ওষুধ দিতে পারতাম!'' ওষুধের ডোজ যে ঠিকমতো পড়েছে, ম্যাচ শেষের ফলাফলে তা স্পষ্ট! মাঠে রউফ আর শাহিন শাহ আফ্রিদির সঙ্গে কথার লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়েছিলেন অভিষেক আর গিল। তবে ময়দানের যাবতীয় অশান্তিকে রানের ঝড়ে ঢেকে দেন দুই ওপেনার। শুভমানের সঙ্গে ঘরোয়া ক্রিকেটে এবং তারও আগে ছেলেবেলায় খেলেছেন। বন্ধুত্বের নিবিড়তা বাইশ গজের তালমিলে ধরা পড়ে। অভিষেকের মতো তিনি কথার লড়াইয়ে মেতে ওঠেন। যে বিষয়টি মেনে নিয়ে বাঁ-হাতি ব্যাটারের মন্তব্য, ''আমরা স্কুলজীবন থেকে একসঙ্গে খেলছি। একে অপরের সঙ্গ ভীষণ উপভোগ করি। আমরা ভেবেছিলাম পারব। আর আজ সেই দিনটা এল। ও যেমন জবাব দিচ্ছিল, দেখে দারুণ লাগছিল!'' নিজের আগ্রাসী খেলার ব্যাখ্যাও দিলেন অভিষেক। তাঁর কথায়, ''টিম আমাকে সমর্থন করে বলেই আমি এইভাবে খেলতে পারি। এই ইচ্ছেটাই দেখাতে চাই। কঠোর পরিশ্রম করছি। যদি দিনটা আমার হয়, টিমকে জেতাবই!'' ভারতের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের গলাতেও ঝরে পড়ে অভিষেক-গিল জুটির প্রশংসা। বললেন, ''ওরা একে অপরের পরিপূরক। একেবারে আগুন আর বরফের মিশেল!'' এ দিন যদিও অপ্রত্যাশিতভাবে হোঁচট খেয়েছেন জসপ্রীত বুমরা। চার ওভারে দিয়েছেন দশের বেশি রান। কিন্তু সূর্যকুমার তাতে বিচলিত নন। তাঁর কথায়, ''একে একেবারেই স্বাভাবিক। ও তো রোবট নয়। খারাপ দিন আসতেই পারে। তবে শিবম দুবে আমাদের উদ্ধার করেছে!'' মাঠে সুযোগ হাতছাড়া নিয়েও খোঁচা মারলেন অধিনায়ক। হেসে বললেন, ''চারটে ক্যাচ ফস্কেছে। ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপ হয়তো মেল করবেন বিষয়টা নিয়ে!'' ভারতের প্রথম ১০ ওভারের বোলিংয়ে পাকিস্তান ন'য়ের ওপর গড়ে রান তুলেছিল। সেই অবস্থা সামাল দিয়ে ম্যাচ ঘুরিয়ে দেন সূর্যকুমারের ছেলেরা। দলনেতার অকপট স্বীকারোক্তি- ''ড্রিংকস ব্রেকে আমি বলেছিলাম-এখনই খেলা শুরু!''

হাইকোর্টের ছাড়পত্রে ইস্টবেঙ্গলের হাতে উঠল কলকাতা লিগ ট্রফি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বরঃ দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান। শেষমেশ উচ্চ আদালতের ছাড়পত্রের পর আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি মিলল লাল-হলুদ শিবিরের। ২০২৪-২৫ মরসুমের কলকাতা ফুটবল লিগের প্রিমিয়ার ডিভিশনের চ্যাম্পিয়ন হিসেবে আজ ইস্টবেঙ্গল ফুটবল ক্লাবের হাতে তুলে দেওয়া হল বিজয়ীর ট্রফি। সোমবার, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ইস্টবেঙ্গল মাঠে এক অনাড়ম্বর কিন্তু গর্বময় অনুষ্ঠানে ট্রফি হস্তান্তর করেন কলকাতার মহানাগরিক ও রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। উল্লেখযোগ্যভাবে, গত বছরের প্রিমিয়ার ডিভিশন লিগে যায় ইস্টবেঙ্গল। ফলত, টেকনিক্যালি চ্যাম্পিয়ন ঘোষণার পথ তৈরি হলেও, ডায়মন্ড হারবার ক্লাব সিদ্ধান্ত মানতে নারাজ হয়। তারা আলিপুর আদালতে আপত্তি জানালে, নিম্ন আদালতের অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশে আটকে যায় আইএফএ তরফে চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা। ফলে অনিশ্চয়তার ঘনঘটা তৈরি হয় লিগ নিয়ে। পরবর্তীতে গোটা বিষয়টি গড়ায় কলকাতা হাইকোর্টে। দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়া শেষে, অবশেষে আদালতের ছাড়পত্র মেলে। সেই মোতাবেক আজ ইস্টবেঙ্গলকে আনুষ্ঠানিকভাবে গত মরসুমের কলকাতা লিগ চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হয় এবং ট্রফি প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আইএফএ সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, সচিব অনির্বাণ দত্ত, ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সভাপতি দেবব্রত সরকার, সচিব রূপক সাহা এবং প্রাক্তন ভারতীয় গোলরক্ষক অতনু ভট্টাচার্য। মঞ্চে ছিল উচ্ছ্বাস, ছিল গর্বের আবহ। একদিকে লাল-হলুদ সমর্থকদের দীর্ঘদিনের অপেক্ষার অবসান, অন্যদিকে ক্লাবের হয়ে পরিশ্রম করা ফুটবলার ও কর্মকর্তাদের মুখে ছিল তৃপ্তির হাসি। দুরন্ত ছন্দে খেলেছিল বিনো জর্জের প্রশিক্ষণে গড়ে ওঠা ইস্টবেঙ্গল শিবির। একের পর এক জয়ে লিগ তালিকায় শীর্ষে উঠে আসে ক্লাব। সুপার সিক্স পর্যায়েও জেসিন টিকে, সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়দের পারফরম্যান্স ছিল নজরকাড়া। ভবানীপুর, ক্যালকাটা কাস্টমস কিংবা মহামেডান প্রতিপক্ষ নির্বিশেষে মাঠে আধিপত্য ছিল লাল-হলুদের। তবে সুপার সিক্সের গুরুত্বপূর্ণ এক ম্যাচে প্রতিপক্ষ হিসেবে না নামায় ডায়মন্ড হারবার এফসি, ওয়াকওভার পেয়ে

টরেস-ওলমোর গোলে রিয়ালের সঙ্গে ব্যবধান কমাল বার্সেলোনা

সংবাদ সংস্থা, বার্সেলোনা, ২২ সেপ্টেম্বরঃ ইয়োহান ক্রুইস স্টেডিয়ামে রবিবার রাতে লা লিগার ম্যাচটি ৩-০ গোলে জিতেছে শিরোপাধারীরা। লিগে সবশেষ দুই ম্যাচে ৯ গোল করার পাশাপাশি জাল অক্ষত রাখল বার্সেলোনা। সব মিলিয়ে পাঁচ ম্যাচে চার জয় ও এক ড্রয়ে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে তারা। সমান ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রিয়াল মাদ্রিদ। ঘরের মাঠে ৭১ শতাংশ সময় পজেশন রেখে গোলের জন্য ১৬টি শট নিয়ে সাতটি লক্ষ্যে রাখতে পারে বার্সেলোনা। গেতাফের তিন শটের দুটি লক্ষ্যে ছিল। চোটাক্রান্ত লামিনে ইয়ামালকে ছাড়া টানা তৃতীয় ম্যাচ খেলতে নামা বার্সেলোনা আক্রমণাত্মক ফুটবলে শুরু থেকে গেতাফেকে চেপে ধরে। পঞ্চদশ মিনিটে লক্ষ্যে প্রথম শটে গোলের দেখা পায় তারা। রাফিনিয়ার পাস বক্সে পেয়ে চমৎকার ব্যাক-হিল ফ্লিক করেন ওলমো। ছয় বক্সের বাইরে থেকে প্রথম স্পর্শে শটে জালে পাঠান টরেস। গোলরক্ষক বলে হাত ছোঁয়ালেও গতির কাছে পরাস্ত হন। ২৮তম মিনিটে একটি সুযোগ পান রবের্ত লেভানডফস্কি। তবে কাছ থেকে ভলি লক্ষ্যে রাখতে পারেননি অভিজ্ঞ পোলিশ স্ট্রাইকার। ৩৪তম মিনিটে দারুণ গোলে ব্যবধান বাড়ান টরেস। রাফিনিয়ার পাসে বল পেয়ে বক্সের বাইরে থেকে জোরাল শটে এগিয়ে আসা গোলরক্ষককে ফাঁকি দেন ২৫ বছর বয়সী স্প্যানিশ ফরোয়ার্ড। বিরতির আগে হ্যাটট্রিকও হয়ে যেতে পারত টরেসের। পেদ্রির থ্রু বল ধরে তার ডান পায়ের শট ক্রসবারে লাগে। প্রথমার্ধে গোলের জন্য আটটি শট নিয়ে তিনটি লক্ষ্যে রাখতে পারে বার্সেলোনা। এই সময়ে গেতাফে গোলে কোনো শটই নিতে পারেনি। ৬০তম মিনিটে তরেস ও ফ্রেংকি ডি ইয়ংকে তুলে ফের্মিন লোপেস ও মার্ক কাসাদোকে নামান বার্সেলোনা কোচ ফ্লিক। এর দুই মিনিট পর তৃতীয় দলের দেখা পায় আয়োজকরা। ডান দিক দিয়ে বক্সে ঢুকে পড়েন দুই দিন আগে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে জোড়া গোল করা র‍্যাশফোর্ড। গোলরক্ষক তার দিকে এগিয়ে যাওয়ায় কাট-ব্যাক করেন ইংলিশ ফরোয়ার্ড, আর ছুটে গিয়ে নিচু শটে ফাঁকা জালে বল পাঠান ২৭ বছর বয়সী স্প্যানিশ উইঙ্গার ওলমো। যোগ করা সময়ে গোল প্রায় পেয়েই যাচ্ছিলেন র‍্যাশফোর্ড। তার শট দারুণ নৈপুণ্যে ব্যর্থ করে ব্যবধান বাড়তে দেননি গেতাফের গোলরক্ষক।

জামশেদপুর এই উইঙ্গারকে টেনে নিল কালিকট এফসি

সংবাদ সংস্থা, জামশেদপুর, ২২ সেপ্টেম্বরঃ এবারের ট্রান্সফার উইন্ডোকে কাজে লাগিয়ে গত কয়েক মাসে একাধিক ফুটবলারদের দলে টেনেছে দলগুলি। এক্ষেত্রে দেশের প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগ তথা আইএসএলের পাশাপাশি বারংবার শিরোনামে উঠে এসেছে আইলিগের ফুটবল ক্লাব গুলি। তবে বাকিদের থেকে খুব একটা পিছিয়ে নেই সুপার লিগ কেরালার অন্তর্গত দল। এক্ষেত্রে নিজেদের পরিকল্পনা অনুযায়ী চূড়ান্ত করেছে ফুটবলারদের। যেখানে ইন্ডিয়ান সুপার লিগের পাশাপাশি আইলিগ খেলা একাধিক ফুটবল তারকা এবার রয়েছেন এই লিগে। সময় এগোনোর সাথে সাথেই এবার যথেষ্ট জনপ্রিয়তা পাচ্ছে দক্ষিণের এই ফুটবল লিগ। যার মধ্যে মাল্লাপুরম এফসির পাশাপাশি গত কয়েকদিনে বারংবার উঠে এসেছে ক্যালিকট এফসির নাম। বিভিন্ন মাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছিল যে দেশীয় ফুটবলারদের পাশাপাশি বিদেশি ফুটবলার নির্বাচনে ও এবার চমক রাখছে কালিকট। সেইমতো গত কয়েকদিন আগেই এক স্প্যানিশ ফুটবলারকে চূড়ান্ত করেছে ম্যানেজমেন্ট। তবে ভারতীয় ফুটবলার দলে টানার ক্ষেত্রে ও ব্যাপক দক্ষতা দেখিয়েছে এই ক্লাব। অবশেষে তাঁদের দলে যুক্ত হলেন দেশীয় উইঙ্গার অনিকেত যাদব। গত সিজন পর্যন্ত আইএসএলের অন্যতম শক্তিশালী দল তথা জামশেদপুর এফসির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। সেই মরসুমে দলের হয়ে খেলেছেন প্রায় সাতটি ম্যাচ। গোলের দেখা না মিললেও নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন প্রত্যেক ক্ষেত্রে। একটা সময় শোনা যাচ্ছিল যে তাঁকে নিতে নাকি ব্যাপক আগ্রহী বিদেশের এক তৃতীয় ডিভিশনের ফুটবল ক্লাব। যদিও শেষ পর্যন্ত কথাবার্তা এগোয়নি বেশিদূর। পরবর্তীতে আইলিগের একাধিক ফুটবল ক্লাব এই তারকার সঙ্গে কথাবার্তা এগিয়ে নিয়ে গেলেও শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত হয়নি চুক্তি। যারফলে অনেকেই মনে করেছিলেন যে নয়া সিজনে ও হয়তো জামশেদপুর এফসিতেই থাকবেন অনিকেত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেরালার ফুটবল লিগেই যোগদান করলেন এই দাপুটে উইঙ্গার। গত শনিবার কালিকটের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন এই ভারতীয় ফুটবলার। নিজের নতুন দলে কতটা মানিয়ে নিতে পারেন সেটাই এখন দেখার।

নাইজেরিয়ান ফরোয়ার্ড ড্যানিয়েল চিমা চুকুকে দলে রেখে দিতে পারে চেন্নাইয়িন

চেন্নাই, ২২ সেপ্টেম্বরঃ বহু প্রত্যাশা নিয়ে গত মরসুমে কোনর শিল্ডস সহ লুকাস বামব্রিলাদের মতো ফুটবলারদের যুক্ত করেছিল চেন্নাইয়িন এফসি। কিন্তু খুব একটা ইতিবাচক ফল আসেনি। তবে শুরুটা খুব একটা খারাপ ছিল না ফারুক চৌধুরীদের। ম্যাচ জয়ের মধ্যে দিয়েই শুরু হয়েছিল অভিযান। কিন্তু সেটা বজায় ছিল না পরবর্তীতে। বারংবার ধাক্কা খেতে হয়েছিল দক্ষিণের এই ফুটবল দলকে। যার প্রভাব পড়েছিল দলের পয়েন্ট টেবিলে। একাধিক ম্যাচে পয়েন্ট নষ্ট করার ফলে ইন্ডিয়ান সুপার লিগের তালিকায় অনেকটাই নেমে গেয়েছিল ওয়েন কোয়েলের ছেলেরা। তবে টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় লেগ থেকেই ধীরে ধীরে ছন্দ খুঁজে পাচ্ছিল চেন্নাইয়িন এফসি। কিন্তু সুপার সিক্সের লড়াইয়ে ফিরে আসার জন্য সেটা যথেষ্ট ছিল না। শেষ পর্যন্ত পয়েন্ট টেবিলের এগারো নম্বরে থেকেই অভিযান শেষ করতে হয়েছিল আইএসএলের এই দলকে। পরবর্তীতে কলিঙ্গ সুপার কাপ থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর লক্ষ্য থাকলেও সেটা সম্ভব হয়নি। পেট্র ক্র্যাটকির শক্তিশালী মুম্বই সিটি এফসির কাছে পরাজিত হয়ে টুর্নামেন্টের শুরুতেই ছিটকে গিয়েছিল দক্ষিণের এই দাপুটে ক্লাব। সেইসব এখন অতীত। আসন্ন সুপার কাপ থেকেই এবার ঘুরে দাঁড়ানোর চ্যালেঞ্জ সকলের। এক্ষেত্রে ওয়েন কোয়েলকে বিদায় জানিয়ে নয়া কোচ চূড়ান্ত করার পথে দক্ষিণের এই আইএসএল জয়ীরা। এছাড়াও এবারের দল গঠনের ক্ষেত্রে ও ব্যাপক সক্রিয়তা দেখাতে শুরু করেছে ম্যানেজমেন্ট। গত ইন্ডিয়ান সুপার লিগে মোট ২৩টি ম্যাচ খেলেছিলেন ড্যানিয়েল চিমা চুকু। যারমধ্যে ৬টি গোল করার পাশাপাশি ১টি অ্যাসিস্ট ও থেকেছে এই বিদেশি ফুটবলারের। সেই নিয়ে খুব একটা খুশি ছিল না ম্যানেজমেন্ট। হিসাব অনুযায়ী আগামী ২০২৬ সাল পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে চুক্তি থাকলেও শোনা যাচ্ছিল যে তাঁর আগেই এই ফুটবলারকে হয়তো রিলিজ করে দেবে চেন্নাইয়িন। কিন্তু নয়া তথ্য অনুযায়ী, তাঁকে রেখেই এবার সুপার কাপে নামতে চলেছে দক্ষিণের এই ফুটবল দল। গতবারের হতাশাজনক পারফরম্যান্সের পর নিজেকে এবার কতটা মেলে ধরতে পারেন এখন সেদিকেই বিশেষ নজর থাকবে সমর্থকদের।

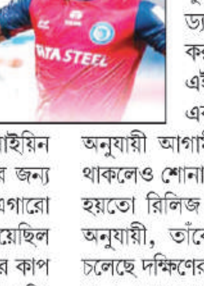

শেষ মুহূর্তের গোলে ম্যানচেস্টার সিটিকে রুখে দিল আর্সেনাল

আর্লিং হলান্ডের গোলে শুরুতে এগিয়ে যাওয়ার পর জয়ের পথেই ছিল ম্যানচেস্টার সিটি। আর্সেনালের আক্রমণগুলো ঠেকিয়ে দিচ্ছিল দলটির জমাট রক্ষণ। কিন্তু যোগ করা সময়ে দুর্দান্ত ফিনিশিংয়ে তাদের সব প্রতিরোধ ভেঙে দিলেন গাব্রিয়েল মার্তিনেল্লি। ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ডের শেষের গোলে হার এড়াল আর্সেনাল।

সংবাদ সংস্থা, লন্ডন, ২২ সেপ্টেম্বরঃ নিজেদের মাঠে ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে কোনোরকমে হার এড়িয়েছে আর্সেনাল। শুরুতে আর্লিং হলান্ডের গোলে পিছিয়ে পড়ে গানাররা। এরপর চেষ্টা করেও সমতা ফেরাতে পারেনি তারা। একপর্যায়ে প্রিমিয়ার লিগে দ্বিতীয় হার যখন চোখ রাঙাচ্ছিল, তখনই দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ায় 'গানার'রা। যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে গ্যাব্রিয়েল মার্তিনেল্লির গোলে ১-১ ড্র নিয়ে মাঠ ছাড়ে তারা। এই ড্রয়ের পর দুই নম্বরে থাকা আর্সেনাল পয়েন্ট এখন ৫ ম্যাচে ৩ জয়, ১ হার এবং ১ ড্রয়ে ১০। অন্য দিকে বেশির ভাগ সময় এগিয়ে থেকেও জিততে না পারা ম্যান সিটির পয়েন্ট ৫ ম্যাচে ২ জয়, ২ হার ও ১ ড্রয়ে ৭। গার্দিওলার দল এখন পয়েন্ট টেবিলের ৯ নম্বরে আছে। শীর্ষে থাকা লিভারপুলের চেয়ে ৮ পয়েন্টে পিছিয়ে আছে সিটি। রবিবার রাতে ঘরের মাঠ এমিরেটসে শুরু থেকেই আক্রমণকে পাখির চোখ করে আর্সেনাল। বল দখলে এগিয়ে ছিল তারাই। কিন্তু ম্যাচের ৯ মিনিটেই আর্সেনালের লড়াইটা কঠিন করে তুলেন আর্লিং হলান্ড। প্রতি-আক্রমণে তিজানি রেইন্ডার্সের কাছ থেকে বল পেয়ে দারুণ ফিনিশিংয়ে লক্ষ্যভেদ করেন এই স্ট্রাইকার। এটি চলতি মরসুমে ম্যান সিটির হয়ে হলান্ডের সপ্তম ম্যাচে ৬ষ্ঠ গোল। সিটি এগিয়ে যাওয়ার পর আর্সেনাল মরিয়া চেষ্টা করে ঘুরে দাঁড়ানোর। কিন্তু প্রথমার্ধে তাদের কোনো আক্রমণই আলোর মুখ দেখেনি। বিরতির পরপর একাধিক পরিবর্তন আনে আর্সেনাল। ননি মাদুয়েকের বদলে বুকায়ো সাকা এবং আবদুকদির খোসানভের বদলে মাঠে নামেন মাথেউস নুনেস। এ সময়ও আক্রমণ-প্রতি আক্রমণে জমে উঠে ম্যাচে। কিন্তু দুই দলই কাছাকাছি গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে বারবার। এক পর্যায়ে মনে হচ্ছিল, আর্সেনাল হয়তো ঘরের মাঠে হার নিয়েই মাঠ ছাড়বে। যদিও শেষ পর্যন্ত তেমনটা হয়নি। যোগ করা সময়ে আর্সেনালের ত্রাতা হয়ে আবির্ভূত হন ৮০ মিনিটে ইয়ুরিয়েন টিম্বারের বদলি নামা গ্যাব্রিয়েল মার্তিনেল্লি। এবেরেচি এজের দারুণ এক পাস থেকে বল পেয়ে সিটি বক্সে ঢুকে পড়েন মার্তিনেল্লি। এরপর এগিয়ে আসা গোলরক্ষক জিয়ানলুইজি দোন্নারুম্মার মাথার ওপর দিয়ে বল জালে জড়িয়ে আর্সেনালকে সমতায় ফেরান এই ব্রাজিলিয়ান। এই গোলই শেষ পর্যন্ত হার থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে আর্সেনালকে। ঘরের মাঠে সিটির সঙ্গে এক পয়েন্ট ভাগাভাগি করেই মাঠ ছেড়েছে তারা।

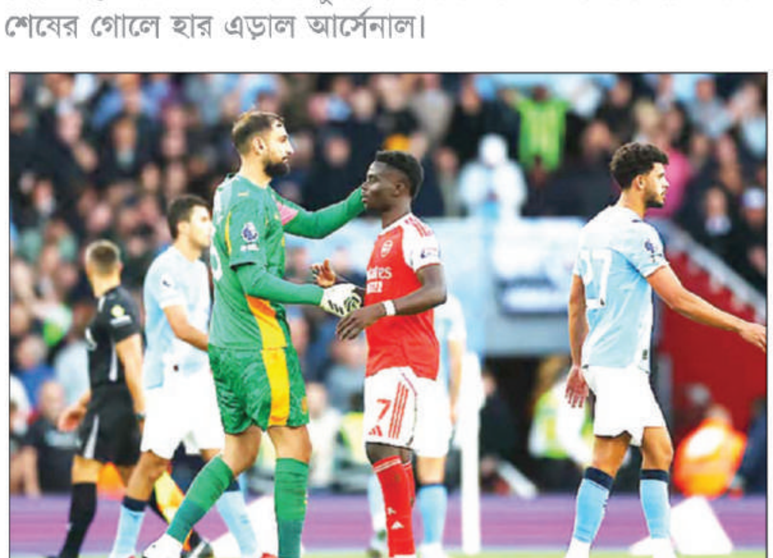

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com